রামমোহন রায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—১৫।৯।১৯৪২


Rammohun Roy

ভূমিকা

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় আমরা যাঁহাদের জীবনী প্রকাশ করিতেছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দান স্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে ইঁহাদেরই কীর্ত্তি ও সাধনার উপরেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। এখন পর্য্যন্ত যাঁহাদের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্যের দিক দিয়া তাঁহাদের কাহারও স্পষ্ট জীবনচরিত এতাবৎ কাল বাহির হয় নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি অসামান্য। তাঁহার বহু জীবনী বাজারে প্রচলিত আছে। এতৎসত্ত্বেও এই চরিতমালায় তাঁহার জীবনী নূতন করিয়া কেন লিখিত হইতেছে, এই প্রশ্নের জবাব সর্ব্বাগ্রে দিতেছি। প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে তিনখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy.* 1866.

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত,' ১ম সং, ১৮৮১।

S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* London, 1900.

ইহার মধ্যে দুইখানি বৈদেশিক ভক্তদের লিখিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান এই জীবনীগুলিতে অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এই সকল জীবনী যখন লিখিত হয়, তখন রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য অনাবিষ্কৃত ছিল। আমি দীর্ঘকাল সরকারী দপ্তরখানা ও রামমোহনের সমসাময়িক সংবাদ-পত্রের দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি ঘাঁটিয়া রামমোহন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য

আবিষ্কার করিয়াছি। এই আবিষ্কারের ফলে রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার এমন সকল পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, যাহা এত দিন লুক্কায়িত ছিল। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় এই সকল নূতন তথ্য লইয়া আলোচনার সুযোগ নাই, স্বল্প-পরিসরে ইহাতে ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া হইয়াছে। জানি না, রামমোহনের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিয়া উঠিতে পারিব কি না; না পারিলেও, যদি ভবিষ্যতে কেহ লেখেন, তাঁহার সুবিধার জন্য আমি এ-যাবৎ যে-সকল নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি :—

THE MODERN REVIEW.

April,	1926	The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England.
Apr.-May,	1926	Rajah Rammohun Roy's Mission to England.
June,	1927	An Unpublished letter of Rajah Rammohun Roy. P. 764.
Oct.	1928	Rammohun Roy on International Fellowship.
		Raja Rammohun Roy at Rangpur. P. 434.
Dec.	1928	The English in India should adopt Bengali as their language.
Jan.-Feb.	1929	Rammohun Roy's Political Mission to England.
May,	1929	Rammohun Roy on the value of Modern Knowledge. P. 650.
June,	1929	Rammohun Roy and an English Official.
July,	1929	Rammohun Roy on Religious Freedom and Social Equality.
Oct.	1929	The Last Days of Rajah Rammohun Roy.
Jan.	1930	Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi.

May,	1930	Rammohun Roy in the Service of the East India Company.
Apr.-May, August,	1931	Rammohun Roy as a Journalist.
March,	1932	English Impressions of Rammohun Roy before his visit to England.
June,	1932	Rammohun Roy on the disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors.
Dec.	1933	Three Tracts by Rammohun Roy.
Jan.	1934	Rammohun Roy's Embassy to England.
May,	1934	Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly.
Oct.	1934	Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta—The Spiritual Guide of Rammohun Roy.
Apr.	1935	Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform.
Oct.	1935	Rammohun Roy's Reception at Liverpool.

JOURNAL OF THE BIHAR AND ORISSA RESEARCH SOCIETY.

Vol. xvi,	Pt. II	Rammohun Roy as an Educational Pioneer.

THE CALCUTTA REVIEW.

Aug.	1931	A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy.
Dec.	1933	Rammohun Roy : The First Phase.
Jan.	1934	Rammohun Roy.
March,	1934	Rejoinder to 'A Note on Rammohun Roy : The First Phase.'
Oct.	1935	Sutherland's Reminiscences of Rammohun Roy.

বঙ্গশ্রী

আশ্বিন,	১৩৪০	রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন
অগ্রহায়ণ,	১৩৪০	রামমোহন রায়
আষাঢ়,	১৩৪১	রামরাম বসু ও রামমোহন রায়
শ্রাবণ,	১৩৪১	ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি
ভাদ্র,	১৩৪২	রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল।

দেশ

২৬ জুন	১৯৩৭	প্রাচীন ইংরেজী সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা।

১৯২৬	*Rajah Rammohun Roy's Mission to England.*
১৯৩৭	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ
১৯৪২	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ

এগুলির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ তিনটি এই :—

Rammohun Roy: The First Phase. (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Dec. 1933.

Rammohun Roy: (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Jany. 1934.

ধর্ম্মসংস্কারক বামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি। 'বঙ্গশ্রী', শ্রাবণ ১৩৪১।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে একটি মকদ্দমা রুজু করেন। এই মকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম-জীবন ও বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং রামমোহনের

নিজের, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দি লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার-পরিজন, বাল্যজীবন, বিষয়-সম্পত্তি ও চাকুরি ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দির ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই তিনটি প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত।

এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশের চার-পাঁচ বৎসর পরে পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সম্পাদিত *Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy* (1938) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা এক শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক এই গ্রন্থে বহু নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অভিনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ তিনটিতে রামমোহনের প্রথম-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে-সকল সংবাদ আছে, এই সুবৃহৎ গ্রন্থে তাহার অতিরিক্ত একটি সংবাদও নাই। আমার ভাগ্য-দেবতা আমার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন বলিয়াই উপরি-উল্লিখিত বিচারকদের হিসাব হইতে আমি বাদ পড়িয়াছিলাম। শুধু তাঁহারাই নন, রামমোহনের এই জীবনচরিতকারেরাও আমাকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নাই। ধরিবার কারণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহার একটি সামান্য প্রমাণ এই : রামমোহন-জননী তারিণী দেবীর শ্রীক্ষেত্র গমন ও তথায় মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চন্দ-মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের ভুল সংশোধনার্থ আমি ২৬ জুন ১৯৩৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'সংবাদ কৌমুদী'র যে বিবরণটুকু উদ্ধৃত করি, তাহাও দেখিতেছি, বিনা-স্বীকৃতিতে উক্ত গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls.* A Selection from Official Records (1803-1859) নামক আরও একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৩৯) প্রকাশ করিয়া রামমোহন-ভক্তদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু মজুমদার-মহাশয় এই গ্রন্থে রামমোহনের যে-সকল চিঠিপত্র বা রামমোহন-সংক্রান্ত যে-সকল সংবাদ তাঁহার আবিষ্কার হিসাবে স্থান দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই যে বর্ত্তমান জীবনী-লেখক 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে এবং *Raja Rammohun Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল—এই সামান্য সত্য কথাটি জ্ঞাপন করিতে তাঁহার ভুল হইয়াছে। এমন কি, গত বর্ষে (ইং ১৯৪১) প্রকাশিত মজুমদার মহাশয়ের *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India.* A Selection from Records (1775-1845) পুস্তকে মৎকর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত বহু উপাদান সন্নিবিষ্ট হইলেও সেই সেই উপাদান-সম্পর্কে আমার পরিশ্রম স্বীকৃত হয় নাই। সম্পূর্ণ সহায়সম্পদ্‌হীনভাবে আমি যে সামান্য কাজ করিয়াছি, তাহা এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়াতে আমি বেদনা বোধ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

৭৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
বেলগাছিয়া, কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়

পিতৃপরিচয়

ইংরেজ-শাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের এক জন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পূর্ণ হইবার দু-এক বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার রাধানগরে এক সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ধরণের পরিবার তখনকার দিনে বাংলা দেশে বিরল ছিল না। সে-যুগে অনেক বাঙালীই অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজসরকারে, বিশেষ করিয়া মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী লইতেন ও সেই চাকুরীলব্ধ অর্থে ভূসম্পত্তি কিনিয়া স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারে চাকুরী করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পান। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ, আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্ব্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু

পর-জীবনে তাঁহাকে আমরা নিজগ্রামে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

রামকান্ত ছাড়া ব্রজবিনোদের আরও ছয় পুত্র ছিল। ইঁহাদের নাম—নিমানন্দ, রামকিশোর, রাধামোহন, গোপীমোহন, রামরাম ও বিষ্ণুরাম। ভ্রাতাদের মধ্যে রামকান্ত পঞ্চম ছিলেন। ইঁহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে একত্র বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল। রামকান্ত রায়ের তিন সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয়া তারিণী দেবী জগমোহন, রামমোহন ও এক কন্যার মাতা, ও তৃতীয়া রামমণি দেবী—রামলোচন রায়ের মাতা ছিলেন।

তারিণী দেবীর দুই পুত্রের মধ্যে রামমোহন কনিষ্ঠ। পিতার রাধানগরে বাসকালেই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে* তাঁহার জন্ম হয়। তারিণী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া।

* রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলিয়া আসিতেছে, ইং ১৭৭২ ও ১৭৭৪। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্, তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে সমসাময়িক প্রমাণ আছে। ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন্ ডিগবীর দুইটি উক্তি। ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে *Trans. of an Abridgment of the Vedant,...Likewise A Trans. of the Cena Upanishad* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই দুইটি উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর—ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম ধরিলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবী এদেশেই আসেন নাই,—রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা।

রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ : তিনি কিছু দিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া, বাড়ীতে ফার্সী শেখেন ; অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর্বী শিখিবার জন্ম পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্ম কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা দুরূহ। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব আবার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬) যে, রামমোহন দশ বৎসর কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন যে একাদিক্রমে দশ বৎসর কাশীতে থাকিতে পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত। বাল্যকালে রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথাও আমরা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অ্যাডামের একখানি পত্রে প্রকাশ, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে দুই বার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথম-জীবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় ছিলেন।

পর-বৎসর, অর্থাৎ রামমোহনের বয়স যখন ১৫, তখন তিনি অন্য

প্রকার ধর্ম্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দুই-তিন বৎসরের জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন,—ডাঃ কার্পেণ্টার এই কথা রামমোহনের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহার কোন রচনাতেই নিজমুখে তিব্বত-ভ্রমণের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহ্‌হিদীনে' এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্য্যটন করিয়াছি।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রামকান্ত রায় তিন স্ত্রী, তিন পুত্র ও দৌহিত্র সহ রাধানগরের পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং নিকটেই লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নূতন বাড়ী স্থাপন করেন। কি কারণে রামকান্ত পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না। তবে রাধানগরের বাড়ীতে স্থানাভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে। এই সময়ে রামকান্তের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। তিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানীর নিকট হইতে নয় বৎসরের জন্য (ইং ১৭৯১-১৮০০) ভুরস্থট পরগণা ইজারা লন। রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন এই ইজারার জন্য পিতার জামিন হন। রামকান্ত পুত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই বিষয়কর্ম্মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণায় হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহন রায়ের নামে কেনা হয়। ১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কোথায় কি করিতেছিলেন, জানা যায় না বটে, তবে ২২ মার্চ ১৭৯৬ তারিখ দেওয়া তাঁহার লিখিত একখানি বাংলা চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে তিনিও পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

সম্পত্তি-বিভাগ

স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ ১২০৩) একটি দানপত্র দ্বারা নিজের জন্য কিছু অংশ রাখিয়া, রামকান্ত বাকী সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। জগমোহন, রামমোহন ও রামলোচন তিন জনই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখিয়া দিলেন এবং উহা খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাজীর নিকট রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইল। কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাইবেন, তাহার তালিকা করিয়া দিয়া রামকান্ত লিখিলেন যে, তাঁহার তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতবাটী ও জমিজমা ভোগ করিবেন, এবং কাহারও সম্পত্তির উপর অন্য কাহারও কোন প্রকার দাবী দাওয়া থাকিবে না; তিন পুত্রের কাহাকেও নগদ টাকা দেওয়া হইল না; বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারই থাকিবে এবং পরে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে; তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ ও বর্দ্ধমানের বসতবাটী তাঁহার নিজের রহিল; তাঁহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেনা বা উপার্জনের সহিত তাঁহার পুত্রদের এবং পুত্রদের আয়ের সহিতও তাঁহার কোন সম্পর্ক রহিল না; অতঃপর তিনি যাহা উপার্জন করিবেন, তাহা তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা দিবেন; পৈতৃক বিগ্রহের সেবা ও পূজার ভার পুত্রেরা সমভাবে লইবেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্থাপিত বিগ্রহের জন্য তিনি নিজে দায়ী, উহার সহিত পুত্রদের কোন সংস্রব নাই; জগমোহন রায় ও রামমোহন রায় তাঁহাদের মাতামহদত্ত জমিজমা পাইবেন; রামলোচন রায় তাঁহার মাতামহদত্ত জমি পাইবেন; ৺ভট্টাচার্য্যের কন্যা [তারিণী দেবী]·নিজ

পুত্রদের নামে যে জমি এবং পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল এবং ৺রামশঙ্কর রায়ের কন্যা [রামমণি দেবী] যে-সকল জমি ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল ; তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ জগমোহন রায়ের, উহার সহিত রামমোহন রায় বা রামলোচন রায়ের কোন সংস্রব নাই।

রামকান্ত রায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশের নীচে, "আমি শ্রী...... রায় বসতবাটী প্রভৃতি যাহা আমাকে দেওয়া হইল তাহা গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ারা অনুযায়ী দখল ও ভোগ করিব ; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমিজমাতে দাবী করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা"—এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করিলেন।

এই বাটোয়ারা অনুযায়ী রামমোহন নিম্নলিখিত সম্পত্তি পাইলেন :—

শ্রীরামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া :—

বসতবাটী ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ এবং
খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী।
এই সকলের অর্দ্ধেক ... ১ দফা

গোহালবাড়ী ও বেড়, গাছসহ ও চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ী ... ৮ বিঘা

মৌজা কৃষ্ণনগর :—

সূর্য্যদাস রায়ের বেড ধানের জমি ... ৯ বিঘা

কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি ... ৩ বিঘা

পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্ ... ৭০ বিঘা

মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ ... ১ দফা

মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ
শেঠ ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ী
ও পুষ্করিণী। চৌহদ্দিযুক্ত ... ১ দফা

গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ ... ১ দফা

অন্য ভ্রাতাদের অংশের বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, একটি তালুকের (হরিরামপুর) কথা বাদ দিলে তিন পুত্রই সমান ভাগ পান। বসতবাড়ীর মধ্যে লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ী সমানভাবে জগমোহন ও রামমোহনের ভাগে পড়িল। রামকান্ত রাধানগরের পৈতৃক বাড়ীর স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই; উহা দেওয়া হইল রামলোচন রায়কে। রামকান্ত রায়ের কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ী একমাত্র রামমোহনেরই ভাগে পড়িল; এই বাড়ীটির মূল্য তখনকার দিনে আন্দাজ তিন হাজার টাকা।

সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। কিছু দিন পরেই মাতা-সহ রামলোচন রায় লাঙ্গুলপাড়া হইতে রাধানগরে চলিয়া গেলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (পৌষ ১২১৬) সেইখানেই বাস করিলেন। রামকান্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানে থাকিয়া নিজের ইজারা-লওয়া জমিদারী ও বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, তিনি মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তার ছিলেন। সম্পত্তি-বিভাগের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকান্ত সাধারণতঃ বর্দ্ধমানেই থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও রাধানগরেও যে না-যাইতেন, এমন নহে। তাঁহার পুত্রেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। দেশে থাকিলে রামমোহনও অন্য পুত্রদের মত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু রামকান্তের পত্নীরা কখনও বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন নাই।

সম্পত্তি-বিভাগের ফলে রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন হইল না। তারিণী দেবী কর্ত্রী হইয়া বাড়ীর ঐহিক ও পারত্রিক সকল

কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র (গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে রামমোহনের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু বেশী সংবাদ পাইতে আরম্ভ করি। এই সকল সংবাদ যথেষ্ট না হইলেও উহাদের সাহায্যে এই সময় রামমোহন কোথায় কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের জ্যেঠা নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানবন্দিতে প্রকাশ, সম্পত্তি-বিভাগের নয় মাস পরে রামমোহন কলিকাতায় বাস করিতে যান। কিন্তু এত শীঘ্রই তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যে কলিকাতা যান, তাহার কারণ খুব সম্ভব একটি বৈষয়িক ব্যাপার। এই বৎসর তিনি অনরেবল অ্যান্‌ড্রু র‍্যাম্‌জে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা রামমোহন তাঁহার সরকার—গোলোকনারায়ণ সরকারের হাতে এক এটর্নীর আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখানে র‍্যাম্‌জে দলিল লিখিয়া দেন।

ইহার পর রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮, ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ তারিখের দুইটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভুরসুট পরগণায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্ত্তী নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বড় কার্য্য

সমাধা করেন। এই বৎসরের ১২ই জুলাই তিনি বর্দ্ধমানে গঙ্গাধর ঘোষ ও রামতনু রায়ের নিকট হইতে ৩,১০০ ও ১,২৫০ টাকায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুইটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। ইহার প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণা পরগণায় অবস্থিত। রামমোহনের ভূসম্পত্তির মধ্যে এ-দুটি খুব মূল্যবান্ ছিল। উহা হইতে আদায়-খরচ ও সদর-জমা (বাৎসরিক ২১,৮৬৮৶১৯) দিয়া রামমোহনের পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আয় হইত।

রায়-পরিবারের ভাগ্যবিপর্য্যয়

১৭৯৯ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ রায়-পরিবারের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইল এবং ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে উঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানে রামকান্ত রায়ের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাহার অবসান হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের ভুরস্থটের ইজারার মিয়াদ ফুরাইয়া গেল এবং দেখা গেল, তাঁহার খাজনার কিস্তি বাকী পড়িয়াছে। এই সময় বাকী খাজনা বাবদ তাঁহার নিকট বর্দ্ধমানের রাজার দাবীও প্রায় আশী হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ঋণ শোধ করিবার সঙ্গতি রামকান্তের ছিল না। সুতরাং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথমে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বাকী খাজনার জন্য হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই টাকার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৶৫) কিয়দংশ রামকান্ত নিজে শোধ করিলেন, বাকীটা তাঁহার পুত্র ও জামিন জগমোহন রায়ের সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোধ করা হইল; এবং রামকান্ত ১৮০১

খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজা প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এইবারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্দ্ধমানের জেলে রাখা হইল। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকী টাকা এগার বৎসরে শোধ করিবেন—এই মর্ম্মে একটি কিস্তিবন্দির দলিল লিখিয়া দিয়া দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন রায়ও গবর্মেণ্টের খাজনা বাকী ফেলিলেন এবং তাঁহাকেও মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

রায়-পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি "পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে" যাইবার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু ("confidential friend") রাজীবলোচন রায়ের সহিত নিজের তালুকাদির বিলি-বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্ব্বেই, রামমোহন পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরী বা অর্থোপার্জন। যে র‍্যাম্জেকে তিনি বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিদেশ-প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বৎসর-দুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে, তাঁহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান

কর্ম্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগবীও লেখেন (৩১ জানুয়ারি ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্‌শী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি জন্ ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং অন্য সকল সিবিলিয়ানদের মত সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ডিগবী বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত রামমোহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার সময়ে রামমোহনের বয়স সাতাইশ বৎসর ছিল। আমাদের হিসাবে উহা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

কলিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম্মও করিতেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর এক জন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা কর্জ দিবার সময় রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকায় বাকী তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে

আনা হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমসুক লিখিয়া দেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্ত্তমান ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। রামমোহনের এই দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ, অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।

আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশার মধ্যে এই সময়ে—১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন ১৮০৩) বর্দ্ধমানের বাড়ীতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরের দিন বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহার অপর দুই পুত্রের মধ্যে জগমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামমোহন খুব সম্ভব কলিকাতায় অথবা ঢাকা-জালালপুর হইতে কলিকাতার পথে। তিনি ১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা-জালালপুরের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।*

* আমরা মকদ্দমার যে-সকল কাগজপত্রের সাহায্যে এই অধ্যায় রচনা করিয়াছি, উহাদের মধ্যে তারিণী দেবীকে রামমোহনের পক্ষ হইতে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন আছে। উহাদের একটি এইরূপ:—"উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ-বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন?" ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে; কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হয় নাই। জগমোহন পিতার মৃত্যুর সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। সেজন্য মনে হয়, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন

রামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া রামমোহন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরিশেষে রামমোহন নিজ-ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রাদ্ধ করিলেন, তারিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ করিলেন রামলোচন রায়, জগমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করিলেন।

মৃত্যুকালে রামকান্তের কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানে সাত-আট হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ী ও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর ছিল। বাড়ীটি বর্দ্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্ত্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল।

রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়-পরিবার যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।

রামমোহন ইহার কিছু দিন পরেই সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে যান। এই সময় তাঁহার দুই সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক—র‍্যাম্‌জে এবং উডফোর্ডও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আর্বী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস কলেট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক হওয়াই সম্ভব।

না। তাহা ছাড়া রায়-পরিবারের পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের জবানবন্দিতে আছে :—"রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে জগমোহন রায় মেদিনীপুর জেলে ছিলেন এবং রামমোহন রায় বিদেশে ছিলেন ; সে দেশের নাম তাঁহার স্মরণ নাই।"

রামমোহন ও জন্ ডিগবী

রামমোহনের উপরিতন কর্ম্মচারী, মনিব ও বন্ধু হিসাবে জন্ ডিগবীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, ডিগবী তাঁহাদের প্রধান হইলেও প্রথম নহেন। ইহার পূর্ব্বে রামমোহন যে উডফোর্ড নামে এক জন সিবিলিয়ানকে টাকা কর্জ দেন ও তাঁহার অধীনে কাজ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে বদলি হন এবং রামমোহনও সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে সেখানে যান। কিন্তু পর-বৎসরই উডফোর্ড পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমুদ্র-যাত্রা করেন। এই ঘটনার পর রামমোহন ডিগবীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত ডিগবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই সময়ে রামমোহন ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় হইতে যশোহর, যশোহর হইতে ভাগলপুর, এবং সর্ব্বশেষে ভাগলপুর হইতে রংপুর যান। কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবল মাত্র মনিব কর্ম্মচারীর সম্বন্ধই ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট হইতে গভীর ভাবে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

রামমোহন যখন যেখানে যে-চাকুরীই করুন না কেন, সর্ব্বদাই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ডিগবী ভাগলপুরে বদলি হইবার পর রামমোহনও ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি

তারিখে রামমোহন ভাগলপুরে পৌঁছেন; সেই দিন তাঁহার সহিত সেখানকার কলেক্টর সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিণ্টনের একটা সংঘর্ষ হয়। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ লোকের পাল্কীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বা ছাতা-মাথায় যাইবার অধিকার ছিল না। ইংরেজরা যখন প্রথম এই দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ সম্মান আদায় করিতে ভালবাসিতেন। সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিণ্টনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। রামমোহন যখন পাল্কীতে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক জন দেশীয় লোককে সম্মুখ দিয়া পাল্কী চড়িয়া চাপরাসী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া সার্ ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া রামমোহনকে পাল্কী হইতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, এবং ইহাতে রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া তাঁহার পাল্কী আট্কাইলেন। তখন রামমোহন পাল্কী হইতে নামিয়া সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিণ্টনকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে সার্ ফ্রেডারিকের রাগ থামে না দেখিয়া গালাগালিতে কর্ণপাত না করিয়া আবার পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ও কিছু দিন পরে (১২ এপ্রিল ১৮০৯) স্বয়ং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট এই অপমানের প্রতিকারের জন্য আবেদন করিলেন। এই আবেদনের ফলে আদেশ হইল যে, ভবিষ্যতে সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিণ্টন যেন দেশীয় লোকের সহিত এইরূপ বচসা না করেন।

রামমোহনের এই আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত। এটিকে আপাততঃ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী রচনা বলিতে হইবে। প্রচলিত কোন রামমোহন-জীবনীতে ইহা নাই, এই কারণে আবেদনপত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

To the Right Hon'ble Lord Minto
Governor-General, etc. etc.
The humble petition of Rammohun Roy

Most humbly sheweth,

That your petitioner, in common with all the native subjects of the British Government, looks up to your Lordship as the guardian of the just rights and dignities of that class of your subjects against all acts which have a tendency either directly or indirectly to invade those rights and dignities, and your petitioner more especially appeals to your Lordship as, from the nature of the treatment, however degrading, which he has experienced, and from the nature of the existing circumstances with reference to the rank and distinction of the gentleman from whom it proceeded, your petitioner is precluded from any other means of obtaining redress.

Confiding therefore in the impartial justice of the British Government and in the acknowledged wisdom which governs and directs all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy, your petitioner proceeds with diffidency and humility to lay before your Lordship, the following circumstances of severe degradation and injury, which he has unmeritedly experienced at the hands of Sir Frederick Hamilton.

On the 1st of January last, your petitioner arrived at the Ghaut of the river of Bhaugulpur, and hired a house in that town. Proceeding to that house at about 4 o'clock in the afternoon, your petitioner passed in his palanquin through a road on the left side of which Sir Frederick Hamilton was standing among some bricks. The door of the palanquin being shut to exclude the dust of the road, your petitioner did not see that gentleman, nor did the peon who preceded the palanquin, apprize your petitioner of the circumstance, he not knowing the gentleman, much less supposing that, that gentleman (who was standing alone among the bricks), was the Collector of the district. As your petitioner was passing, Sir Frederick Hamilton repeatedly called out to him to get out of his palanquin, and that with an epithet of abuse too

gross to admit of being stated here without a departure from the respect due to your Lordship. One of the servants of your petitioner who followed in the retinue, explained to Sir Frederick Hamilton, that your petitioner had not observed him in passing by ; nevertheless that gentleman still continued to use the same offensive language, and when the palanquin had proceeded to the distance of about 300 yds. from the spot where Sir Frederick Hamilton had stood, that gentleman overtook it on horseback. Your petitioner then for the first time understood that the gentleman who was riding alongside of his palanquin, was the Collector of the district, and that he required a form of external respect, which, to whatever extent it might have been enforced under the Mogul Government, your petitioner had conceived from daily observation, to have fallen under the milder, more enlightened and more liberal policy of the British Government, into entire disuse and disesteem. Your petitioner then, far from wishing to withhold any manifestation of the respect due to the public officers of a Government which he held in the highest veneration, and notwithstanding the novelty of the form in which that respect was required to be testified, alighted from his palanquin and saluted Sir Frederick Hamilton, apologizing to him for the omission of that act of public respect on the grounds that, in point of fact, your petitioner did not see him before, on account of the doors of his palanquin being nearly closed. Your petitioner stated however at the same time that even if the doors had been open, your petitioner would not have known him, nor would have supposed him to be the Collector of the district. Upon this Sir Frederick asked your petitioner how the servant of the latter came to explain to him already, with your petitioner's salam, the reason of your petitioner's not having alighted from his palanquin. Your petitioner's servants stated in reply to the observations of Sir Frederick Hamilton that, he had not been desired by your petitioner to give that explanation, but that seeing that your petitioner had gone on and knowing that the doors of the palanquin were almost shut, he had explained that circumstance to Sir Frederick Hamilton, in the hope

of inducing that gentleman to discontinue his abusive language, but that he the servant had not expressed your petitioner's salam as he had had no communication with your petitioner on the subject; Sir Frederick Hamilton then desired your petitioner to discharge the servant from his service and went away. In the course of that conversation, calculated by concession and apology to pacify the temper of Sir Frederick Hamilton, that gentleman still did not abstain from harsh and indecorous language. The intelligence of your petitioner's having been thus disgraced has been spread over the town, and your Lordship's humane and enlightened mind will easily conceive, what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace, which as being inflicted by an English gentleman, and that gentleman an officer of Government, he is precluded from resenting, however strong the conviction of his own mind that such ill-treatment has been unmerited, wanton and capricious. If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation. Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability, whether that respectability be derived from the society in which they move or from birth, fortune, or education; that your petitioner has some pretensions to urge on this point, the following circumstances will shew :—

Your petitioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the administration of His Highness the Nawab Mohabut Jung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was

lakhs of rupees. The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the College of Fort William, and many of the gentlemen in the service of the Hon'ble Company, as well as other gentlemen of respectability and character. Your petitioner throwing himself, his character and the honor of his family on the impartial justice, liberality and feeling of your Lordship, entertains the most confident expectation that your Lordship will be pleased to afford to your petitioner every just degree of satisfaction for the injury which his character has sustained, from the hasty and indecorous conduct of Sir Frederick Hamilton, by taking such notice of that conduct, as it may appear to your Lordship to merit.

And your petitioner in duty bound shall ever pray.

12th April 1809.

রামমোহনের চাকুরী সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এখানে উহা সংশোধন করা আবশ্যক। যে নয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, এই সময় রামমোহন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করিতেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অল্প কালই কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ডিগবী রামগড়ের অস্থায়ী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। রামমোহন এই সময়ে তাঁহার অধীনে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার পর ডিগবী যখন রংপুরের কলেক্টর হন, তখন তিনি কয়েক মাসের জন্য রাম-মোহনকে অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন (ডিসেম্বর ১৮০৯ হইতে)। ডিগবী রামমোহন সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। সেজন্য তিনি রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড-অব-রেভিনিউ কিছুতেই

তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমন কি, ডিগবীর পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, "ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।" ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অন্য লোক রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

রামমোহনকে স্থায়ী ভাবে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বোর্ডের এইরূপ প্রবল আপত্তি হইবার কারণ কি, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই বিষয়ে বোর্ড ডিগবীকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে রামমোহনের নিয়োগের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম যুক্তি এই যে, দেওয়ানের কাজ করিতে হইলে খাজনা আদায়ের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা এবং নিয়মাবলীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; রামমোহন ফৌজদারী আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কার্য্যে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি তাঁহার জামিন সম্বন্ধে। রামমোহন রংপুরের দুই জন জমিদারকে তাঁহার জামিন হইতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। বোর্ড বলেন, কোন দেওয়ানের জামিন যে-জেলায় তিনি কাজ করিতেছেন, সেই জেলার জমিদার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এই ত গেল প্রকাশ্য আপত্তির কথা। ইহা ছাড়া, বোর্ড-অব-রেভেনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ-বিষয়ে উহার প্রেসিডেণ্ট বুরিশ ক্রীম্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। উহাতে রামমোহনের নিয়োগ সম্বন্ধে উল্লিখিত আপত্তি দুইটি ছাড়া আর একটি আপত্তির উল্লেখ আছে, এবং সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি বলা চলে। অন্য কথার পর বুরিশ ক্রীম্প লিখিতেছেন, "রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অপ্রশংসাসূচক

কথা ("unfavourable mention of his conduct") আমার কানে আসিয়াছে।"

সে যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে দেখা গেল, রামমোহন দুই বার অল্প কালের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী করেন। বাকী সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্ম্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭*—জুন ১৮০৮), তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুন্‌শী ছিলেন, এ-কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে। দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইঁহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট 'ডিগবীর দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতি

রংপুরে রামমোহন চাকুরী ও ব্যবসা দ্বারা যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা দুই জায়গাতেই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল। রংপুরে যে তাঁহার হিসাবপত্র রাখিত, তাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতার তহবিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন বাহির হইতে যে টাকাকড়ি পাঠাইতেন, তহবিলদার গোপীমোহন তাঁহার নামে

* ১৫ জানুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ডিগবী ভাগলপুর কোর্টের রেজিষ্টার হন, অল্প দিন পরেই আবার তিনি যশোহরে ফিরিয়া আসেন।

উহা কলিকাতায় জমা করিয়া রাখিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পর রামমোহন "বেনিয়ানে"র কাজ করিতেন, ইহার উল্লেখ সেকালের সুপ্রীম কোর্টের জুরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে।*

এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন। উহাদের প্রথম দুইটির নাম বীরলুক ও কৃষ্ণনগর (জাহানাবাদ পরগণা); তৃতীয় তালুকটির নাম শ্রীরামপুর (পরগণা ভুরস্থট)।

অনেকেই বলিয়াছেন, রামমোহন ১০ বৎসর সরকারী চাকুরী করিয়া বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন। রামমোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন, তাহা ঘুষ নহে—সেকালের দেওয়ানের "legal perquisites." ইঁহারা কেহই জানিতেন না যে, রামমোহন মাত্র ১ বৎসর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারী চাকরিতে তিনি যাহাই সঞ্চয় করুন না কেন, তাঁহার অন্য আয়ের পথও ছিল; তিনি দীর্ঘকাল ডিগবীর খাস মুন্‌শীর কাজ করিয়াছেন, কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ দিয়াছেন।

এইরূপে রামমোহনের অবস্থার যখন উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল, তখন লাঙ্গুলপাড়ায় তাঁহার ভ্রাতারা ও পরিজনবর্গ ক্রমেই নিতান্ত দারিদ্র্যের দিকে চলিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদ

* "Calcutta's Indian Jurors A Hundred Years Ago."—*The Calcutta Municipal Gazette* for May 30, 1936.

যান তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সময়ে মাতা তারিণী দেবী তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। গবর্মেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্থদসমেত ফিরাইয়া দিবেন, এই মর্ম্মে তমস্থক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন। জগমোহনও এই টাকা গবর্মেণ্টকে দিয়া এবং বাকী ৩,৩৫৮ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকারপত্র দিয়া মেদিনীপুর-জেল হইতে মুক্তি পাইলেন (৯ মার্চ ১৮০৫)। কিন্তু জগমোহন এই টাকার একটি পয়সাও শোধ করিতে পারিলেন না। ১২১৮ সালের চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল ১৮১২) তাঁহার মৃত্যু হইল।

জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন গোবিন্দপ্রসাদের বয়স পনর বৎসর। জগমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২১৬ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৮০৯-১০) রামমোহনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনেরও মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর রায়-পরিবারে এক রামমোহন ব্যতীত আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কেহ রহিল না।

রামমোহনের পরিবার-পরিজনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি নিজে প্রবাসী। রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইং ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত এগার বৎসর তিনি শুধু ভাই বা মা নয়, নিজের পুত্র-পরিবার হইতেও দূরে ছিলেন। ইং ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মাতুলের

সহিত রংপুরে ছিলেন। গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে রামমোহন ও গুরুদাস জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারেন।

জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে স্বগ্রামে ছিলেন না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই দেখা যাইতেছে। মিস কলেট তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে [রামমোহনের] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন। শোনা যায়, রামমোহন তাঁহাকে এই ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। পরে যখন শরীরে আগুন আসিয়া লাগিল তখন জগমোহনের পত্নী চিতা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া আত্মীয় ও পুরোহিতেরা তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখে এবং তাঁহার চীৎকার ডুবাইবার জন্য চারি দিকে ঢোল কাঁশি ইত্যাদি বাজান হয়। রামমোহন তাঁহাকে রক্ষা কবিতে না পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অনুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না।

এই গল্পটি মিস কলেট রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পান। তিনি আবার উহা তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুর নিকট শোনেন। নন্দকিশোর রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।

জগমোহনের তিন পত্নীর মধ্যে কেহ সত্যই স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী যে অনুগমন করেন নাই তাহা সুনিশ্চিত, তিনি স্বামীর মৃত্যুর ৯ বৎসর পরে (১৩ এপ্রিল ১৮২১) রামমোহনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দমা আনিয়াছিলেন। তবে রায়-পরিবারে অনুগমনের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনের

পিতা রামকান্তের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই সহমরণে যান নাই। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনের পত্নীও সহমৃতা হন নাই। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তাহা সুনিশ্চিত, কারণ তখন ও পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

রামমোহনের কলিকাতা-বাস

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই রংপুর কলেক্টরীর ভার স্মেণ্ট নামে এক সিবিলিয়ানকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলেন। সেই সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিলেন। এই বৎসরের মাঝামাঝি তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এবং তখন হইতেই যে তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামমোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁহার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানোর আর দরকার ছিল না। সুতরাং প্রথমেই তিনি কলিকাতায় বাস করিবার জন্য বাড়ী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে দুইখানা বড় বাড়ী ক্রয় করা হইল। উহার প্রথমটি চৌরঙ্গীতে অবস্থিত বড় হাতা সংযুক্ত একটি দোতালা বাড়ী। উহা ২০,৩১৭ টাকায় এলিজাবেথ ফেনউইক নামে এক মেমের নিকট হইতে কেনা হয়। দ্বিতীয় বাড়ীটি মাণিকতলায়; এই বাড়ীটি এখন উত্তর-কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আপিসে পরিণত হইয়াছে। উহা ১৩,০০০ টাকায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস নামে এক সাহেবের

নিকট হইতে কেনা। এই সময়ই সম্ভবতঃ জোড়াসাঁকোতে তাঁহার যে বাড়ীটি ছিল উহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার কালে রামমোহন গ্রামে নূতন বাড়ী করিবার কথাও ভোলেন নাই। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীর প্রতি আর তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না; এই বাড়ীতে তাঁহার নিজের অংশ তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করেন (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮১৪)। এই সময়ে কিংবা কিছু পূর্ব্বে মাতা তারিণী দেবীর সহিত আবার তাঁহার মতান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয়, তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। এই কারণেই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক তিনি লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১২২৩) রামমোহনের পরিবার লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের নূতন বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে ফিট্‌স্‌ক্লারেন্স (আর্ল অব মান্‌স্টার) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী

পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইংরেজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

> ১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজীপোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল··· উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।

ইহা হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড়লোকের মত রামমোহন মুসলমানী ধরণধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান-ভোজনও করেন। এই জন্য হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্য নিজের আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বা মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জন করেন নাই।

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদের মকদ্দমা

এই সকল আমোদপ্রমোদ ও বড়মানুষি ছাড়া রামমোহনের জীবনে ঝঞ্ঝাটও যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে তিনি বিষয়-সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা-মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। এই সকল মকদ্দমার মধ্যে মাত্র

একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। উহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি হয় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সম্মুখে। এই মকদ্দমা সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডাঃ কার্পেণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন এই কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মকদ্দমা রুজু করা হয়, কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। রামমোহনের বন্ধু পাদরি অ্যাডামের বিবরণও এই মর্ম্মেরই। তিনি বলিয়াছেন, রামমোহনকে বিধর্ম্মী প্রমাণ করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার মা এই মকদ্দমা করেন, কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই।

কার্পেণ্টার ও অ্যাডাম দুই জনই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরি। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি করিয়া আইন-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। এই মকদ্দমার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই মকদ্দমা যখন রুজু হয়, তখন রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বলেন, এই সম্পত্তিগুলি এক হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি, উহাতে তাঁহার পিতা ও পিতামহেরও স্বত্ব ছিল, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এগুলিতে তাঁহারও অংশ আছে। রামমোহন এই দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের, কারণ ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয়কালে তিনি এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন।

কিছু দিন পরে গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ
শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমান মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—
সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক,

পরম পূজনীয়—
শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,
শ্রীচরণ সরজেষু
পত্র দেনা মোং কলিকাতা।

মকদ্দমার শেষ শুনানির দিন (১০ ডিসেম্বর ১৮১৯) গোবিন্দপ্রসাদ আদালতে উপস্থিত হইলেন না, এজন্য তাঁহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

তারিণী দেবীর মৃত্যু

তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক দিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক জন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে বৈষ্ণবের সেই বাঞ্ছিত তীর্থে তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মমতের বিকাশ

রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন কখন কি ভাবে হয়, তিনি কেন প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন, এই নূতনত্বের অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট কোথা হইতে আসে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মনের কৌতূহল মেটে না। সন্তোষজনক প্রমাণ সহ রামমোহনের ধর্ম্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আজিকার দিনে আর সম্ভব না হইলেও রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। রামমোহনের বাল্য ও যৌবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে তাঁহার মন ও কার্য্যকলাপের গতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমে রামমোহনের প্রথম-জীবনের আবেষ্টনীর কথা ধরা যাউক। রামমোহন বিষয়ী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ফলে তিনিও যে বাল্য হইতেই বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রামমোহনের বাল্য ও প্রথম যৌবন সম্বন্ধে যাহা কিছু সুনিশ্চিত, সে-সকলই বিষয়কর্ম্ম-সম্পর্কিত—পিতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, পিতার নিকট হইতে সম্পত্তিলাভ, সিবিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া, নিলামী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তি বেনামী ইত্যাদি।

এই আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত রামমোহন বাল্যকালে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এই অনুমানের সপক্ষে অন্য যুক্তি আছে। এক এক করিয়া উহাদের বিচার করা যাক।

যৌবনে রামমোহনের ধর্ম্মমত কি ছিল এ-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ যাহা কিছু আছে তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তখনও প্রচলিত ধর্ম্ম বা দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। প্রথমতঃ, বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার

বহন করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। এই ব্যয় তিনি নিয়মিতভাবেই বহন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় একটি শ্রাদ্ধ করেন।

জীবনীকারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের জন্য রামমোহন দুই বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এই সকল কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রামমোহনও রামকান্ত রায়ের অন্য দুই পুত্রের মত পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রামমোহনের কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, সম্পত্তি-বিভাগের পরও রাম-মোহন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা পাই তাঁহার নিজের লিখিত দুইখানি চিঠি হইতে।

এখন দেখা প্রয়োজন, রামমোহন বাল্যকালে কাশী ও পাটনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল কিংবদন্তীর মূলে সত্য কতটুকু। দলিলপত্র হইতে দেখা যায়, ১৭৯১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন জায়গায় রহিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কখন কোথায় ছিলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। একমাত্র মাঝের চার বৎসর তাঁহার কার্য্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামকান্ত রায়ের বিষয়াসক্তি ও রামমোহনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বলা

হইয়াছে তাহা হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাটনা ও কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা রামমোহনই ধর্ম্মবিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা-অর্জনের জন্যই দেওয়া হইত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা তখন ফার্সী শিখিতেন ও যাঁহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই দুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে পারিত। উহার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

আর একটিমাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন বাল্যকালেই হইয়াছিল কি না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়। যে-রচনাটি রামমোহনের আত্মকথা বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা ঠিকমত না বুঝিয়া অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পৌত্তলিকতা বর্জনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে-পুস্তক রচনা করেন উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *An Appeal to the Christian Public* নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> **Rammohun Roy...although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the**

dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his countrymen for several years.*

এই পুস্তক যে 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন ইহার পূর্ব্বে কোন পুস্তক রচনা বা প্রকাশ করিয়া থাকিলে উহার উল্লেখ এস্থানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্ফাৎ' ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্প দিন পূর্ব্বে রচিত হয়। রাম-মোহনের বয়স তখন ত্রিশ। এই পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে, "In order to avoid any future change in this book by copyists, I have had these few pages printed just after composition." সুতরাং রামমোহন যে ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা বা অন্য ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই তাহা প্রায় সুনিশ্চিত।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা অনেক প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তাহা জানা গেল না। এ-বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণের উপায় যে একেবারে নাই তাহা নহে। নানা আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রথমে পারিবারিক কলহ ও মতান্তরের কথাই ধরা যাউক। ধর্ম্মমত ও দেশাচার পালন লইয়া মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। এই ঝগড়ার ফলে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় করেন। এই কলহের

* এই পুস্তক তিনি নিজনামে প্রকাশ করেন নাই; পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে "A Friend to Truth" নাম দেওয়া আছে।

কারণ যে একমাত্র ধর্ম্মমত, ইহা অনুমান করার হেতু নাই। এ ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এবং ঘটনার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই জনেই অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন পিতা বা ভ্রাতাকে সাহায্য করেন নাই, হয়ত ইহাও তাঁহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পারে।

এই ঘটনার পর এগার বৎসর রামমোহন গৃহ-পরিজন হইতে দূরে ছিলেন। ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর তিনি রংপুরে কাটাইয়াছিলেন। রংপুরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন এবং (অন্ততঃ জানুয়ারি ১৮১২ হইতে) কয়েক বৎসর রামমোহনের নিকটেই অবস্থান করেন। রংপুরে ডিগবীর সাহচর্য্যে রামমোহন যেমন ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।

সে যাহা হউক, যে এগার বৎসর রামমোহন বাহিরে ছিলেন, তাহার মধ্যে মাতার সহিত তাঁহার কলহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনান্তর ও কলহের কাহিনী আবার শোনা যায় রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করিবার পর। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Translation of an Abridgment of the Vedant* গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন :—

> **By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.**

ইহার পর-বৎসরই রামমোহনের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ-প্রসাদ রায়ের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকদ্দমায় রামমোহনের

পক্ষ হইতে তারিণী দেবীকে জেরা করিবার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈয়ারী করা হয় তাহাতে আমরা পাই—

আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না—এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্ত্তে দরিদ্রের

সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?

তারিণী দেবীকে শেষ-পর্য্যন্ত আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কি বলিবার ছিল তাহা আর আমাদের—জানিবার উপায় নাই; কিন্তু এই প্রশ্নগুলি হইতে স্পষ্টই মনে হয়, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি লইয়া রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে বচসা হইত। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রংপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া রামমোহন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন। ঠিক এই সময়েই তিনি লাঙ্গুল-পাড়ার পৈতৃক বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করিয়া বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হন। এই সকল কারণে কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনের কালকে তাঁহার মর্ম্মমত পূর্ণবিকশিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত-পরিবর্ত্তনের সূচনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে।

এখন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার থাকে। প্রথমতঃ, রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তন কাহার প্রভাবে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোথায় ঘটে।

যে মুসলমান ও ইংরেজ সংসর্গ এবং তাহার ফলে মুসলমানী ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচয় রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশের প্রধান কারণ, তাহার সূচনা যে কলিকাতায় ঘটে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলিকাতা মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী, এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জনের জন্য তখন বহু

পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং শাসনের স্থবিধার জন্য ইংরেজরাও মুসলমানী ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। এমন কি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক জন বাঙালী হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই বাঙালীটির নাম রামরাম বসু; তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতা এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিগবীর সহিত রামমোহনের পরিচয়ও কলিকাতাতেই ঘটে। সব দিক্ হইতেই রামমোহনের সহিত কলিকাতার সংস্রবের পরিচয় আমরা পাই।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহার দ্বারা রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।—

রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত বয়সে। একান্ত শৈশবের কথা দূরে থাকুক, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের আভাসমাত্র দেখা দেয় নাই। কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম-জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত সে-যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে এই সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয় যখন তিনি

প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নূতন জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরে ইংরেজী-প্রভাবে ইহা পূর্ণবিকশিত হইতে প্রায় পনর বৎসর লাগিয়াছিল।

ধর্ম্মসংস্কারের প্রথম চেষ্টা

ভাল করিয়া ইংরেজী শেখায় এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করায় এক দিকে রামমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর এক দিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হয়।

কলিকাতায় স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই মনের প্রসারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই মত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—

(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ,

(২) কথোপকথন ও আলোচনা,

(৩) সভাস্থাপন,

(৪) বিদ্যালয় স্থাপন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিন পরেই রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্য সহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন (ইং ১৮১৫)। সে-সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। রামমোহন নূতন করিয়া বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত করেন; বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্ব্বপ্রথম ভাষ্যকার। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (ইং ১৮১৫)। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন, হিন্দুধর্ম্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় এক দিকে যেমন অনেক গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর এক দিকে রক্ষণশীল দল তেমনই তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই দল কেবলমাত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না,—তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। রামমোহন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীরতা না হারাইয়া ইহাদের যুক্তির উত্তর দিলেন।

নূতন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর এক দিকে তেমনই গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাধিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তত্ত্ব বিবেচনা করিতেন না, এবং খ্রীষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, খ্রীষ্টের বাক্যাবলীতে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্ম্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য যে বহু উপদেশ আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই উপদেশ এদেশের লোকদের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি উহা হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তর্ক বাধে। তখন শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরি মার্শম্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন। রামমোহনও এই সমালোচনার উত্তর দিলেন। এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। এই সময় রামমোহন উইলিয়ম অ্যাডাম নামে এক জন খ্রীষ্টান পাদরিকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। এই অ্যাডাম আজীবন তাঁহার সুহৃদ্ ছিলেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' (১২ এপ্রিল ১৮২২)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী-বাংলায়, দ্বিতীয়টি বাংলায় ও শেষেরটি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইত।* 'সম্বাদ কৌমুদী' খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহাতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি থাকিত।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

* এই সকল সাময়িক পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সেজন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা

জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্

বা-উম্মেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখ্রোশ্

রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে

ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেস্ট্রীকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।* ইহা ৯ মে ১৮২৯ তারিখে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ও সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা,

* "I have the honor to inform you for the information of Government that Rammohun Roy and Rajkissen Sing have ceased to be proprietors of this newspaper, entitled the *Bengal Herald*, from the present date.—R. M. Martin, Principal Proprietor of the *Bengal Herald*, dated 30th July 1829, to G. Swinton, Chief Secretary to Government.

বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি সভায় নিম্নের ব্রহ্মসঙ্গীতটি গীত হয়; ইহা সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের রচিত ঃ—

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বোলে মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

প্রথমে এই সভায় অনেকেই আসিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সভা খুব কার্য্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২১)। এই সভার ধর্ম্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, কয়েক জন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুই জন শিষ্য লইয়া রামমোহন এই সভায় যাইতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম রামমোহনের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই সভাও খুব কার্য্যকরী হইল না।

এক দিন রামমোহন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগস্ট। ইহার নামকরণ হয়—"ব্রাহ্ম সমাজ"। সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কাজ হইত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে এক জন মুসলমান। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সকলেই তাঁহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত। বিশেষতঃ রামমোহন তাঁহার কণ্ঠে নিম্নের স্তোত্রটি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন :—

> বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
> আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
> হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্রত্যং।
> আশ্রয় সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
> বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
> অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং। ৩।

গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্নদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাণ্বস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

প্রথমে এই ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। কিছু দিন পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়াসাঁকোয় জমি কিনিয়া বাড়ী করা হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি এই নূতন বাড়ীতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৫০০ হিন্দু (তন্মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ) সমবেত হইয়াছিল। একজন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি মণ্টগোমারি মার্টিন। ইহার প্রথম আচার্য্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের "ব্রাহ্ম সমাজ" কোন দিনই একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল না—ইহা বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। এই সমাজে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিতেন; বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সমাজই পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হইয়াছে।

রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়া যান। তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে

আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্ব্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে না, পান-ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ-প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সম্রাট্ আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ-শাসন স্থাপন হওয়া অবধি মিশনরীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। ইংরেজ-শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি-না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্প দিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে, বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন নির্দ্দেশ নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের

মত প্রচার করিবার জন্য ধর্ম্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৩০)।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে-বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আরও যে-সকল কাজ করেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা উচিত। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময়ে এদেশের লোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষের মত ছিল, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ানোই সঙ্গত; অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাষা আয়ত্ত করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিতেই যদি শিক্ষার্থীর প্রথম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় উন্নতির আশা কোথায়? বেদান্ত,*

* "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta,—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c., have no actual entity, they consequently deserve no real

মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ উপকারী হইবে না। সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী দেশকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। রামমোহন চাহিয়াছিলেন—যে-সকল কার্য্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান—যথা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিদ্যা—চর্চা করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পত্রে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, রামমোহন এ-বিষয়ে কেবলমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি পূর্ব্বেই—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ নিজব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এ চরিতমালায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কীর্ত্তির কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনই আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার

affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি বেদান্ত প্রচারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদান্তসার পুস্তকে স্থান পায় নাই।

রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্স-বাসিগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়—ভারতবর্ষে এই সংবাদ শ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত হন যে, ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে সিল্ক বাকিংহামকে লেখেন :—

> I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more epecially as my mind is depressed by the late news from Europe...I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন স্বভবনে বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজ-সভায় তিনি বলেন :—

> 'What!' replied he (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans, and by a speech composed and delivered in English by himself at his house in Calcutta, on the arrival of important news of the success of the Spanish patriots), 'ought I to be insensible to the suffering of my fellow-creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language?'—*Edinburgh Magazine* (Constable) for September 1823.

ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙা-পা

গ্রাহ্য না করিয়া, সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন ও ফিরিবার সময় "ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য" বলিতে থাকেন। ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন বিলাতে, তখন "রিফর্ম্মস্ বিল" পাস হওয়া সম্বন্ধেও খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে রাজনৈতিক আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। রামমোহনকেই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতা হইতে দ্রুতগামী 'ফর্ব্বস' নামক ষ্টীমারে রওনা হইয়া পরদিন খাজরীতে পালের জোরে চালিত মন্থরগতি 'অ্যালবিয়ন' জাহাজকে ধরেন। এই অ্যালবিয়ন জাহাজে যাত্রা করিয়া পর-বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল শহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রামমোহনের বহুকাল হইতেই ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়-আকবর তখন নামে মাত্র দিল্লীশ্বর। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনকে দূত-স্বরূপ বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করায় এই সুবিধা ঘটিল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি জমিদারীর রাজস্বে নিজের অধিকার আছে বলিয়া দিল্লীশ্বর কোম্পানীর

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনে কোন ফল না হওয়ায় বাদশা ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করেন ও রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই 'রাজা' উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে 'রাজা রামমোহন রায়' বলিয়া থাকি। কোম্পানী রামমোহনের এই দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহাকে দূত-হিসাবে বিলাত যাইতে অনুমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বিলাত যাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অনুমতি পাওয়ার পর বিলাত পৌঁছিয়া নিজেকে দিল্লীশ্বরের দূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্য কারণেও রামমোহন সেই সময়ে বিলাত যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার শুনানি হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার ও ভারতবর্ষের ভাবী শাসন-প্রণালী স্থির করিবার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। রামমোহন বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন যখন স্নেহলালিত পুত্র রাজারাম,* দুই জন সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস এবং মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্‌স্থকে লইয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত পৌঁছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ), ৭৭৪-৮৪ পৃষ্ঠায় রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বহু পূর্ব্বেই বিলাতে পৌঁছিয়াছিল।* সেখানে-তাঁহার অনেক গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি বিলাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌঁছিয়াই রামমোহন ঐতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীঘ্রই পার্লেমেণ্টে রিফর্ম্মস্ বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইতে রওনা হইয়া ১৮ই তারিখে লণ্ডনে পৌঁছেন।

লণ্ডনে পৌঁছিবার অল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেন্থাম সে-যুগের এক জন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবীর। তিনি রামমোহনকে যে সমাদর করেন, তাহা হইতেই বিলাতে রামমোহনের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ইহা ছাড়া রামমোহন রাজসম্মানও লাভ করেন; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে দূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে দূতদিগের মধ্যেই আসন দেওয়া হইয়াছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে ভোজ দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানারূপ রাজনৈতিক

* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁহার *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তিকাখানি বিলাতের *The Asiatic Journal and Monthly Register* পত্রে ঐ বৎসরের নবেম্বর সংখ্যায় PREFACE BY A BRAHMIN *To a Translation of an Abridgment of the Vedant* নামে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৪৬৮-৭৪)। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' এই প্রসঙ্গে Britannicus-লিখিত একটি প্রশংসাসূচক পত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃ. ৫৫৩-৫৬)।

আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরেজ-শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দিল্লীশ্বরের যে-কাজের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড হইতে রামমোহন নিজের ইংরেজী গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) প্যারিসে যান। তখন ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন।

রামমোহন ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পত্রখানি এইরূপ :—

To

The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.

Sir,

You may be surprised at receiving a letter from a Foreigner, the Native of a country situated many thousand miles from France, and I assuredly would not now have trespassed on your attention, were I not induced by a sense of what I consider due to myself and by the respect I feel towards a country standing in the foremost rank of free and civilized nations.

2nd. For twelve years past I have entertained a wish (as

noticed, I think, in several French and English Periodicals) to visit a country so favoured by nature and so richly adorned by the cultivation of arts and sciences, and above all blessed by the possession of a free constitution. After surmounting many difficulties interposed by religious and national distinctions and other circumstances, I am at last opposite your coast, where, however, I am informed that I must not place my foot on your territory unless I previously solicit and obtain an express permission for my entrance from the Ambassador or Minister of France in England.

3rd. Such a regulation is quite unknown even among the Nations of Asia (though extremely hostile to each other from religious prejudices and political dissensions), with the exception of China, a country noted for its extreme jealousy of foreigners and apprehensions of the introduction of new customs and ideas. I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters.

4th. It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

5th. It may perhaps be urged that during the existence of war and hostile feelings between any two nations (arising probably from their not understanding their real interests), policy requires of them to adopt these precautions against each other. This, however, only applies to a state of warfare. If France, therefore, were at war with surrounding nations or regarded their people as dangerous, the motive for such an extraordinary precaution might have been conceived.

6th. But as a general peace has existed in Europe for many years, and there is more particularly so harmonious an understanding between the people of France and England and even between their present Governments, I am utterly at a loss to discover the cause of a regulation which manifests, to say the least, a want of cordiality and confidence on the part of France.

7th. Even during peace the following excuses might perhaps be offered for the continuance of such restrictions, though in my humble opinion they cannot stand a fair examination.

First : If it be said that persons of bad character should not be allowed to enter France ; still it might, I presume, be answered that the granting of passports by the French Ambassador here is not usually founded on certificates of character or investigation into the conduct of individuals. Therefore, it does not provide a remedy for that supposed evil.

Secondly : If it be intended to prevent felons escaping from justice : this case seems well-provided for by the treaties between different nations for the surrender of all criminals.

Thirdly : If it be meant to obstruct the flight of debtors from their creditors : in this respect likewise it appears superfluous, as the bankrupt laws themselves after a short imprisonment set the debtor free even in his own country ; therefore, voluntary exile from his own country would be, I conceive, a greater punishment.

Fourthly : If it be intended to apply to political matters, it is in the first place not applicable to my case. But on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each ; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France.

8th. By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial. affecting the Natives of any two civilized

countries with constitutional Governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.

9th. I do not dwell on the inconvenience which the system of passports imposes in urgent matters of business and in cases of domestic affliction. But I may be permitted to observe that the mere circumstance of applying for a passport seems a tacit admission that the character of the applicant stands in need of such a certificate or testimonial before he can be permitted to pass unquestioned. Therefore, any one may feel some delicacy in exposing himself to the possibility of refusal which would lead to an inference unfavourable to his character as a peaceable citizen.

My desire, however, to visit that country is so great that I shall conform to such conditions as are imposed on me, if the French Government, after taking the subject into consideration, judge it proper and expedient to continue restrictions contrived for a different state of things, but to which they may have become reconciled by long habit ; as I should be sorry to set up my opinion against that of the present enlightened Government of France.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

ইহার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর-বৎসর ব্রিস্টলে বাস করিতে যান। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় যে হৌসের সহিত টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংরেজ-পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন। এই সকল পরিবারের

মধ্যে হেয়ার ও কার্পেণ্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন।

ব্রিস্টলে থাকা কালেই রামমোহনের জ্বর হয়। এই জ্বরে আট দিন মাত্র ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়ার সময়ে রামমোহন তাঁহার বহু ইংরেজ বন্ধু কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদের বহু যত্নেও রোগের কোন উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। তিনি যজ্ঞোপবীত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; মৃত্যুকালেও তাঁহার দেহে দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান ছিল।

পাছে তাঁহার পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার এই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহ ব্রিস্টলে যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, তাহারই নিকট এক নির্জ্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দশ বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিস্টলের নিকট 'আরনোস্ ভেল' নামে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন।

রামমোহনের কীর্ত্তি

রামমোহন পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যেও তেমনই অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ও বলশালী দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু ও শ্রী-সম্পন্ন মুখ দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। গল্প আছে

যে, তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একাই একটি পাঁঠা খাইয়া ফেলিতে পারিতেন এবং পরিমিতভাবে সুরাপানও করিতেন। ইহা সত্য হউক আর না-ই হউক, এইরূপ গল্প যে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচায়ক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন অতিশয় তেজস্বী ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাকুরী করিবার সময়ে সার্ ফ্রেডারিক্ হ্যামিল্টনের অভদ্রতার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই তিনি আবার চরিত্রমাধুর্য্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালে রামমোহনকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহনের মত সুমিষ্ট মেজাজের লোক তিনি আর দেখেন নাই। এই ভদ্রতা, বিনয় ও তেজস্বিতার একত্র সম্মিলন রামমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ নির্দ্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয়ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদ্ ও বেদান্তের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে-সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে

বা ধর্ম্মজীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ নানা ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন।) বহু বিষয়ে পথপ্রবর্ত্তকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথায়—

> দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া, প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া, সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা, তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না; যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

রামমোহন রায় ও বাংলা-গদ্য

বাংলা-গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন বহুবার বহুজন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু এই 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ইতিমধ্যে প্রকাশিত জীবনীগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিবেন, এই দাবী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখক করিতে পারেন। বাংলা-গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ব্বগামী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যকে সাহিত্য-রূপ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বাংলা-গদ্যের সাধু ও চলতি রীতি লইয়াও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার দাবী সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু বাংলা-গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্ত্তিও সামান্য নয়। তিনি বাংলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে-যুগের বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি যে সে-যুগের এক জন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধরচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিবিধ রীতি প্রয়োগের কথা জানিতেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বহুবিধ রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকটা বুঝা যাইবে।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবাব সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হটাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পাবেণ এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেণ আর জাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই জে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেণ জে ক্রিয়া

শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া জেখানে ২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত জেন না করেণ এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর জাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।—'বেদান্ত গ্রন্থ', ইং ১৮১৫, পৃ. ১২-১৪।

এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতিঅল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরামতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্পকাল কোনো ২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন

যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা শত ২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন পরম্পরা সিদ্ধ হয় এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুব নিত্যানন্দপ্রভুর বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতিঅল্পকাল কোনো ২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।—'ঈশোপনিষৎ', ইং জুলাই ১৮১৬, পৃ. ১২-১৫।

…দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার

সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম্মভয়ে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন ; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যে হেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে ; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামির ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃ বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে ; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি২ তিরস্কার না করেন ; এ সকলকে ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে ; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুস্করণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ

ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই, স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতি ও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না. দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করাহইতে রক্ষা পায় ইতি সমাপ্ত. ১৭৪১ শক ১৬ আগ্রহায়ণ.—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ইং নবেম্বর ১৮১৯, পৃ. ৩১-৩৩।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের

সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও য়িশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন···।—'ব্রাহ্মণ সেবধি,' ইং ১৮২১। (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ. ৪৫৫)

চতুর্থ প্রশ্ন অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে…॥৪॥ উত্তর যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সম্বিদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেশ্যা ভোগ করেন সে ২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কিপর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক?।—'চারি প্রশ্নের উত্তর', ইং মে ১৮২২, পৃ. ২০-২১।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে "বহু বিজ্ঞজনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র" পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি"

উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং

নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন। গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এপর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।

... ...

ধর্ম্ম সংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে "এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা জবনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহারদের স্ত্রীও বিধবা তুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কিনা" উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।—'পথ্যপ্রদান', ইং ১৮২৩, পৃ. ১৩৫-৩৬, ২৫৯-৬০।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এনিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার

নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আঁম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন ; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনিহইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ,' ইং ১৮৩৩, পৃ. ১।

গ্রন্থাবলী

রামমোহন রায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির মূল সংস্করণ বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সমেত তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তালিকা সংকলন করা যতই আপাত সহজসাধ্য বোধ হউক না কেন, কার্য্যতঃ তাহা অত্যন্ত দুরূহ। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম।

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না ; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তবে এইগুলি যে তাঁহারই রচনা, সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে রামমোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii), তাহাও দ্রষ্টব্য।

আর্বী-ফার্সী

১। **তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন**। ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আর্বীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।*

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন :—

> "এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি, অংশ-বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পর-জীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছদ্ম নামে *An Appeal to the*

* বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'তুহ্‌ফাৎ'-সংক্রান্ত একখানি পুস্তিকা আছে ; ইহা রামমোহনের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তিকাখানি এই—

> *Javaj-i-tuhfat ul Muvahhidin.* An anonymous defence of Rammohun Roy's "Tuhfat..." against the attacks of the Zoroastrians. Calcutta [1820 ?]

Christian Public নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; উহাতে তিনি লেখেন :—

> "রামমোহন রায়···ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্প বয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

এই তালিকায় প্রকাশকাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যা-পত্র নাই। আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

১। **বেদান্ত গ্রন্থ**। ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

> The Bengalee Translation of the Vedant, or Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the Supreme Being, and that He is the only object of worship. Together with a Preface, By the Translator. Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1815.

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহার উল্লেখ *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

২। **বেদান্তসার।** ইং ১৮১৫ *। পৃ. ২২।

ইহারও হিন্দুস্থানী অনুবাদ রামমোহন প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ।** ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার।** ইং ১৮১৬-১৭।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

SANSKRIT

Reply to the observations of
Ootsobanund Bhuttacharjya...Rammohun Roy...Lulloo Jee
[Sunscrit Press]

Answer of the said Ootsobanund
to the above...Ootsobanund Bhuttacharjya Ditto

Rejoinder to the above answer of
the said Bhuttacharjya ... Rammohun Roy , Ditto

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন। রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই ইংরেজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N.80.3.090)।

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

॥ ভূমিকা ॥

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়। বেদান্ত-চন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু এই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্ত-চন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এগ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ॥ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি ॥

৭। **কঠোপনিষৎ।** ইং আগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।** ইং অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার।** ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

ইহা "ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর"।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) সহিত যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono.

ইহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ।** ইং নবেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ।** ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ।** ইং মার্চ ১৮১৯।

এই পুস্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদরি লংও তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,—"*Mundak Upanishad*, by **R. Ray, 1819.**"

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ডুকোপনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে যে মূল পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্থল খণ্ডিত। গ্রন্থাবলীর ৫৮৭ পৃষ্ঠার শেষে এই অংশ বসিবে :—

ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরাঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুইবার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্তি হইল ॥

ইতি মণ্ডুকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

১৩। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ** *।
ইং নবেম্বর ১৮১৯। পৃ. ৩৩।

* কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ. ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

Second Conference between An Advocate and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ. Calcutta, Printed at the Mission Press. 1819.

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ২৩+৪৯।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন···তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন··· ।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

* * *

এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত সুবা শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত রামমোহনের এই বিচার-পুস্তকখানির উল্লেখ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় আছে। এই তালিকায় বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগে প্রকাশ :—

Reply to the Observations
of Sobha-sastree...Rammohun Roy...Baptist Mission Press.

সুবা শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী উভয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ।** ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের তিন সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এগুলির এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun*) থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর।** ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

২৫ চৈত্র ১২২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারিটি প্রশ্ন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

১৮। **প্রার্থনাপত্র।** ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪।

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।

১৯। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ।** ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংলা অংশও ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

২০। **গুরুপাদুকা।** ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ:—

Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ৭০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোট গল্প', ২য় বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২১। **পথ্যপ্রদান***। ইং ডিসেম্বর ১৮২৩। পৃ. ২৬১।

পথ্য প্রদান সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫ MEDICINE for the sick offered By One who laments his inability to perform all righteousness. Calcutta, Printed at the Sungscrit Press. 1823.

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী** (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭।

এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* এই পুস্তকখানি উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরে লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা।** ইং ১৮২৮।

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত।** ইং ১৮২৮।*

২৮। **অনুষ্ঠান।** ইং ১৮২৯। পৃ. ৬+৪।

অনুষ্ঠান। শকাব্দাঃ ১৭৫১।

২৯। **সহমরণ বিষয়।** ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১) পৃ. ১১।

৩০। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ।** ইং ১৮৩৩। পৃ. ৯৭।

Grammar of the Bengali Language. গৌড়ীয় ব্যাকরণ তদ্ভাষা বিরচিত শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডু লিপি ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা এবং তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৩। Calcutta: Printed at the School-Book Society's Press; and sold at its Depository, Circular Road. 1833.

* * *

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখানি রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী (বিতরণার্থ মুদ্রিত)

আত্মানাত্মবিবেক (বঙ্গানুবাদ সহ)

রামমোহন ভগবদ্গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> ৬। শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তি কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে,

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় (i. xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহা হইতে ২৫-২৭ সংখ্যক পুস্তিকার প্রকাশকাল গৃহীত।

> যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে ; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়' পুস্তকে রামমোহন লিখিয়াছেন :—

> সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,… ।—গ্রন্থাবলি, পৃ. ২১৭।

আমরা রামমোহন-কৃত গীতার পদ্যানুবাদ দেখি নাই। তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'ভগবদ্গীতা'র পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি ; বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার "নির্ব্বাহক" ছিলেন। "কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে" তিনি 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না, বলিবার উপায় নাই।

এই তালিকায় রামমোহন কর্ত্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে, পরবর্ত্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে :—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃ-প্রকাশিত। ইহাই রামমোহনের বাংলা-গ্রন্থাবলীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ।

ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।* তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরেজী

রামমোহন রায়ের অনেকগুলি ইংরেজী রচনাও অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সকল ইংরেজী পুস্তকের মূল সংস্করণ দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

বিলাতে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রধানতঃ মেরী কার্পেণ্টারের *Last Days in England*...পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিলাতে তিনি কয়েকখানি নূতন পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছিলেন।

* "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expence the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier* for January 6, 1840.

এই তালিকায় রামমোহনের এমন কতকগুলি রচনার নাম পাওয়া যাইবে, যেগুলি নবাবিষ্কৃত এবং প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত :—

1. Translation of an abridgment of the Vedant, or Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology ; establishing the unity of the Supreme Being ; and that He alone is the object of propitiation and worship. By Rammohun Roy. Calcutta 1816. 3+14 pp.

ইহার ভূমিকার এক স্থলে আছে :—

And, although men of uncultivated minds, and even some learned individuals, (but in this one point blinded by prejudice,) readily choose, as the object of their adoration, any thing which they can always see, and which they pretend to feed ; the absurdity of such conduct is not, thereby, in the least degree diminished.

এই pretend to feed কথাগুলি প্রচলিত সকল রামমোহন-গ্রন্থাবলীতেই pretend to *feel* ছাপা হইয়া আসিতেছে !

রামমোহনের এই পুস্তিকাখানি পর-বৎসর জর্ম্মান ভাষায় Auflosung des Wedant নামে (Jena, 1817) প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই আবার ইহা (কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-সমেত) বিলাত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

2. Translation of the Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda ; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya : establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being : and that He Alone is the object of worship. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. vii+11 pp.

3. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda : according to the commentary of the celebrated Shankar-Acharya ; establishing the unity and incomprehensibility of the

Supreme Being; and that His worship alone can lead to eterna beatitude. By Rammohun Roy. Calcutta: Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. xxii+8 pp.

4. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras. By Ram Mohun Roy. Calcutta. 1817. 29 pp.

5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship. By Rammohun Roy. Printed at Calcutta. 1817. 58 pp.*

6. Counter-Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee. August (?) 1818.

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ১৫-১৭) ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এটিকেও কেহ কেহ রামমোহনের রচনা বলিয়া মনে করেন।

7. Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widows alive; from the original Bungla. Calcutta: 1818.

8. Translation of the Moonduk Opunishad of the Uthurvu-Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharyu. Calcutta: D. Lankheet, Times Press, 1819. 25 pp.

২৫ মার্চ ১৮১৯ তারিখের Supplement to *Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

9. Translation of the Kut'h-Opunishud of the Ujoor-Ved, according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu. Calcutta, 1819. 40 pp.

10. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances. By Ram Mohun Roy Calcutta Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road 1280. 4 pp.

* ইহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *An Apology for the present system of Hindoo Worship* পুস্তকের উত্তরে রচিত। মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরেজী পুস্তকখানি ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি ইং ১৮২০ স্থলে ভ্রমক্রমে "1280" ছাপা হইয়াছে।

11. A Second Conference between an advocate and an opponent of, the practice of burning widows alive. Translated from the original Bengalee. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press,—Circular Road. 1820.

12. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness; extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists. With translations into Sungscrit and Bengalee. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1820. iv+82 pp.

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের কথা আছে, কিন্তু তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'যীশুপ্রণীত হিতোপদেশ' নামে প্রকাশ করেন।

13. An Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus," by A Friend to Truth. Printed at Calcutta: 1820. 20 pp.

14. Second Appeal to the Christian Public, in defence of the "Precepts of Jesus." By Rammohun Roy. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821. 173 pp.

১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হয়।

15. The Brahmunical Magazine: or, the Missionary and the Brahmun. Being a vindication of the Hindoo Religion against the attacks of Christian Missionaries. By Shivu-Prusad Surma. Nos. 1, 2 & 3. 1821.

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর আর বাংলা অংশ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। দুই বৎসর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ৪র্থ সংখ্যা কেবল ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃ. সংখ্যা ২৬; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> The Brahmunical Magazine: or, The Missionary and the Brahmun. To be continued occasionally. No. IV. By Shivu-Prusad Surma. Calcutta, 1823.

'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে'র ১ম-৩য় সংখ্যা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৩+৪১)। এই সংস্করণে বাংলা অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল ; তাহার কারণ সম্বন্ধে ২য় সংস্করণের ভূমিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *...the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long period the Hindoo community (to whom the work was particularly addressed and therefore printed both in Bengallee and English) have made up their minds that the arguments of the BRAHMUNICAL MAGAZINE are unanswerable ; and I now republish, therefore, only the English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the subject.*

16. **Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press. 1822.**

১৮ জানুয়ারি ১৮২২ তারিখের *Calcutta Journal* পত্রে ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

17. **Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." Calcutta, Dhurmtollah, Unitarian Press, January 30, 1823. vii+379 pp.**

18. **Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God. By Prusunnu Koomar Thakoor. Calcutta : 1823.**

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্রে প্রকাশিত হয়। ১৫ মার্চ ১৮২৩ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

19. **Petitions against the Press Regulations :**

(a) ***Memorial to the Supreme Court.*** **March 1823.**

এই আবেদনপত্রখানি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র ৫৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(b) ***Appeal to the King in Council.*** **1825.**

এই আবেদনপত্রখানি সম্বন্ধে একটি ভুল আমাদের মধ্যে চলিতেছে। এই ভুলের সূত্রপাত হয় রামমোহন-জীবনীতে মিস কলেটের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে :—

> "The Privy Council in November 1825, after six months' consideration, declined to comply with the petition, presented by Mr. Buckingham, late of the Calcutta Journal, against the Press Ordinance of 1823." (P. 105.)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর এই আবেদনপত্র বাকিংহামও দাখিল করেন নাই, "প্রিভি কাউন্সিলে" উপস্থাপিত করিবার জন্যও রচিত হয় নাই ; উহা বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের মারফৎ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

20. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part I. Calcutta, May 9, 1823. 8 pp.

21. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part II. Calcutta, May 12, 1823. 8 pp.

22. Two Dialogues. Calcutta, May 16, 1823. 8 pp.

(*a*) Dialogue First between a Trinitarian Missionary and Three Chinese Converts.

(*b*) Dialogue Second between a Unitarian Minister and an Itinerant Bookseller.

ইহার প্রথমটি রামমোহন রায়ের রচনা। দ্বিতীয়টি রাইট (Wright) নামে এক জন সাহেবের রচনা—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের *Monthly Repository*···তে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি পুস্তিকা (নং ২০-২২) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ৬২৪-২৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির মূল সংস্করণ রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

23. A Vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity, against the Schismatic attacks

of R. Tytler, Esq., M. D....By Ram Doss. Calcutta : Printed by S. Smith and Co., Hurkaru Press. 1823.

24. A Letter on European Education. Calcutta, 11 December 1823.

এই পত্রখানি রামমোহন বিশপ হেবারের মারফৎ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হেবার লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy, a learned native, who has sometimes been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this [Orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic."—*Journal*, ii. 388.

এই পত্রের প্রতিলিপি বাংলা-গবর্মেন্টের দপ্তরখানায় (*Copy book of Letters Received and Issued by the General Committee of Public Instruction*, 1823-24, pp. 42-50) রক্ষিত আছে। H. Sharp-সম্পাদিত *Selections from Educational Records* গ্রন্থের ৯৮-১০১ পৃষ্ঠাতেও ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রামমোহনের এই পত্র সম্বন্ধে গবর্মেন্টের বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের মন্তব্য আমি সর্ব্বপ্রথম সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশ করি; যাঁহারা ইহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১৯২৯ সনের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ৬৫০ পৃষ্ঠা অথবা *J. B. O. R. S.*-এ প্রকাশিত (Vol. xvi. pt. II) "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধের ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

25. A letter to the Reverend Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. Calcutta, 1824.

26. Translation of a Sunscrit Tract on different modes of worship. By a Friend of the Author. Calcutta : 1825.

27. Bengalee Grammar in the English Language. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press, 1826. 140 pp.

28. A Translation into English of a Sunskrit Tract, inculcating the divine worship ; esteemed by those who believe in the revelation of the

Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being. Calcutta : 1827.

29. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian Place of worship instead of the numerously attended Established Churches ?" 1827.

মিস কলেট রামমোহন-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "Towards the close of the year, he published a little tract entitled *Answer of a Hindoo*...It bears the signature of Chundru Shekhur Dev, a disciple of Rammohun ; but, as Mr. Adam informed Dr. Tuckerman in a letter dated Jan. 18, 1828, it was entirely Rammohun's own composition." (P. 127.)

30. Symbol of the Trinity. 1828 (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ৭১-৭২) রামমোহনের এই রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

31. The Universal Religion : Religious Instructions founded on Sacred authorities. Calcutta : 1751 s. [1829.]

32. The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England. Feb. 1829.

রামমোহন কর্তৃক রচিত এই আবেদনপত্রখানি আমার *Rajah Rammohu Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকের ৫১-৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

33. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands. 1829 (August ?)

ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (Asiatic Intelligence,—Calcutta, pp. 203-5) মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্মেণ্ট এই আরজী নামঞ্জুর করেন।

এই আরজীখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* পুস্তিকায় এই আইন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy instantly placed himself at the head of the native land-holders of Bengal, Behar, and Orissa, and in a petition of remonstrance to Lord William Bentinck, Governor-General, protested against such arbitrary and despotic proceedings. The appeal was unsuccessful in India, was carried to England, and was there also made in vain ; ...Rammohun Roy, both in India and England, raised his powerful and warning voice on behalf of his countrymen whom he loved, and on behalf of the British Government to which he was in heart attached,..."

34. Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee. 1830.

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া ধরা হয়। ১৮ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে ইহার ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্ত্তী ২৩ জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (তখন দ্বিভাষিক) উহা উদ্ধৃত করেন। মানপত্রের বাংলা অংশও রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নয়।

35. Abstract of the arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. Calcutta, 1830.

36. Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal. Calcutta, 1830. 47 pp.

ইহা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে সমালোচিত হইয়াছে।

37. Counter-petition to the House of Commons to the memorial of the advocates of the Suttee.

ইহা ৩০ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'এশিয়াটিক জর্ণালে'ও (May 1831, Asiatic Intelligence,—Calcutta, pp. 20-21) ইহা প্রকাশিত হয়।

38. **The English in India should adopt Bengali as their language. (Unpublished)**

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ ৬৩৫-৩৬) আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

39. **Hindu authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.**

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার হালদার ১৮৫৫ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ৬৩) লিখিয়াছেন :—

> "আমার পিতা ৺রাখালদাস হালদার···ইং ১৮৬১ খৃঃ তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থ বিলাত গমন করেন। তথায় প্রবাসকালে তিনি রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু Mr. William Adam-এর নিকট হইতে রাজার স্বহস্তলিখিত একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধটির বিষয়—"Hindu authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh." ইহাতে অপর হস্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি অসম্পূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইং ১৮৮৭ খৃঃ আমার পিতার মৃত্যুর পর কাগজগুলি আমার নিকটেই ছিল। কয়েক বৎসর হইল আমি ঐগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে কাগজগুলি তাঁহারই নিকটে আছে।"

রামমোহনের এই প্রবন্ধটি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইহা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ENGLISH WORKS.

রামমোহনের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই তিনখানি উল্লেখ-যোগ্য :—

(*a*) **The English Works of Raja Ram Mohun Roy. Edited by Jogendra Chunder Ghose. Vol. I (Aug. 1885), Vol. II (1887.)**

(*b*) **The English Works of Raja Rammohun Roy. Panini Office. 1906.**

রামমোহনের কতকগুলি পত্র 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন'-এর ইংরেজী অনুবাদ ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া, এই সংস্করণ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

(c) Tht English Works of Raja Rammohun Roy (Social and Educational). The Centenary Edition. May 1934.

ইহাতে মুদ্রিত *Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829*··· এবং *Bengalee Grammar in the English Language* পুস্তক দুইখানি রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বিলাত হইতে প্রকাশিত :—

1. Translation of an Abridgment of the Vedant, or, Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology. Likewise a Translation of the Cena Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda ; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya, establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being ; and that He alone is the object of worship. By Rammohun Roy. London : Printed for T. and J. Hoitt, Upper Berkeley Street, Portman Square. 1817.

ইহাতে রামমোহনের মনিব-বন্ধু জন্ ডিগবীর ভূমিকা ও রামমোহনের একখানি পত্র স্থান পাইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

2. The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness, extracted from the Books of the New Testament ascribed to the Four Evangelists to which are added the First and Second Appeal to the Christian Public, in reply to the Observations of Dr. Marshman, of Serampore. London, 1823.

3. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." London, Hunter, 1823.

4. Answers to Queries by the Rev. H. Ware, of Cambridge, U. S., printed in "Correspondence relative to the Prospects of

Christianity, and the Means of promoting its Reception in India." London : C. Fox. 1825.

5. Treaty with the King of Delhi. Decision thereon by the Governor General of India, Reports of the British Resident and Political Agent at Delhi ; with Remarks. London : Printed by John Nichols, 47, Tottenham Court Road. 1831.

ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা *Modern Review* পত্রের ৪৯-৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

6. Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of Female Sacrifices in India. Nichols and Sons, Printers, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square. London [1831 Sep. ?] 8+4 pp.

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ২৭২-৭৬) পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition : with an appendix, containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance. Calcutta : Printed, 1830. London : Smith, Elder, and Co., 65, Cornhill. 1832.

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লণ্ডন-সংস্করণে প্রদত্ত "Appendix" অংশটি ছিল না।

8. Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations. Also a brief Preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country. Elucidated by a Map. By Rajah Rammohun Roy. London : Smith, Elder and Co., Cornhill. 1832.

9. Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly. March 19, 1832.

Parliamentary Papers of 1831-32 (Vol. XI, pp. 685-86) হইতে আমি ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ. ৫৫৩-৫৫) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

10. Translation of several Principal Books, Passages, and Texts of the Veds, and of some controversial works on Brahmunical Theology. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition. London: Parbury, Allen & Co. 1832. 282 pp.

11. Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants. London. [1832 ?]

এই পুস্তিকার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ-লাইব্রেরিতে আছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে এদেশবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করেন—এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন অন্যতম সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে এ-বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন ফল না পাইয়া তিনি শেষে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন করিবার মানসে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকায়, বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে প্রেরিত আবেদনপত্র (নং ৩৩ দ্রষ্টব্য) ছাড়া পূর্ব ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের উত্তর ও আরও কিছু সংবাদ ও মন্তব্যাদি স্থান পাইয়াছে। ৪ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

বিলাতের *Times* পত্র এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের আচরণ সম্বন্ধে ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন। ইহা পাঠ করিয়া, সম্ভবতঃ ভারত-সরকারের কার্য্যাবলীর

সহিত পরিচিত জনৈক ব্যক্তি "A. B." স্বাক্ষরে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জুন ১৮৩৩, পৃ. ১০৯-১১) "Case of Ram Rutton Muckerjah" নামক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেন। ইহার প্রত্যুত্তর "C. D." স্বাক্ষরে পরবর্তী জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ২১৪-১৮) প্রকাশিত হয়। এই প্রত্যুত্তরের লেখক খুব সম্ভব রামমোহন।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি এবং 'টাইম্‌স' ও 'এশিয়াটিক জর্ণালে' প্রকাশিত পত্রাবলী শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সঙ্কলিত *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৫১৩-২৮ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

12. Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins, as founded on the Sacred Authorities. Second Edition, reprinted from the Calcutta Edition. London : Nichols and Son. 1833. 15 pp.

13. Autobiographical Sketch. October., 1833.

রামমোহনের মৃত্যুর পর স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে বিলাতের *Athenaeum* পত্রে (পৃ. ৬৬৬-৬৮) রামমোহনের জীবন-কথার সহিত এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।* তিনি লিখিয়াছেন :—

"The Rajah gave this brief sketch of his life, shortly before he proceeded to France in the autumn of last year (1832), and it may serve to the public a general idea of his history, until a complete account of his life, character, and opinions, be compiled from the memoranda he has left behind him, his published works, and the recollections of his friends. But a few particulars in illustration of the above sketch, by one who was for years in habits of daily confidential communication with him, both

* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখের পাক্ষিক *Onward* পত্রের রামমোহন-সংখ্যায় "English Appreciation of Rammohun Roy" নামে আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

before and since his arrival in England, may gratify the rational curiosity of the public, regarding this eminent and truly remarkable man."

মিস কলেট এই আত্মজীবনীকে "spurious 'autobiographical letter' published by Sandford Arnot" বলিয়াছেন (*Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 7*n.*) কিন্তু কেন তিনি ইহাকে জাল মনে করেন, তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই।

বাংলা-ইংরেজী পত্রাবলী

রামমোহনের জীবনচরিতগুলিতে, সরকারী দপ্তরে এবং সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লিখিত যে-সকল পত্র আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহার একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিলাম।—

সাঙ্কেতিক শব্দ।—নগেন্দ্রনাথ=নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'; কলেট=S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, 2nd ed.; মেরী কার্পেণ্টার=Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, 2nd ed.; Panini= The English Works of Raja Rammohun Roy, pub. by the Panini office, Allahabad (1906) ; Banerjee=Brajendra Nath Banerjee : *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* (1926) ; Majumdar= J. K. Majumdar : *Rammohun Roy and Progressive Movements in India* (1941) ; *M. R.=The Modern Review.*

তারিখ	কাহাকে লিখিত	কোথায় মুদ্রিত
১২ চৈত্র, ১২০২ [২২ মার্চ ১৭৯৬]	মৌজে সাহানপুরের কর্ম্মচারী	নগেন্দ্রনাথ
১২ ফাল্গুন ১২০৪ [২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮]	মৌজে কাবিলপুরের কর্ম্মচারী	ঐ
১৯ ফাল্গুন ১২০৫ [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯]	অভয়চরণ দত্ত, কর্ম্মচারী	ঐ

12 April	1809	Governor-General Minto	*M. R.* June 1929
	? 1816	John Digby	London ed. of the *Abridgment of the Vedant,...* (1817); Collet, p. 36.
5 Sep.	1820	V. Blacker	Panini ; *M. R.* March 1932
	? 1821	Rev. Thos. Belsham	*M. R.* March 1932
11 Aug.	1821	James Silk Buckingham	Panini
17 Oct.	1822	..., Baltimore	Panini ; *M. R.* March 1932
9 Dec.	1822	do.	do.
15 Dec.	1822	John Bowring	*M. R.* June 1927 (p. 764)
15 Feb.	1823	[Capt. Gowan ?]	*M. R.* March 1932
5 Feb.	1824	W. Ward, Jun. of Medford	*M. R.* July 1942
4 June	1824	Dr. T. Rees	Panini
7 Feb.	1827	J. B. Estlin, Bristol	Mary Carpenter
9 Oct.	1827	—	R. Rickard's *India* ; Panini ; *M. R.* July 1929
23 Nov.	1827	—	do.
8 Dec.	1827	—	do.
18 Jan.	1828	[Dr. Tuckerman ?]	Collet, p. 124
18 Aug.	1828	J. Crawfurd	Collet, p. 153
23 Feb.	1829	Chief Secy. to Govt.	Banerjee
26 Oct.	1829	do.	do.
8 Jan.	1830	Governor-General Bentinck	do.
7 March	1830	Secy. Stirling	do.
? Sept.	1830	Governor-General Bentinck	do. ; Collet
10 Nov.	1830	Delhi Heir-apparent	do.
1 May	1831	Jeremy Bentham	*Hindusthan Standard* Pujah Special for Oct. 1939, p. 41.
10 May	1831	J. B. Estlin	Mary Carpenter
25 June	1831	Chairman and Depy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Jany. 1929

1 Aug.	1831	Garcin de Tassy	*Appendice aux Rudimens de la Langue Hindustani*, Paris 1833.*
6 Sep.	1831	Chairman and Dy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Jany. 1929
11 Oct.	1831	Sir Chas. Grant President, Board of Control	do.
21 Oct.	1831	Hyde Villiers, Secy. B. Control	do.
4 Nov.	1831	Sir Chas. Grant	*M. R.* Feb. 1929
7 Nov.	1831	do.	do
22 Dec.	1831	T. Hyde Villiers, Secy. India Board	*M. R.* Oct. 1928
28 Dec.	1831	do.	do.
		The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.	do.
5 March	1832	Mrs. Belnos	'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃ. ৪৮
31 March	1832	Miss Kiddell	Mary Carpenter
16 April	1832	C. W. Wynn, M. P.	*M. R.* Oct. 1939
19 April	1832	do.	do.
27 April	1832	Mrs. Woodforde	Mary Carpenter

* এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৪ নং পত্রখানি রামমোহনের ; ইহা উর্দ্দুতে লিখিত ; পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় ইহার ফরাসী অনুবাদও দেওয়া আছে। এই পত্র পাঠে জানা যায়, রামমোহন তিন মাসের অধিক ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার প্যারিসে যাইবার ইচ্ছা আছে, এবং টাসির সাহায্য পাইলে সেজির (Chezyর) সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

Histoire de la Litterature Hindoui et Hindustani (1839, tome i. 413-17) পুস্তকে টাসি লিখিয়াছেন, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করেন ; টাসি তাঁহাকে প্যারিসে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে লিখিত অনেক পত্র পাইয়াছেন।

31 July	1832	Wm. Rathbone	Mary Carpenter
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 22 Jan. 1833; Majumdar.
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 28 Jan. 1833; *M. R.* June 1932
২২ সেপ্টেম্বর	১৮৩২	রাধাপ্রসাদ রায়	Mary Carpenter (3d ed., p. 135)
31 Jany.	1833	Mr. Woodforde	Mary Carpenter
7 Feb.	1833	Miss Kiddell, Bristol	do.
14 May	1833	do.	do.
12 June	1833	do.	do.
(June?)	1833	do.	do.
22 June	1833	Miss Castle	do.
9 July	1833	Miss Kiddell	Mary Carpenter
9 July	1833	Miss Castle	do.
19 July	1833	Miss Ann Kiddell	do.
19 July	1833	Miss Castle	do.
23 July	1833	Court of Directors	*M. R.* Oct. 1929
24 July	1833	Miss Ann Kiddell	Mary Carpenter
16 Aug.	1833	do.	do.
22 Aug.	1833	Mr. Woodforde	do.

মিস মুরের (Adrienne Moore-এর) *Rammohun Roy and America* পুস্তকে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রামমোহনের আরও কয়েকখানি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃ. ৭২, ৮৯, ১৫০-৫১); সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

***Christian Register*:**

1. Rammohun Roy to David Reed, editor of the *Christian Register*. Published on December 7, 1821, p. 65.

2. Rammohun Roy to "A gentleman in this city [i. e., Boston] who has lately visited him in Calcutta and who became acquainted with him there." Vol. I, p. 107 (February 14, 1828).

3. Rammohun Roy to David Reed, in answer to three specific questions asked him by David Reed. Vol. III, p. 154 (May 7, 1824).

4. Rammohun Roy to "a gentleman in this country and politely forwarded to us during the past week." Letter dated Calcutta, December 28, 1824. Vol. VI, p. 66.

5. Rammohun Roy to the Boston India Association, December, 1825, acknowledging receipt of money sent for the Unitarian Chapel in Calcutta. The letter is recorded, but not quoted, in *Christian Register*, April 22, 1826.

The Times, London :

1. Rajah Rammohun Roy to the editor. [A correction of the statements of the "Correspondent."] June 15, 1831. 5 c.

2. Letter from Rammohun Roy. [Letter asking that no further comment be made on him until he is well enough to speak for himself.] June 16, 1831. 3 b.

3. Rajah Rammohun Roy, a letter to the editor. October 9, 1833. 3 d.

Christian Reformer or Unitarian Magazine, London :

1. Letter from Rammohun Roy to William Alexander, dated July 16, 1831. Vol. III, p. 466 (1835).

রামমোহনের বাণী

[ইংরেজী রচনা ও পত্রাবলী হইতে]

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.—Letter dated August 11, 1821 to J. S. Buckingham.

* * *

Wise and good men always feel disinclined to hurt those that are of much less strength than themselves, and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority, they can never attempt, even in thought, to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been, our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals ; as well as our division into casts which has been the source of want of unity among us.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 1st Edition.

* * *

Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication, is the only effectual means that can be employed. And should it

ever be abused, the established Law of the Land is very properly armed with sufficient powers to punish those who may be found guilty of misrepresenting the conduct or character of Government, which are effectually guarded by the same Laws to which individuals must look for protection of their reputation and good name.—Memorial to the Supreme Court.

* * *

Asia unfortunately affords few instances of Princes who have submitted their actions to the judgment of their subjects, but those who have done so, instead of falling into hatred and contempt, were the more loved and respected, while they lived, and their memory is still cherished by posterity; whereas more despotic Monarchs, pursued by hatred in their lifetime, could with difficulty escape the attempts of the rebel or the assassin, and their names are either detested or forgotten....

A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence, and a Government possessed of immense patronage, is more especially secure, since the greater part of the learning and talent in the country being already enlisted in the service, its actions, if they have any shadow of Justice, are sure of being ably and successfully defended....

A Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the local

authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection....

It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression which might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or oppression, and the argument they constantly resort to, is, that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority, since, as a people become enlightened, they will discover that by a unity of effort, the many may easily shake off the yoke of the few, and thus become emancipaed from the restraints of power altogether, forgetting the lesson derived from history, that in countries which have made the smallest advances in civilization, anarchy and revolution are most prevalent—while on the other hand, in nations the most enlightened, any revolt against government which have guarded inviolate the rights of the governed, is most rare, and that the resistance of a people advanced in knowledge, has ever been—not against the existence,—but against the abuses of the Governing power.... In fact, it may be fearlessly averred, that the more enlightened a people become, the less likely are they to revolt against the governing power, as long as it is exercised with justice tempered with mercy, and the rights and

privileges of the governed are held sacred from any invasion.—Appeal to the King in Council.

* * *

I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise...It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.—Letter dated 18 January 1828 to Dr. Tuckerman (?)

* * *

The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots.—Letter dated 27 April 1832 to Mrs. Woodforde.

* * *

Turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind equally. And the inclination of each sect of mankind to a particular God or Gods, holding

certain especial attributes, and to some peculiar forms of worship or devotion, is an excrescent quality grown (in mankind) by habit and training.—*Tuhfat*. Introduction.

It is to be seen that the truth of a saying does not depend upon the multiplicity of the sayers and the non-reliability of a narration cannot arise simply out of the paucity of the number of the narrators.—*Tuhfat*.

* * *

I hope it will not be presumed that I intend to establish the preference of my faith over that of other men. The result of controversy on such a subject, however multiplied, must be ever unsatisfactory; for the reasoning faculty, which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on questions beyond its comprehension. —*Trans. of an Abridgment of the Vedant.* Introduction.

* * *

I have often lamented that, in our general researches into theological truth, we are subjected to the conflict of many obstacles. When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other; and when, discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate a universal doubt, incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve

our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for.—*Trans. of the Cena Upanishad.* Introduction.

* * *

I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge.—Letter dated......1816 to John Digby.

* * *

In matters of religion particularly men in general, through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation.—*The Precepts of Jesus.* Introduction.

* * *

No human acquirements can ever discover the nature even of the most common and visible things.—Letter dated 5 Septr. 1820 to V. Blacker.

* * *

Truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names, or lofty palaces.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 1st Edition.

* * *

It is well known to the whole world, that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and

denomination.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 2nd Edition.

If a body of men attempt to upset a system of doctrines generally established in a country, and to introduce another system, they are, in my humble opinion, in duty bound to prove the truth, or, at least, the superiority of their own....

My view of Christianity is, that in representing all mankind as the children of one eternal father, it enjoins them to love one another, without making any distinction of country, caste, colour, or creed.—Letter dated 17 October 1822 to a friend in Baltimore.

As religion consists in a code of duties which the creature believes he owes to his Creator, and as "God has no respect for persons ; but in *every nation*, he that fears him and *works righteousness*, is accepted with him ;" it must be considered presumptuous and unjust for one man to attempt to interfere with the religious observances of others, for which he well knows, he is not held responsible by any law, either human or divine. Notwithstanding, if mankind are brought into existence, and by nature formed to enjoy the comforts of society and the pleasures of an improved mind, they may be justified in opposing any system, religious, domestic, or political, which is inimical to the happiness of society, or calculated to debase the human intellect ; bearing always in mind that we are children of ONE Father, "who is above *all* and through

all and in us *all*."—***Final Apppeal to the Christian Public.*** Preface.

There is a battle going on between reason, scripture and common sense; and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three.— Speech at the meeting of the Unitarian Association, London.

* * *

The Vedas (or properly speaking, the spiritual parts of them) uniformly declare, that man is prone by nature, or by habit, to reduce the object or objects of his veneration and worship (though admitted to be unknown) to tangible forms, ascribing to such objects attributes, supposed excellent according to his own notions : whence idolatry, gross or refined, takes its origin, and perverts the true course of the intellect to vain fancies. These authorities, therefore, hold out precautions against framing a deity after human imagination, and recommend mankind to direct all researches towards the surrounding objects, viewed either collectively or individually, bearing in mind their regular, wise and wonderful combinations and arrangements, since such researches cannot fail, they affirm, to lead an unbiassed mind to a notion of a Supreme Existence, who so sublimely designs and disposes of them, as is everywhere traced through the universe. The same Vedas represent rites and external worship addressed to the planets and elementary objects, or personified abstract notions, as well as to deified heroes, as intended for

persons of mean capacity; but enjoin spiritual devotion, as already described, benevolence, and self-control, as the only means of securing bliss.—*Trans. of several Principal Books*,......Introduction.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫

উইলিয়ম কেরী

উইলিয়ম কেরী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২'২—১৮।১১।১৯৪২

উইলিয়ম কেরী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত কয়েক জন বৈদেশিক পণ্ডিত ও কর্ম্মীর নাম যুক্ত হইয়া আছে। বাংলা-গদ্যের গঠনের প্রারম্ভে ইহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোনও কালেই বিস্মৃত হইবার নহে। পোর্ত্তুগীজ প্রভাবের যুগে পাদরি মানোএল-দা-আসুম্প্সাম্ এবং ইংরেজ প্রভাবের যুগে নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড, জোনাথান ডান্‌কান, এন. বি. এডমন্‌স্টোন, হেন্‌রি পিট্‌স ফর্‌স্টার, জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ ইহাদের সহযোগিতা না থাকিলে বিজ্ঞান ও অভিধানের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাংলা-গদ্যের বিলম্ব ঘটিত। লজ্জার সহিতও এ কথা আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধানতঃ এই সকল বৈদেশিক কর্ম্মীর চেষ্টায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছে, ইহাদেরই উৎসাহে বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।

উপরি-উক্ত বৈদেশিক পণ্ডিত-সমাজে উইলিয়ম কেরী প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ; বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার পরিশ্রমের তুলনা হয় না। দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর কাল তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে দেশীয় পণ্ডিতেরা বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক রূপ দান করিয়াছিলেন। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগকে আমরা বিশেষ-ভাবে উইলিয়ম কেরীর প্রভাবের যুগ বলিতে পারি। এই ভাষার প্রতি তাঁহার সত্যকার প্রেম জন্মিয়াছিল। সত্য বটে, এই প্রেম অহেতুকী ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল—অখ্রীষ্টিয়ান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার, এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মন চিরকাল সেই উদ্দেশ্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই; কাজ করিতে করিতে ভাষার প্রতি প্রীতি আপনিই জন্মিয়াছে এবং উইলিয়ম কেরী এই ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে শেষ পর্য্যন্ত অন্য প্রেরণার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। যে প্রেরণাই তাঁহার থাকুক, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি তাঁহার চেষ্টার ফলে লাভবান হইয়াছে এবং আমরাও কৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আসিতেছি।

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল; তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪

খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। বলিতে কি এই কালের মধ্যে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই —মদনাবাটীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংস্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রথম জীবন—ইংলণ্ডে

(আগস্ট ১৭৬১—জুন ১৭৯৩)

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে নর্দাম্‌টন্‌শায়ারের পলার্স-পিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এড্‌মণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এড্‌মণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের

কেরানী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভফলদায়ক হইয়াছিল। শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থান-সময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানির বাগানের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প করিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। বারো বৎসর বয়সে কেরী পলার্সপিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত

আছে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

এড্‌মণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বারো বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকল্‌টনের জুতো-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মদ্যপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে।

এই সময়ে জন ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়; তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নর্‌দ্দাম্‌টন্‌শায়ারের ব্যাপটিস্টমণ্ডলীর পালকসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাট্‌ক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকল্‌টন) ত্যাগ করেন; জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান "হিদেন" জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মুলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীস্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদরিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry into the obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen* পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় **The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen** নামক সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে গঠিত হয়।

এই সভাই ব্যাপটিস্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নর্দাম্‌টনের প্রাইমারী সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। জন টমাসই বাংলা দেশে আগত প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনরী। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি জাহাজের ডাক্তাররূপে বঙ্গদেশে আসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এখানে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। তিনি নিজে একাকী এই কার্য্যে অক্ষম জানিয়া কেটারিঙে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত এই সমিতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। টমাসের সহিত কেরীর ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; এক জন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন।

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে "টমাস-অনুসন্ধানে"র ফল বিবৃত হয়; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে টমাসকে সমিতির পক্ষে বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্ম্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন

ক্যাপ্টেন ক্রিস্‌মাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান (জাহাজ) 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ-অভিমুখে যাত্রা করেন। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই—ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায়, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(নবেম্বর ১৭৯৩—অক্টোবর ১৭৯৯)

কেরী-সমভিব্যাবহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার প্রচারও করিয়াছেন।

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্‌শী

রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। ১১ নবেম্বর ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটীতে একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য মুন্‌শীত্ব হইতে বরখাস্ত হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পূরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হাল-ভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নীলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় ভাসিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা-শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মালদহের মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তিনি নিযুক্ত হন। ১৫ জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু-সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চাঁদুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন।

এই সময়েই তিনি নিজের সুখ-সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল-মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড

হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself." মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্‌টির জন এলাবুটন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

> It will be requisite for the society to send a printing press from *England*; and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্নালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

> The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects...

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগস্ট তারিখে লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

> Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me....I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

সংস্কৃত ও চলতি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফরস্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই, এবং যে কারণেই হউক, হালহেডের ব্যাকরণ ও আপজনের অভিধান তখন পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫)—

> I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee....I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time ; ...

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল।

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউনটেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারীরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

---

* "Forth come and separate be : and unclean thing touch not : and I accept will you : and you shall be my sons and daughters : thus says the Almighty God."

এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেন, ফাউন্টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এ দেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expense of printing it here..."। তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিত চিত্তে মদনাবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengallee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them....

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

> A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe....W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইল্‌কিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. I, p. 80.

এইখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত

মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মদনাবাটীতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ উড্‌নির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উড্‌নির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্‌টেন মুদ্রাযন্ত্রটি লইয়া সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ-রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্‌টেন তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্‌টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারি ১৮০০—৩ মে ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। ১১ই জানুয়ারি হইতে মিশনের কাজ আরম্ভ হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশন-বাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স, ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথু-লিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জার্নালে ১৮ই মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

> This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew.

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

২৫এ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ায়* 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্য-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুম (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। ভাষার নমুনা এইরূপ—

> আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।
>
> আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব···

---

* ওয়ার্ডের জার্নাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০—

"and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution ; to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing...."

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' কবিতা ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত।

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইস্থক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—

আবরহাম জন্ম দিল য়িছক্ষককে এবং য়িছক্ষক জন্ম দিল যাঁকুবকে...

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থেরদিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরীক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ-জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণনা করিতেছি। শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ম সংস্করণ নিউ টেস্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে "১৮০৩" খ্রীষ্টাব্দ ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২-এ ওল্ড টেস্টামেণ্টের The Pentateuch অংশ, ১৮০৩-এ Job, Song of Solomon, ১৮০৭-এ Isaiah—Malachi, ১৮০৯-এ Joshua—Esther, ১৮০৭-এ St. Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩-তে The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬-তে নিউ টেস্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৮টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'লাসকারদের প্রতি' ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন-প্রেস হইতে কেরীর নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা বারো বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না' কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-বৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক-(teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন।

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

(৪ মে ১৮০১—১৮৩১)

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেস্‌লি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা সুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works. Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalankar*, the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carey and his colle[a]gues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised.

বাংলা ভাষার উন্নতির বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই। কোম্পানির রাইটারদিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্ত্তৃপক্ষ

অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেস্‌লির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দ্দেশমত কলেজের প্রোভোস্ট ডেভিড ব্রাউন বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে কেরীকে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন।*

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে মারাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক সাত শত হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনে" তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোস্ট, সহকারী প্রোভোস্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনার পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর যে সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আমরা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা

---

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে।

ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ এই কলেজের জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা-সাহিত্যের প্রথম সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

কেরী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপক হিসাবে কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ব্যাকরণ, অভিধান ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বাংলা ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং সংস্কৃত, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ অভিধানও সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলির বিস্তৃত বিবরণী আমাদের এই জীবনীর পক্ষে অনাবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত (৪৬ বর্ষ) লেখকের "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দেখিবেন। কেরী-সঙ্কলিত "Universal Dictionary" বা "পলিগ্লট ভোকাবুলারি"র বিস্তৃত উল্লেখও তাহাতে আছে।

এই কালের মধ্যে কেরীর আরও বহুবিধ কীর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বহুবিধ গবেষণা উল্লেখযোগ্য। বাংলা হরফ সংস্কার এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি যথেষ্ট কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল

সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ঐ বৎসরেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা-অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ সতীদাহ-নিবারক আইনের অনুবাদও তাঁহার।

কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার বহর দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে যাঁহারা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন, তাঁহারা এই বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনরীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই। তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছয়টায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তার পর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুন্‌শীর সহিত ফারসী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ি ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রূফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য-আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নয়টার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারোটার সময় গ্রীক বাইবেল এক

অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরনের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না। অসুখেও তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু ও উইলিয়ম কেরীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* ঐ মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্ত ভাবে কেরীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরনের পুস্তিকা তিনি আরও লিখিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। আমরা এখানে কেরী লিখিত বা সঙ্কলিত বাংলা ভাষার উন্নতির সহিত সম্পর্কিত প্রধান প্রধান পুস্তকেরই পরিচয় দিতেছি।

১। **নিউ টেষ্টামেণ্ট**। ইং ১৮০১। পৃ. সংখ্যা নাই।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বসু-কেরী-ফাউন্টেন-অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। / বিশেষত / যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— / তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক / তাহার অন্ত ভাগ।— / তাহা

---

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠার 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে।

আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার / গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০১

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

২। **বাংলা ব্যাকরণ।** ইং ১৮০১।

নিউ টেস্টামেণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়.। ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্য দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। রাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুনের পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কেরীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং অৰ্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক ও.পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলা-ভাষাবিষয়ক ইহাই কেরীর প্রথম পুস্তক; ইহার মুদ্রণকার্য্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হাল্‌হেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই লেখা। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

A / Grammar / of the / Bengalee Language. / Serampore. / Printed at the Mission Press. / 1801.

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী পুস্তক-সংগ্রহের তালিকার প্রথম ভলুমে (ইং ১৮৮৮) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউস্টেস কেরী সঙ্কলিত *Memoir of William Carey, D. D.* (ইং ১৮৩৬) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০

পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইল্‌সন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন—

> I have made some distinctions and observations not noticed by him [Halhed], particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

উইল্‌সন, গ্রীয়ার্‌সন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition,] may be esteemed a new work.

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

---

* ২১ সেপ্টেম্বর ১৮০৩ তারিখে সাটক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, "I am reprinting my Bengali grammar, with many alterations and additions." সাটক্লিফের নিকট লিখিত ২২ আগষ্ট ১৮০৫ তারিখের পত্রে আছে, "I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged...."

Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain...

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়দের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ করিতেও কেরী ভুলেন নাই।

...Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other;...

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India ;...four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAGES OF THE EAST.

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।—১। বর্ণপরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), ৫। সর্ব্বনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্দগঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্রকরণ, এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে, সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইল্‌সন্ সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যে দুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে উইল্‌সনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিডিথ টাউন্‌সেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

It is the one Grammar we have ever seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all rigmarole

about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue.

পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইল্‌সন লিখিয়াছেন—

The Bengali grammar of Dr. Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters; the declension of substantives, and formation of derivative nouns; the inflexions of adjectives and pronouns; and the conjugations of the verbs: it gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc., and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensive, though expressed with brevity and simplicity; and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English...

৩। **কথোপকথন**। ইং ১৮০১। পৃ. সংখ্যা ৮+২১৭।

কেরীর এই *Dialogues*... পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি "স্লাই লীফে" ঐ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও ঐ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং ঐ নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

Dialogues,/ intended/ to facilitate the acquiring/ of/ The Bengalee Language./ Serampore,/ Printed at the Mission Press./ 1801.

এই পুস্তক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় ৪ঠা আগস্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তক রামরাম বসু-প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের ভাষা অপেক্ষাকৃত চলতি-ঘেঁষা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্ত্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন।

Dialogues··· পুস্তকখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া অধিক। উইল্‌সন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহার উপযোগিতা অনুমেয়।

ব্যাকরণের মত *Dialogues*··· পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে ছিল না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

> That the work might be as compleat as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country.
>
> The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work ; and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language.

এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের, এবং এই কার্য্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন,

সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার এক জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিয়াটিক জার্নালে' লিখিয়াছিলেন—

> As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English Colloquies. These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,—in its rustic and familiar, as well as more polite forms,—to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature.

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন রচনার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। অন্য কেহই তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত ইডিয়ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমরা তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন' 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই কেরীরই প্রাপ্য।

Dialogues··· পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজুরের কথা বার্ত্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া* কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কায

* তিয়রিয়া—জেলে, fisherman।

চেষ্টার কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রী লোক স্ত্রী লোক কথা বার্ত্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন—মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। "জমিদার রাইয়ত" বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজার মধ্যে যত দূর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় "কথোপকথনে" সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাওয়াদাওয়া ও রোসনাইয়ের কথা; বাকি সকল অধ্যায়েরই বিষয় শিরোনামায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের কথাবার্ত্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলি পড়িলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের কথা মনে পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদরি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া কেরী যে তাঁহার সঙ্কলনে "কন্দল" ও "মাইয়া কন্দল" অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে দ্বিধা করেন নাই, ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন; কিন্তু বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বসিয়া কেরী বাক্যতুষ্টির জন্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই 'কথোপকথন' বইখানির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত* আমরা কৌতূহলী পাঠকের জন্য ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। বাংলা ব্যাকরণের দিক দিয়া এই বইখানি লইয়া বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

মজুরের কথা বার্ত্তা

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর তুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

. কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।...

স্ত্রীলোকের হাট করা

আয়টে সকাল করে চল সুতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।...

কন্দল

আর শুনেছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হাড্ডাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেইহইতে যাইটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে

বাছা২ করে কান্দে তবেই ও অহঙ্কারির অঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোত্নয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আই২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওও পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।

৪। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা। ইং ১৮০২।

টমাস, রামরাম বসু, মার্শম্যান ও ফাউন্‌টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীর ওল্ড টেস্টামেণ্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভুলক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> **ধর্ম্মপুস্তক / তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— / যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে— / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— / মোশার ব্যবস্থা।— / য়িশরালের বিবরণ।— / গীতাদি— / ভবিষ্যত বাক্য।— / মোশার ব্যবস্থা— / তর্জ্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে।— / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০১**

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ১৮ ডিসেম্বর ১৮০১ তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

The first volume of the Old Testament is nearly half printed; viz., to the thirty-third chapter of Exodus.

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta.

অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগস্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is a necessary blessing to them...AND THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED SACRED. I intend that it should occupy about two hundred pages...

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই।

৫-৬। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। ইং ১৮০২।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর

মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্ত্তী সংস্করণ কৃত্তিবাস-কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া "অবিশুদ্ধ" মূলকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৭। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—দাউদের গীত।** ইং ১৮০৩।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> দাউদের গীত।— / এবং / য়িশ ঔাহার ভবিষ্যৎ বাক্য।— / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / — ১৮০৩ / —

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক শত খণ্ড ৬৷৹ হিসাবে কলেজ কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

৮। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—ভবিষ্যদ্বাক্য।** ইং ১৮০৭।

৮ মার্চ ১৮০৭ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসরের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ বৎসরেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ইশায়া—মালাচি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— / মানুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে / যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।— / তাহাই / ধর্ম্মপুস্তক। / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।— মোশাকরণক ব্যবস্থা। / য়িশরালের বিবরণ।— / গীতাদি।—

ভবিষ্যদ্বাক্য।/ তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।—/ এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৫

৯। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—যিশরালের বিবরণ।** ইং ১৮০৯।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কেরী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪নং বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তারিখে ওল্ড টেস্টামেণ্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।/ বিশেষতঃ / মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ / করিয়াছেন।—/ অর্থাৎ / ধর্ম্মপুস্তক।/ তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ / মোশার ব্যবস্থা।—/ যিশরায়েল বিবরণ।—/ গীতাদি।—/ ভবিষ্যদ্বাক্য।—/ তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ যিশরালের বিবরণ এই।—/ এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৯ /—

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে, তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বদলে কাজ করিয়াছিলেন।

১০। **ইতিহাসমালা।** ইং ১৮১২। পৃ. ৩২০।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত

উইল্‌সন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংরেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছুই ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য, তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শত কপি) কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছেন এবং কলেজের জন্য মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের কার্য্যবিবরণে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুত্রাপি কেরী-সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লংও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেময়ের্স-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের (১৮১২) অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্য-হিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> ইতিহাসমালা। / or / A collection / of / Stories / in / the Bengalee Language. / Collected from various sources. / By W. Carey, D. D. / Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, / in the College of Fort William / Serampore : / Printed at the Mission Press. / 1812.

---

* গ্রীয়ার্স'ন তাঁহার *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকের শেষে এই দশটি মেময়ের্স-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

'ইতিহাসমালা'র যতগুলি কপি আমরা দেখিয়াছি, তাহাদের কোনটিতে কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে।

'ইতিহাসমালা' নাম হইলেও এই পুস্তকে ইতিহাস অতি অল্পই আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি, গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে আহৃত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলনকর্ত্তা।

'ইতিহাসমালা'র ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন—অবশ্য 'কথোপকথনে'র সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়। সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

৪০ চত্বারিংশ কথা।—

এক রাজার অতিসুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ

দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম এক জন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র এক দিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বারো বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্‌শীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফারসী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'ইতিহাসমালা'র আর একটি "কথা" উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা ।—

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন২ প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকেব পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নবকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি ।—

'ইতিহাসমালা'য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপগোস্বামী-সনাতনগোস্বামী-কথা দেওয়া হইয়াছে; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্ত্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অনুবাদ কি পরিমাণে প্রাঞ্জল হইতে পারে, 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গদ্যাংশ সন্নিবিষ্ট আছে; সেটি এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পরিলাম না।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে…।

১১। **বাংলা-ইংরেজী অভিধান।** ইং ১৮১৫-২৫।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। কিন্তু গোড়ার দিকে বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকি অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে আরম্ভ করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

> I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others.

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জার্নালে' এই অভিধান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

---

* "The first volume was printed in 1815; but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted..."—H. H. Wilson.

It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d. in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties.

প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুরাতন ক্যাটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে সম্পূর্ণ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে ; যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ, ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই খোঁড়া পায়ে দৌড় করানো হইল।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন ; এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় সংস্করণ) দুই খণ্ড ও রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' দ্রষ্টব্য।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্ত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হ্যানা মার্শম্যানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মদনাবাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দীপাদের সাধনার ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জন্য বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেরী তখন হইতেই অভিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি (১ম খণ্ডের; ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

A / Dictionary / Of the / Bengalee Language, / In Which / The Words / Are Traced To Their Origin, / And / *Their Various*

Meanings Given. / Vol. I. / By W. Carey, D. D. / *Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the / College Of Fort William.* / Second Edition, With Corrections and Additions. / Serampore : / Printed At The Mission Press, / 1818.

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ৬১৬। তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭৯০+৭৯১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪; গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইল্‌সন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে; পরবর্ত্তী কালে এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উইল্‌সনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইল্‌সন বলিয়াছেন—

> Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit...he endevoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and

all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought, indeed, that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being abvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictionary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification....it evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr. Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain ; and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of natural history qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East...the dictionary of Dr. Carey must ever be regarded as a standard authority.

পরবর্ত্তী কালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

শেষ জীবন ও চরিত্র

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্মেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে আয়ের দিক দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্‌শন পাইতে থাকেন। ৯ জুন ১৮৩৪ তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে কচিৎ মিলে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

> In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect; no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of consequent reputation he attained to, it was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects...He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution.

কেরী স্বয়ং একবার ইউস্টেসকে বলিয়াছিলেন—

> Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he give me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything.

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্ব্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্র-ভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়; গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে; ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হয়। কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান। বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট্ অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্ত্তি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচাররূপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্য্যভাবে

বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ গৌরব-কীর্ত্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে স্থান দেন নাই, মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্ত্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক হইতে আরবী ও ফারসী এবং অন্য দিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে

বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট ; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরা পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্ত্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন ; এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

To the Council of the College of Fort William.
GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maintain the Native Bengali Establishment in the College, which under existing circumstances appears "to be excessive," I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at	200 Rs. per month.
A Second Pundit	at	100 Rs. ,,
A Writing Master	at	60 Rs. ,,
A Pundit	at	60 Rs.
Four Pundits	at	40 Rs. each Rs. 160

making a total of Sa. Rs. 580 per month.

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself

to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

...It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue....

13 August 1822. W. Carey*

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়তো বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.—S. K. De : *Bengali Literature...*, p. 156.

ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous No. 567.* Pp. 65-66.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী, রাজীবলোচন
মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহনপ্রসাদ
ঠাকুর, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২'২—৪।১।১৯৪৩

পূর্বাভাষ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য এদেশে পাঠাইতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের কর্ত্তা হন—শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে যে-সকল পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নামের তালিকা এই :—

প্রধান পণ্ডিত—	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার···বেতন	২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত—	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি···	১০০৲
সহকারী পণ্ডিত—	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়···	৪০৲
	আনন্দচন্দ্র	৪০৲
	রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	কাশীনাথ [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	পদ্মলোচন চূড়ামণি	৪০৲
	রামরাম বসু	৪০৲

এই সকল পণ্ডিতের অনেকেই কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের পুস্তকাদি রচনা-ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে কেরী তাঁহাদের সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেরী বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষও এই অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। ৭ জুলাই ১৮০১ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> RESOLVED that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native languages. (Home Dept. Miscellaneous No. 559, p. 6.)

ইহা ছাড়া পুস্তক-মুদ্রণ তখন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল বলিয়া, এই সকল পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যকল্পে কলেজ-কাউন্সিল তাহার অনেকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করিতেন। এই ব্যবস্থায় এবং কেরীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে আমরা যে-সকল পুস্তক লাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১।	রামরাম বসু	...	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	ইং ১৮০১
			লিপিমালা	১৮০২
২।	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	...	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
			প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
৩।	গোলোকনাথ শর্ম্মা	...	হিতোপদেশ	১৮০২
৪।	তারিণীচরণ মিত্র	...	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
৫।	চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	...	তোতা ইতিহাস	১৮০৫

৬।	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
৭।	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	হিতোপদেশ	১৮০৮
৮।	মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ...	ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ	১৮১০
		ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান	১৮১১
৯।	হরপ্রসাদ রায় ...	পুরুষপরীক্ষা	১৮১৫
১০।	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ...	পদার্থকৌমুদী	১৮২১

এক জন (গোলোকনাথ) ছাড়া ইঁহারা সকলেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেকে পুস্তক-প্রকাশকালে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ গোলোকনাথ শর্ম্মার নাম করা যাইতে পারে। উপরের তালিকার রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী আমরা ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থমালায় প্রকাশ করিয়াছি; বাকী কয় জন পণ্ডিতের সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইল। ইঁহাদের রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পাঠ্য পুস্তক ছিল। কয়েকখানি পুস্তক—যেমন, রাজীবলোচনের ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং’ ও হরপ্রসাদ রায়ের ‘পুরুষপরীক্ষা’—আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার সহায়তা করিয়াছিল।

গোলোকনাথ শর্ম্মা

গোলোকনাথ শর্ম্মার কোন পরিচয় এত দিন আমাদের জানা ছিল না। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের চেষ্টার ফলে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

> শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ শর্ম্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি,...এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।
>
> মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২৭৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer,

(2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

Our Pundit has also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন এবং ইহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য-পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

Our brahman (Not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of hindoo idolatry.

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

> We learnt by a letter from brother Fernandez* to-day, that our brahman's wife was *burnt with him.* Although we have his two brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood.

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা আখ্যা-পত্র আছে। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১৮০২", কিন্তু বাংলা আখ্যা-পত্রে "১৮০১" আছে। আমার মনে হয়, ইহা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।† আখ্যা-পত্র দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

* ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

† শ্রীরামপুর মিশনরীদের Tenth *Memoir*-এ গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র প্রকাশকাল ১৮০২ সন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ("A previous translation into Bengali by 'Goluk Nath Pundit' was published at Serampore in 1802." See *Indian Antiquary* for 1903, p. 241 ff)।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসেও যে এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই, ১৫ জুন ১৮০১ তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্রের নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing. Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables,...which we are also going to publish.—*Memoir of William Carey*, pp. 453-54.

HEETOPADESHU, or Beneficial Instructions. *Translated from the original Sangskrit*, By GOLUK NATH, Pundit. SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS. 1802.

হিতোপদেশ।—সংগ্রহ ভাষাতে— গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০১—

'হিতোপদেশে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৭। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

কোন নদীর তীরেতে পাটলী পুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্যান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপাণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়। যেমন বংশের গুণযুক্ত ধনুক নির্গুণ কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন

পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মনুষ্যের এই পাচ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ যে মত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না এবং পুরুষকারের চেষ্টা ব্যতিরেক হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছা মত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্ম কৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মুর্খের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কন হয় ও চিক্কন মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে ও শুক্ল পক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধান কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উল্টা পথগামী অতএব তাহারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গতে কাচ যে তিনি বহু মূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথা সন্নিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মতি হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণু শর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ মহা পণ্ডিত সকল নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতির ন্যায় কহিলেন হে মহা রাজা এই সকল রাজ পুত্রেরদিগকে আমি নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহারু কিছু হয় না অতএব আমি মহা রাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যে রূপে হয় সেই রূপে নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহা রাজা তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে

আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমন পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণু শর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। অথ রাজ পুত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজ পুত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।—(পৃ. ৪-৯)

তারিণীচরণ মিত্র

আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারিণীচরণের জন্ম হয়। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে তাঁহার নিবাস ছিল।* তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানা গিয়াছে, এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।

৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কমিটির অধিবেশনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মুন্‌শী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ হন জন্ গিল্‌ক্রাইস্ট। তাঁহার অধীনে মীর বাহাদুর আলী মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান মুন্‌শী, এবং তারিণী-চরণ মিত্র মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্‌শীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তারিণীচরণ গুণী লোক ছিলেন; অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরীতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯ ডিসেম্বর ১৮০৯ তারিখে হিন্দুস্থানী-বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর শের আলী আফশোষের মৃত্যু হইলে কলেজ-কমিটি তাঁহার পদে তারিণীচরণকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন; কলেজ-কমিটির কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> At a Council held on 1 Feb. 1810. Meer Sher Ulee Ufsos, head Moonshee in the Hindoostanee Dept. having departed this life on the 19th of December 1809.—*Resolved* that the following promotions and appointments in that Dept. take effect from the 21 December, *viz.*

---

* The Second Report of the Calcutta School-Book Socy.'s Procdgs. Second Year, 1818-19, p. xiv. The Third Report of the Calcutta School-Book Socy.'s Procdgs. Third Year, 1819-20, p. xiv.

Tarnee Churn appointed Head Moonshee on the 21st December in the room of Meer Sher Ulee deceased,...*

হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্‌শীর পদে তারিণীচরণ অনেক দিন—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে মাসিক এক শত টাকা পেন্‌সনে এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।†

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, ৪ জুলাই ১৮১৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী ও এ-দেশীয় ভাষায় পাঠশালার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, এবং স্থলভে বা বিনামূল্যে সেগুলি বিতরণ। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ এই সমিতির উদ্দেশ্যবহির্ভূত ছিল, অবশ্য নীতিমূলক পুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য, সে-সময় অনেকে পাঠশালা স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু ছেলেদের পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বর্ষের বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির (Committe of Managers) মধ্যে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়। এই তিন জন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তন্মধ্যে তারিণীচরণ ছিলেন সোসাইটির দেশীয়

* Home Dept. Miscellaneous No. 561, p. 186.

† The following situations to cease from 1 June 1830.

*　　*　　*

Tarnee Churn, Head Moonshee in the Hindoostanee Department of the College of Fort William, to whom a pension of Rs 100 per mensem ...is fifty-eight years of age. Sd. Wm. Price. 24 May 1830. (Home Mis. No. 571, p. 47.)

সম্পাদক বা নেটিব সেক্রেটরী। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্কুল-বুক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সমাজের নবম রিপোর্ট বা ১৩শ ও ১৪শ বর্ষের (১৮৩০-৩১) কার্য্যবিবরণেও কমিটির সদস্য-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে। তাহার পর আর তাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে না।

আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তারিণীচরণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহা কলিকাতার ধর্ম্মসভা। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীনিবারণের আইন জারি করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে যাঁহারা গবর্মেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তারিণীচরণ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। এই দরখাস্তে কোন ফল না হওয়ায় কলিকাতার হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এক বিরাট্ সভা করিয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সমাজ গঠন করেন। "সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায়" রাখাই এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভা হইতে বিলাতে যে আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তারিণীচরণ মিত্র সেই আবেদন-পত্রের হিন্দী ও বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ জুলাই ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভার যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> গত ৪ শ্রাবণ [১২৩৭] রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল··· শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ

ভাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইঁহাকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।—'সমাচার দর্পণ', ৩১ জুলাই ১৮৩০।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তারিণীচরণ মিত্র কাশীরাজের দরবারে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় তিনি এই পদ লাভ করেন।* খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

* শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের সৌজন্যে আমি ১৮৩২-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশীতে তারিণীচরণকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি। এই সকল পত্রের কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"My dear Dada, I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 11th ultimo and am sorry to learn that you suffered much in your way from the inclemency of the weather. I am very glad to hear that the Rajah received you with great respect,...I received a letter from the Rajah, in which I am happy to inform you, he highly applauds your great talents." (13 Aug. 1832.)

"...exceedingly sorry to hear of the inattention of the Rajah towards you. Should you find his Durbar to be of no advantage to you, I would advise you to return to Calcutta, as I had the pleasure of sending you there for your own benefit,...

I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days." (17 Nov. 1832.)

"I am glad to learn that you are now doing the duty of the Moonsiff at Gopeegunge, and am anxious to know whether you receive your salary from the Rajah regularly every month, exclusive of that of your present office." (7 Aug. 1833.)

"I am exceedingly happy to learn that...the Rajah (to whom I beg to be remembered) has been pleased to permit you to stay and to discharge the functions of Commissioner at Benares." (18 May 1834.)

"...your letter of the 5th ultimo announcing the melancholy death of our much esteemed friend, the Rajah of Benares..." (12 May 1835.)

তারিণীচরণ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ; উর্দ্দু হিন্দী ত তিনি ভাল জানিতেনই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, আবার অনেক পুস্তক রচনায় সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অর্থানুকূল্যে অথবা কলেজে পঠনপাঠনের সুবিধার জন্যই রচিত হইয়াছিল। আমরা এখানে কেবল তারিণীচরণের বাংলা রচনা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

জন্ গিল্‌ক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুন্‌শীগণ ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ *The Oriental Fabulist* নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language, into Hindoostanee, Persian, Arabic, Brij B,hak,ha, Bongla, and Sunskrit, in the Roman Character, By Various Hands Under The Direction and Superintendence of John Gilchrist, For the Use of The College of Fort William. Calcutta, Printed At The Hurkaru Office. 1803.

এই পুস্তকের বাংলা, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অংশ তারিণীচরণ-কৃত। এই অনুবাদে—বিশেষতঃ বাংলা অনুবাদে—তারিণীচরণের কৃতিত্ব কিরূপ, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থের ভূমিকায় গিল্‌ক্রাইস্ট লিখিতেছেন :—

> The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :
>
> Tarnee Churun Mitr, Bungla, Persian & Hindoostanee.
> Meer Buhadoor Ulee, Persian and Hindoostanee.
> Meer Sher Ulee Ufsos, Persian and Hindoostanee.

Muoluwee Umanut Oollah, Arabic and Persian.
Sudul Misr, Sunskrit.
Sree Lal Kub, B,hak,ha.
Ghoolam Ushruf, Persian.

It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR'S patient labour and considerable proficiency in the English tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in the Bungla Version, especially when published, as I intend, in the proper character of that useful dialect; a design, that if duly encouraged, I may, as already hinted, extend to all the rest. (Pp. xxiv-xxv.)

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রূপে রচিত হইয়াছিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হয়। কলেজ-কমিটির ২৭ জুন ১৮০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Resolved that the sum of one thousand Rupees...be subscribed to the Oriental Fabulist and Hindee Moral Preceptor, the two works now published by Mr. Gilchrist.

Resolved that Mr. Gilchrist be required to deliver to the College only twenty copies of each of the respective works mentioned in the foregoing resolutions.—Home Dept. Mis. No. 559, pp. 256-57.

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৫ম পুস্তকে ইহার বাংলা অংশ বাংলা হরফে প্রকাশিত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন :—

একবিংশতি কথা কেন্দুয়া ও পর্বতী কুকুরের।

এক নেকড়িয়া ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সামর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকড়িয়া অত্যন্ত দুর্বলত্বপ্রযুক্ত হিংসা

করিতে অশক্ত হইয়া, এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ করি; পরে অন্য অন্য শিষ্টাচারের মধ্যে সে বড় শিষ্টরূপে তাহার রূপের প্রশংসা করিলেক। কুকুর কহিলেক, অবশ্য, কেন এমন না হইব, প্রকৃত আমি সচ্ছন্দে থাকি; তুমিও যদি আমার মতাবলম্বী হও, তবে ত্বরা একেবারে এমনি ভাল দশায় পড়। কেন্দুয়া তাহার এ কথায় মন দিলেক, এবং জিজ্ঞাসা করিলেক যে এমন যথেষ্ট ভক্ষ্য উপার্জন করিতে আমাকে কি করিতে হইবেক। কুকুর উত্তর দিলেক, যে অত্যল্প কর্ম; কেবল ভিখারিরদিগকে তাড়াইয়ো, আমার প্রভুর সহিত সোয়াগ করিয়ো, আর তাহাঁর পরিজনের নিকট শিষ্ট থাকিয়ো। এই সকল কথায় ক্ষুধার্ত নেকড়িয়া কিছু আপত্তি করিলেক না; এবং বড় আগ্র হইয়া সম্মত হইল যে নূতন বন্ধু আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেক সেইখানে তাহার সঙ্গে যাইব। তাহারা যখন দুইজনে স্ফালন করিয়া যাইতেছিল, নেকড়িয়া দেখিলেক যে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিগের রোয়াঁ মণ্ডলাকার উঠিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল, এবং কারণ জিজ্ঞাসিলেক। কুকুর উত্তর দিলেক, কিছু নহে, কিম্বা কিছু হেতু হইবেক, বুঝি পাটার চিহ্ন যাহাতে কখন. কখন শিকলি বান্ধা যায়। কেন্দুয়া বড় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেক. হরি হরি শিকলি! তবে বুঝা গেল যে সময়ে এবং যে স্থানে তুমি বেড়াইতে চাহ তাহাতে তোমাকে অনুমতি নাহিঁ। কুকুর মাথা হেট করিয়া কহিলেক, সর্বদা নহে; কিন্তু ইহাতে কি দোষ? নেকড়িয়া বলিলেক, ইহাতে এই দোষ যে তোমার ভোজনে আমি কোন অংশের বাসনা করিব না; আমার বিবেচনায় স্বাধীনতার সহিত অর্দ্ধগ্রাস পরাধীনতার সহিত সম্পূর্ণ গ্রাস অপেক্ষা ভাল।

ফল, স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল। (পৃ. ১১৭-১৮)

একত্রিংশতি কথা খেঁকশিয়াল ও ছাগলের।

এক খেঁকশিয়াল ও ছাগল একত্রে অতি গ্রীষ্ম দিনে ভ্রমণ করিতে করিতে, অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইল; তখন কোথা এমন স্থান পাইবেক যেখানে জল থাকে, এজন্যে গ্রামের চারি দিগ দেখিতে লাগিল, পরে এক কূপের মধ্যে পরিষ্কৃত জল দেখিলেক। তাহারা দুই জনে বড় ইচ্ছাপূর্বক তাহাতে নাবিল, এবং যথেষ্টরূপে আপন আপন পিপাসা নিবির্তি করিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল যে কেমন করিয়া বাহির হইব। অনেক উপায় উভয়ে ঠাওরিলেক আর খণ্ডিলেক। শেষে ধূর্ত খেঁকশিয়াল বড়ই আহ্লাদে ডাকিয়া উঠিল, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এক যুক্তি উপস্থিত হইল, তাহাতেই আমার হৃদবোধ হয় যে আমারদিগ্‌কে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবেক: ছাগলকে কহিলেক, তাহাই কর, কেবল আপন পিছলী পায় দাঁড়াও, আর আগলী পা কূপের ধারে রাখ। এইরূপে আমি তোমার মাথার উপর চড়িব, আর সেইখান হইতে, এক লাফে উপরে যাইতে পারিব: যখন আমি ওখানে পঁহুছিলাম, তুমি জান তখন আমি অনায়াসে তোমার শিং ধরিয়া টানিয়া তুলিতে পারিব। বোকা ছাগল এ কথা বিলক্ষণ গ্রাহ্য করিলেক, এবং যে মত কহিয়াছিল তৎক্ষণাৎ সেই মত করিলেক: এই উপলক্ষে খেঁকশিয়াল, অক্লেশে উপরে গেল। ছাগল কহিলেক তুমি যে সাহায্য বলিয়াছিলে তাহা কর। শৃগাল উত্তর দিলেক, ওরে বুড়া নির্বোধ, তোর বুদ্ধি যদি তোর দাড়ির মত অর্ধেক হইত, তবে তুই কখন এমন প্রত্যয় করিতিস না, যে তোর প্রাণ রক্ষা করিতে আমি আপন প্রাণকে সঙ্কটে ফেলিব। কিন্তু তোকে এক নীতি কহি, যদি তুই শুভাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিস, তবে তাহা পশ্চাতে তোর কাজে আসিবেক: "কূপে হইতে কেমনে বাহির হইবে ইহা যাবৎ না বিলক্ষণ বিবেচনা না করহ, তাহার পূর্বে কদাচ তাহার ভিতর যাইতে অসংসাহসী করিও না।"

ফল যখন আমরা কোন বিষম দায়ে পড়ি, তখন এই উচিত যে প্রতিবাসীর সহায়তা অপেক্ষা আপন শক্তির উপর অধিক নির্ভর করি। (পৃ. ১৭৪-৭৫)

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় কোন কোন পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'নীতিকথা' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; ঐ বৎসরেই ইহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।* 'নীতিকথা'র আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

নীতিকথা পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল C. S. B. S. কলিকাতা শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস।

---

* 1. A collection of Fables, 31 in all, have been translated into Bengalee, from the English and Arabic, by Baboos Tarinee Churun Mitr, Radhacant Deb, and Ram Comul Sen. These have been highly and universally approved, and found to constitute an excellent reading book. An edition of the first portion, amounting to 500 copies, having been distributed, another to double the extent was printed some months ago, together with 1,500 copies of a second portion. This additional supply is now nearly exhausted, which has induced your Committee to order a new edition of 4,000 copies of the whole with new matter,... (The First Report of the Calcutta School Book Society, 1818, p. 4.)

2. The third edition, to the extent of 4000 copies, of the *Fables* translated into *Bengalee*, by Baboos Tarinee Churun Mitr, and Radhacant Deb, and Ram Comol Sen, members of your Committee, and mentioned as ordered in the last year's Report, was soon after received from the press. This collection is commonly known by its Bengalee title of *Neeti Cotha*, (that is, moral instruction,) *Part 1st*. (The Second Report of the Calcutta School Book Society's Procdgs. Second Year 1818-19, p. 3.)

রচনারীতির নিদর্শন-স্বরূপ 'নীতিকথা' হইতে একটি নীতিকথা উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

১২ নীতিকথা

সিংহ ও বলদ

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমাব বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমাব গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক যখন বলদ সিংহের আলয়ে গেল দেখিলেক যে সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড়২ হাঁড়া প্রস্তুত কবিয়া রাখিয়াছে বলদ ইহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিল সিংহ কহিলেক তুমি এখানে আসিয়া কেন যাও বলদ উত্তর দিলেক যে আমি তোমার মনস্থ জানিলাম ভেড়ার ছার নিমিত্তে এতাবৎ ঘটা নহে তাহা হইতে বড় কোন ব্যক্তির জন্যে আয়োজন করিয়াছ ॥

ইহার আভাষ এই

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে যে শত্রুর কথা সত্য জানে ও তাহার সহিত প্রীতি করে ॥ (পৃ. ১০-১১)

তারিণীচরণ উর্দ্দু ভাষায় 'নীতিকথা' অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'নীতিকথা' দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলন করেন—মে, হার্লি ও পীয়ার্সন; তারিণীচরণ ইহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।*

* The Second Report of the Calcutta School Book Society's Procdgs. Second Year 1818-19, pp. 11-12.

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণের কোনরূপ পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই, কেরীর অধীনে তিনি এই বিভাগে প্রবেশ করেন।

চণ্ডীচরণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁহার 'তোতা ইতিহাসে'র জন্য। ইহা কাদির বখ্‌শ-প্রণীত ফার্সী 'তুতিনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ জানুয়ারি ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরী লিখিয়াছিলেন :—

> Sir,......
>
> Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.
>
> W. Carey.
>
> AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহা বহুল-প্রচারিত পুস্তক। লণ্ডন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণ 'তোতা ইতিহাসে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ ; ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।— বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৫ ।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ ষোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে২ তোতাব অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারিজন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়া ছিল? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু ধনবান ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জনে আপন২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মণি যে স্থানে

পড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিলে যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুদিয়া রূপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপালহইতে রূপা বাহির হইয়াছে অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণহইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই অতএব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ

আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অতএব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।—(পৃ. ১০৭-১০)

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরী লিখিয়াছিলেন:—

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishn nagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
W. Carey.

College
5th October 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the Translation of the Toote namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.*

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। তবে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা এবং 'তোতা ইতিহাস' যে "Ready for the Press" ছিল কলেজের নথিপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। †

২৬ নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর মৃত্যু হয়। পর-বৎসরের ২৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Chundee Churn a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26 November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him. (Home Mis. No. 560, p. 554.)

* Home Mis. No. 559, pp. 384-85.

† See also *Primitiæ Orientales*, iii. XXXIV.

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত আছে, তিনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন ("descended from the family of the Rajah")।

রাজীবলোচন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার রচনা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, এই পুস্তকের ২০-২৯ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে এক শত টাকা পুরস্কার দিতে এবং পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন।

রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই।* কিন্তু কেরীর একখানি জীবন-চরিতে লিখিত হইয়াছে—"Rajib Lochan served throughout Carey's twenty-nine years ··" এই পুস্তকে তথ্যঘটিত

* **Roebuck**: *Annals of the College of Fort William.* **App. pp. 49-50.**

অনেক ভুল আমাদের চোখে পড়িয়াছে। যদি উপরের উক্তিটি ভুল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাজীবলোচন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তই কোন-না-কোন ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন।*

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' মুদ্রিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২০। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।— শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং।—

কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৫।

অনেকে ভুল করিয়া ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল "১৮০১" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে ইহা একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহা ছাড়া লং সাহেবের আদেশানুসারে গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে ১৭৮০ শকে প্রকাশিত একটি সংস্করণও আছে। শেষোক্ত সংস্করণের পুস্তকের অনেক স্থানে ভাষার বিন্যাস বিপর্য্যয় ইত্যাদি যে-সকল দোষ ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংশোধন করিয়া দেন। ১৩৪৩ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস গ্রন্থকারের জীবনীসহ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সযত্নে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

---

* S. Pearce Carey: *William Carey*, (8th ed.), p. 227.

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

> পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মুরসিদাবাদের যাবদীয় সংবাদ বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল তিনি সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির করহ রাজধানীতে যাইব কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম২ মন্ত্রী লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক ভাল আছ রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক২ নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন। এ দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ইহারদিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী অতিদুরন্ত কারু বাক্য শুনে না দিন২

দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন২ কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন অদ্য বাসায় যাউন আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনকাকে ডাকাইব সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় আসিলেন পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উষ্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক২ রূপ কহিতে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিবা তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমন২ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করিব এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সাক্ষাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে২ পরামর্শ কহেন তাহাই

শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মনুষ্য আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন আমারদিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি জবন ইহার দৌরাত্ম্যক্রমে আপনারা ব্যস্ত হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খাঁ সাহেব ইনিও জাতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইহাঁর প্রকৃতি অতিউত্তম আপনি ইহাঁকে সন্দেহ করিবেন না পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন কবিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহাঁর সর্ব্বদা পরানিষ্ঠ চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না আমি একারণ অনেক২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আত্ম২ জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন

কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।

এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই২ সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধাম্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাঁহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালীঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে২ কালীপূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে২ কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন।

এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবিলেন কলিকাতায় অনেক২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। (পৃ. ৬৩-৭১)

দেখ অতিপূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন এক দিবস দণ্ডী রাজা মৃগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন ইতিমধ্যে এক অশ্বিনী দেখিলেন অত্যন্ত চঞ্চলগতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অশ্বিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্মরাজ্যে আসিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্যা হয় ইহাতে দণ্ডী বাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল এইরূপে কিছু কাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ তখন সেই কন্যা কহিলেন আমি স্বর্গের নর্ত্তকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতেছি অন্যমনস্কা হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উষ্মা করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বনমধ্যে নৃত্য কর গিয়া। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম পরে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইবা। এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেক তার পর মুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছে সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে

আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পলাইয়া অনেক২ স্থানে গমন করিলেন পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ইহারদিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন ভীম আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীসহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন এই সম্বাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক কৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নহে ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ এই সম্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন পশ্চাৎ ভীম আত্মসহোদরেরদিগকে সম্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শুনিয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসিলা ভীমার্জুন কহিলেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্ম্মজ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম এইরূপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থানে গমন করিলেক।—(পৃ. ৮৬-৯০)

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।* কিন্তু ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠে জানা যায়, রামকিশোর তখনও সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে মাসিক ৪০৲ বেতনে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন ;† এই পদ অস্থায়ী ছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্র হইতে রামকিশোরের মৃত্যুসংবাদ জানা যায়।‡

রামকিশোর সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; তাঁহার 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনরীরা নিজেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> ...They printed also the Hitopudesha : the work was translated however, by the late Raj [Ram ?]-Kishora Tarka Choora-monee.—*The Friend of India* (Quarterly Series), vol. II, No. viii, p. 566.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ :—

> FABLES. হিতোপদেশ by Ramukishoru Turkalunkaru, 8 vo. 1808.§

রামকিশোরের 'হিতোপদেশ' আমি এখনও কোথাও দেখি নাই

* Roebuck : *The Annals of the College of Fort William* (1819), App. p. 50.

† Home Miscellaneous No. 559, p. 444. (Imperial Records)

‡ Home Mis. No. 565, p. 569.

§ Roebuck : *The Annals of the College of Fort William*, App. No. II, p. 29.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেও যে তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রোবাকের গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র তাঁহার 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১২৬২ সাল) পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

> তৎকালে কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানিলোকের মান রক্ষা হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল, অপিচ যে সমস্ত অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কাল যাপন করিতে হইত, সুতরাং সেইসমস্ত লোক আপন২ মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তে অন্য উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইত। কলিকাতায় ইন্সলবেণ্ট কোর্ট, (Insolvent Court,) স্থাপিত হইলে পরে ঐ সমস্ত যোত্রহীন অধমর্ণগণ কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছে,...(পৃ. ৯৪)
>
> শ্রীরামপুরে শ্রীযুত হলেনবর্গ সাহেব বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছিলেন, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতা-হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (পৃ. ৯৫)

হলেনবর্গ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের গবর্ণর হন এবং ১১ মে ১৮৩৩ তারিখে মারা যান। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই যে মোহনপ্রসাদ শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

A Vocabulary, Bengalee and English, for the use of Students. *By Mohunpersaud Takoor*, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta: Printed by Thomas Hubbard, At the Hindoostanee Press. 1810.

ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২০০+Errata ২ এই অভিধান হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Of God.

ঈশ্বর	Eeshwor,	God.
ঈশ্বরত্ব	Eeshworotwo,	Godhead.
যিশু খ্রীষ্ট	Yeeshoo khreest,	Jesus Christ.
ধর্ম্মাত্মা	Dhormatma,	Holy Ghost.
সৃষ্টিকর্ত্তা	Sristi Korta,	Creator.
বিশ্বম্ভর	Bishwombhoro,	Providence.
সর্ব্বসমর্থ	Shorbo shomortho,	Omnipotent.
সর্ব্বব্যাপী	Shorbo byapee,	Omnipresent.
সর্ব্বজ্ঞ	Shorboggeeon,	Omniscient.
নিত্যতা	Nityota,	Eternity.

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনপ্রসাদ একখানি ওড়িয়া-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করেন। রোবাকের গ্রন্থে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের আনুকূল্যে যে-সকল গ্রন্থ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮১০ তারিখের পরে প্রকাশিত হয় তাহার তালিকায় প্রকাশ :—

10. An Ooriya and English Vocabulary. By Mohun Prusad Thakoor, Native Librarian to the College, and Author of a Bengalee and English Vocabulary, already published. The

Ooriya Language is the vernacular dialect of the Province of Orissa; and as no Dictionary, or Vocabulary, of it has been yet printed, the present work will be of considerable utility. The compiler is well qualified for his undertaking, being a good English Scholar; besides his knowledge of several other languages, Asiatic and European.*

এই অভিধানখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

A Choice Selection of the most amusing Tales from the Persian, with The Rules of Life, compiled from Gladwin's Persian Classicks, To which is added, A Dictionary, comprising All the words contained in the Tales and Rules, with their interpretations in Bengalee By MOHUNPERSAUD TAKOOR, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta: Printed at the Times Press 1816.

ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা এইরূপ :—

আখ্যা-পত্র ও বিষয়-সূচী	...	১-৮
Persian Tales	...	৯-৬২
Rules of Conduct in Life	...	৬৩-৭৪
Dictionary	...	৭৫-১২৬

এই পুস্তকের এক খণ্ড উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে।

* Roebuck: *The Annals of the College of Fort William*, p. 288.

হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার নিবাস ছিল কাঁচরাপাড়া।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে অর্পণ করেন। কেরী ২২ মার্চ ১৮১৫ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Huru Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sunskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies... †

কলেজ-কাউন্সিল প্রতি খণ্ড ১০৲ হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন (৩০ মার্চ ১৮১৫)।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃতবাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা।—শ্রীহরপ্রসাদরায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮১৫।

---

* Rev. James Long : *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*...(1855), p. 47.

† Imperial Records : *Home Miscellaneous No. 563*, p. 343.

'পুরুষপরীক্ষা'র আরও কতকগুলি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় 'পুরুষপরীক্ষা'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন; কিন্তু পুস্তকের আখ্যা-পত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রন্থকার-হিসাবে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম মুদ্রিত হইয়াছে!

পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভূমিকায় প্রকাশ :—

> অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেবদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।—
>
> ···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুযাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুযার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুযাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ইতি নিস্পৃহকথা।
>
> জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব

থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন-রহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরেতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোক গত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামি বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগেব চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্ত্তৃহরি সর্ব্বদা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্ত্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে ভর্ত্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করহ। রাজা ভর্ত্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন হে জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও কল্প পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গনা কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনারহিত হইয়াছি আমার বাঞ্ছামাত্র নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। (পৃ. ২৬৮-৭২)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননও কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৩ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত —এগার বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'পদার্থকৌমুদী' পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া গ্রন্থ-মুদ্রণে আনুকূল্য করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজেব পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসাবে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল-সহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অল্পায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০্ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক 'পদার্থকৌমুদী' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। "শিমুল্যা-নিবাসী" কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০্ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮২৭ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন:—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ:—

> **He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment...his name was registered in the Council's list for employment...**

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেক্রেটরী রসময় দত্ত এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষদ্‌ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।* এই সময় তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে

* কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ বিবরণ আছে:—

Pundit of the College of Fort William from 1813 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826. Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831.—Annual Return...dated 1 May 1847.

শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন :—

> I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanan the Librarian expired.

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১ মে ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথের বয়স ছিল "৬৩"।

তাঁহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। **পদার্থকৌমুদী।** ইং ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

A System of Logic; written in Sunscrit by The Venerable Sage Boodh, and explained in a Sunscrit commentary by The Very Learned Viswonath Turkaluncar, Translated into Bengalee By Kashee Nath Turkopunchanun. মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন**; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। **গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী।** স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। C. S. B. S. Calcutta: Printed for the Calcutta School-Book Society, At the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821.

আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদ।

আরিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড় দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ সারসংগ্রহ।

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ শালের চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল।

রচনার নিদর্শন :—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের

করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ। সেই শাব্দের করণ যে পদ জ্ঞান তাহার নাম শব্দ প্রমাণ। (পৃ. ৩৭-৩৮)

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী।** ইং ১৮২২। পৃ. ১৮৯+৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।—শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁর হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগদ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান। গ্রন্থনাম **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী।** শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকাদির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২২৯ শাল।

ইহার রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময়

স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ. ১০০-১০১)

৩। **পাষণ্ডপীড়ন।** ইং ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

শ্রীশ্রীদুর্গা।—জয়তি।—(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর) A Reply, Entitled "A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS" কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE OF A PUNDIT, *By a Person, wishing to defend and disseminate Religious principles.* FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN. সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। [Printed at] the Sumachara Chundrica Press. CALCUTTA, 1823. কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ।

'পাষণ্ডপীড়ন' রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক প্রকাশ

করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> আর যদি এক ব্যক্তি বহু কাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পাষণ্ডপীড়ন' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ···নগরান্তবাসি মহাশয়কে যবন স্পর্শ করিয়া থাক বলিয়া কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, যদি কেহ করেন, সেও অনুচিত, যেহেতু অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয়। পাপাত্মার শত২ পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কি জানি, কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু অনেকেই যবনান্নভোক্তা বলিয়া মহাপুরুষকে নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, বহু জনের বাক্য প্রায়ঃ অমূল হয় না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।
>
> যে ব্যক্তি বাল্য অবধি অহোরাত্র যবনমাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় একাসনে সহবাস ও অন্য২ তাবদ্ব্যবহার করিতেছেন, তেঁহ সুতরাং

আত্মবন্মন্তে জগৎ ইহার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিকেও যবনজ্ঞান করিতে পাবেন, সে যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ যবনজ্ঞানে পরমাপ্যায়িত হইলাম, বুঝিলাম যে ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানিপণ্ডিতাভিমানীর বহু কালে বহু পরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল, ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই যবনজ্ঞান হইবেক,…(পৃ. ২৮-২৯)

…ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপর্য্য যে, ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি ? কি দুঃসাহস, ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের অনুসারে অতি সুগম কর্ম্মকাণ্ডে অশক্ত হইয়া অতি দুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্তি করিতেছেন, যেমন একজন সামান্য পশুরক্ষণে অসমর্থ হইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার যে দুর্গতিশ্রবণ আছে, তাঁহারদিগেরো বুঝি সেই দুর্গতি হইবেক। কি আশ্চর্য্য, সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমুষলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহুজন্মাৰ্জ্জিত সুকৃতপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উজ্জ্বল করে। (পৃ. ১০০-১০১)

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিতেন না, কিন্তু তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' "সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা" প্রসঙ্গে 'পাষণ্ডপীড়নে'র ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। সাধু সন্তোষিণী।

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরি লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন ঃ—

In 1826, the *Sadhu Santoshini* to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue...*, p. 56).

এই পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

৫। শ্যামাসন্তোষণ।

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৬ শক (=১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) এইরূপে দেওয়া আছে ঃ—

রসশরমুনিচন্দ্রে রক্ষিতেঽস্মিন্ শকাব্দে
গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে শুভাহে।
স্তুতিরিয়মতিসাধ্বী সম্মুখাম্ভোজজাতা
ভবতু চিরমবন্ত্যাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী কালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদসমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে :—

> ...শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা...। (পৃ. ৩৮৫)
>
> বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন,...। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল ১৬ ও ১৮ নং ॥০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (২য় সংস্করণ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (২য় সংস্করণ) ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন (২য় সংস্করণ) ঐ
৬। রামরাম বসু (২য় সংস্করণ) ঐ
৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (২য় সংস্করণ) ঐ
৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (২য় সংস্করণ) ঐ
৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ,
হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী (২য় সংস্করণ) ঐ
১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (২য় সংস্করণ) ঐ
১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন,
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (২য় সংস্করণ) ঐ
১২। অক্ষয়কুমার দত্ত ... (২য় সংস্করণ) ঐ
১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার,
মদনমোহন তর্কালঙ্কার (২য় সংস্করণ) ঐ
১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত (২য় সংস্করণ) ঐ
১৫। উইলিয়ম কেরী (২য় সংস্করণ) শ্রীসজনীকান্ত দাস
১৬। রামমোহন রায় (২য় সংস্করণ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন,
ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার ঐ
১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ
১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র ঐ
২০। রাধাকান্ত দেব শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
২১। দীনবন্ধু মিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২·২—১২।১।১৯৪৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে শিল্পী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে যিনি খ্যাতিলাভ করেন নাই অথচ পরোক্ষভাবে যাঁহার দান অতুলনীয়, সেই পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের সহিত আধুনিক যুগের সাহিত্যসেবীদের পরিচয় সাধন করিবার প্রয়াসে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই ভাবে আপনাকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে সে যুগের আর কোনও পণ্ডিতকেই আমরা দেখি না। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যে 'সমাচার দর্পণ' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্দ্ধ হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধনে সহায় হইয়াছিল, জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামে তাহার সম্পাদক হইলেও প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপালই ছিলেন তাহার স্তম্ভ। এই সংবাদপত্র মারফৎ তিনিই ঋজু কঠিন বাংলা ভাষাকে নমনীয় করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অসাধারণ কীর্ত্তি—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কার সাধন। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শতাব্দীকালেরও ঊর্দ্ধকাল কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামাঙ্কিত যে দুইটি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হইয়াছে, তাহার মনোহারিণী ভাষা যে জয়গোপালের, এ কথা আজ আমরা কয় জন

জানি? জয়গোপাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই দুইটি ভাষা-মহাকাব্যের যে রূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি মিলাইয়া দেখিলেই জয়গোপালের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় আমরা পাইব। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হইয়া মাতৃভাষার জন্য তাঁহার এই বিপুল অধ্যবসায় আজ সমগ্র বাঙালী জাতিকে জয়গোপালের নিকট ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি ধীরে ধীরে ঘুচিতেছে; সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার সময় আসিয়াছে।

বংশ-পরিচয়

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়ঃ—

> কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র,—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও হেরম্ব এই সাত পুত্র…। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন।… সদাশিব তর্করত্নের পুত্র মাধব সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র হলধর ন্যায়রত্ন ও মথুরানাথ।…জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পুত্র তারক বিদ্যানিধি। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং এক কন্যা সুশারময়ী (স্বামী অক্ষয় মৈত্র)।—নগেন্দ্রনাথ বসুঃ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ) ১৩৩৪, পৃ. ২১৯-২০।

কৰ্ম্ম-জীবন

জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র* হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—

> শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার...কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন...।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে জয়গোপাল মাসিক ৬০৲ বেতনে ইহার সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজের কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> যখন তিনি [বিদ্যাসাগর] সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন।

---

* Annual Return...dated 1 May 1845. ইহাতে জয়গোপালের বয়ঃক্রম "৭৩ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল;···জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে ত্বে ত্বয়ি।

তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েক জন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরাম দাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২২৩-২৫।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—

১। **শিক্ষাসার।**

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ. ৭২) আছে; তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ:—

শিক্ষাসার। অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনপঞ্জিকা ও শুভঙ্কর-কৃতা আর্য্যা। বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল। সন ১৮১৮।—

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গুরুদক্ষিণা।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত যেই জন
পূজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি॥

২। **বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ**। ইং ১৮১৭। পৃ. ৫২।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"কলিকাতাতে ছাপা হইল॥ ১২৪৪"। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিত গ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি॥
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার॥

রচনার নিদর্শন :—

কনককমলমালঃ কেশিকংসাদিকালঃ
সমরভুবি করালঃ প্রেমবাপীমরালঃ।
অখিলভুবনপালঃ পুণ্যবল্লীপ্রবাল-
স্তব ভবতু বিভূত্যৈ নন্দগোপালবালঃ ॥ ২ ॥

গলে দোলে কনককমল দিব্য মাল।
কেশিকংসচানুর প্রভৃতি দৈত্যকাল ॥
সমরে ভীষণ অতি প্রেমনদীহংস।
সমস্ত জগৎপতি মুবলীবতংস ॥
পুণ্যরূপ লতার সে নূতন পল্লব।
শ্রীনন্দনন্দন তব করুন বিভব ॥ ২ ॥

উপাসতাং ব্রহ্মবিদঃ পুরাণাঃ
সনাতনং ব্রহ্মনিবদ্ধচিত্তাঃ।
বয়ং যশোদাসুতবালকেলি-
কথাসুধাসিন্ধুষু মজ্জয়ামঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরাতন যত মুনিগণ।
একচিত্তে নিত্য ব্রহ্ম করুন ভজন ॥
আমরা যশোদাপুত্রবাল্যলীলাকথা।
সুধার সাগরে মন মজাই সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

উদূখলং বা যমিনাং মনো বা ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুট্মলম্বা।
মুরারিনাম্নঃ কলভস্য বিষ্ণোরালানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে ॥ ৯ ॥

শিশুকালে উদূখলে বান্ধিল যশোদা।
ভক্তজনহৃদয়েতে বান্ধা কৃষ্ণ সদা ॥

ব্রজবালাস্তন আর বন্ধনের স্থান।
এই তিন মাত্র হরিকরীর আলান ॥ ৯ ॥

মধুরৈকরসং পদং বিভোর্মথুরাবীথিচরং ভজামহে।
নগরীমৃগশাবলোচনানয়নেন্দীবরবর্ষধর্ষিতং ॥ ৫৯ ॥

মধুর রসের সার শ্রীকৃষ্ণচরণ।
মথুরাগমনকালে ভজি অনুক্ষণ ॥
গোপিকানয়নরম্যপঙ্কজগলিত।
অশ্রুতে পিচ্ছল পথে যে পদ স্খলিত ॥ ৫৯ ॥

৩। **পত্রের ধারা।** ইং ১৮২১। পৃ. ৫৬।

পত্রের ধারা। অর্থাৎ পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি যাহা বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। সন ১৮২১ শাল।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া

মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা

থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ. ৯।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি ; এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সারসংগ্রহ।"

৪। **চণ্ডী।** ইং ১৮১৯ (?)

৩ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

জয়গোপাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে।

৫। **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ।** কৃত্তিবাসঃকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। ১ম—৭ম কাণ্ড। ইং ১৮৩০-৩৪।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও

> শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণাশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে…(৩০ মে ১৮২৯)
>
> এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রচলিত পুথির অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল। জয়গোপাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ইহা শ্রীরামপুর মিশন হইতে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। একই কাব্যাংশের আদি রূপ ও সংস্কৃত রূপ দেখিলে জয়গোপালের কৃতিত্ব আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা নিম্নে একই অংশের দুই পাঠ দিলাম :—

আদি রূপ :—

তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী
জীবনে নাহি তোর ভয়
দশরথ মহা রাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম তাহার তনয়।
যাহার ধনুক টান ত্রিভুবনে কম্পবান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালি রাজা
তার সনে তোর পাঠান্তর।
সুগ্রীবের বিক্রম যত তাহাবা কহিব কত
সে সকল হইব বিদিত

তোরে এক নাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আমি আইলাম তোমার গোচর
শ্রীরাম সাগর পার তোর নাহিক নিস্তার
জমদ্বার নিকট যে তোর।
(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫)

জয়গোপালের সংস্কৃত রূপ :—

তুই ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয় ॥
যাহার দুর্জয় বাণ ভয়ে বিশ্ব কম্পবান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালি রাজা
তার সনে তোর পাঠান্তর ॥
সুগ্রীবের বল যত তাহা বা কহিব কত
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক নাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত ॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার নাহিক নিস্তার আর
নিকটে যে তোর যমদ্বার ॥
(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৩৬)

৬। **মহাভারত।** ইং ১৮৩৬। পৃ. ৪২৪।

The MUHABHARUT : Translated into Bengalee Verse By KASEE DASS ; and Revised and collated with various manuscripts, By Joy Gopal Turkulunkar, of the Government Sungskrit College, Calcutta, in two volumes. Vol. I. Printed at the Serampore Press. 1836.

মহাভারত। আদি সভা বন পর্ব্ব। গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য রচিত। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সংশোধিত হইল। দুই বালম। তন্মধ্যে প্রথম বালম। শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা কলিকাতার লালগির্জার ছাপাখানায় ডিরোজারু সাহেবের দ্বারা বিক্রেয়। ১৮৩৬।

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।… কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদর-প্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধ-সেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

জয়গোপালের সংশোধিত মহাভারতই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত। আমরা জয়গোপাল-কৃত সংস্করণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ করে লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে ॥
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥

(আদি পর্ব্ব, পৃ. ১৩৩)

তুমি দেব নারায়ণ সভার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সভাকারে কর চক্রপাণি ॥

তোমা হৈতে আইসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সভাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনা॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণির ঘটে করহ বিহার॥
তুমি যে করিবা দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময়॥
সেই কাল আপনি হইলা নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ॥

(স্ত্রী পর্ব্ব, পৃ. ৩১৬)

৭। **পারসীক অভিধান।** ইং ১৮৩৮। পৃ. ৮৪।

পারসীক অভিধান অর্থাৎ পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। সন ১২৪৫ সাল।

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্য-ভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারত-বর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্ব্বত্র সমাদর

হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুকায়িতা হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী করিয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক ক্বচিৎ আরবীয় শব্দও আছে···।

৮। **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮।

২৫ আগস্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে...। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

মৃত্যু

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে যে কয় জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মদনমোহনের স্থান তাঁহাদের মধ্যে প্রায় পুরোভাগে ছিল। কিন্তু বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাঁহার কবি-সম্মান নিজেই বর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাংলা দেশও এক জন সত্যকার কবিকে হারাইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভার যেটুকু পরিচয় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়া আজ আমরা আক্ষেপ মাত্র করিতে পারি। যে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতার প্রভাবেই এক দিন বাংলা দেশের শিশুসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা আজিও শিশুরা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহা মদনমোহনেরই রচনা। 'শিশুশিক্ষা'য় তাঁহার দান কোন দিন অস্বীকৃত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের সহিত মদনমোহনের কৃতিত্ব বহু স্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনী-আলোচনায় আমরা 'বাসবদত্তা'র কবি মদনমোহনকে বারংবার স্মরণ করিতেছি। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে যে কয় জন ব্রতী হইয়াছিলেন, মদনমোহন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তিনি শেষ-জীবনে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাঁহার প্রথম জীবনের কীর্ত্তি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

বাল্যজীবন

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে* নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিল্লগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়।

"সংস্কৃত কালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে" মদনমোহনের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয়...সংস্কৃত-কালেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তৎকালে বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর [জুন ?] মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন।...তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়ের কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইঁহাদিগের দুই জন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন।...তিন বৎসরকাল ব্যাকরণ শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিলেন।...তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।...দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া উভয় বন্ধুই অলঙ্কার শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। সুধীবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন।...

---

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে দেখিতেছি, ২৭ আগষ্ট ১৮৪৭ তারিখে মদনমোহনের বয়স ছিল "৩১"; ৩ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে বয়স ছিল "৩২"। এই বয়সের হিসাব মদনমোহনেরই দেওয়া।

অলঙ্কার শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর কিছুদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করেন। জ্যোতিষের পর কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্মৃতি শ্রেণীতে স্মৃতি পাঠারম্ভ করেন।...

স্মৃতি শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় বৎসরের শেষে স্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন।...তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।* এই পরীক্ষার পর ১৮৪২ খৃঃঅব্দে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন।†

চাকুরী-জীবন

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, মদনমোহন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুই মাস কাল হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হন। খুব সম্ভব তাঁহারই স্থলে বাংলা পাঠশালায় মদনমোহন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* বিদ্যাসাগর ২২ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিয়া পর-মাসে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। মদনমোহন হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন—৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে; শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

† যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ): 'কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা' (সংবৎ ১৯২৮), পৃ. ১-৭।

বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়

মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৭) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার পরে মদনমোহন এক বৎসর বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মদনমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

তৎপরে মদনমোহন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাঁহার স্থলে ৯০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই ৯০৲ বেতনের পদটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়ে ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক; কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহনকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগ-কাল—২৭ জুন ১৮৪৬।

চারি বৎসর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত

করিবার পদ মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া মদনমোহন মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ইনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন) জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া মদনমোহন কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে কলেরা রোগে কান্দীতে মদনমোহনের মৃত্যু হয়।

তর্কালঙ্কার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। জীবনে তিনি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ১২৬০ সালে মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে,

তাঁহার এবং গঙ্গাচরণ সেনের সবিশেষ যত্নে বহরমপুরে দাতব্য সমাজ স্থাপিত হয়।* অনাথ-আতুরদের সাহায্যদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জনহিতকর কার্য্য প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন:—

> কান্দী তর্কালঙ্কারের কীর্ত্তির চরমস্থান। কান্দীতে তিনি যৎকালে প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি আসিয়া এই সকলের প্রথম সৃষ্টি করেন। মুরশিদাবাদের ন্যায় কান্দীতেও একটী অনাথমন্দির সংস্থাপন করেন।···বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।··· তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ কবিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা। (পৃ. ২৪-২৫)

কীর্ত্তি-কথা

কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহনের উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন:—

> যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।—'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—বিবিধ, পৃ. ৬৭৫।

সেকালে সংস্কৃত যন্ত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই এখানে মুদ্রিত হইয়াছিল। "কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক

---

* 'সোমপ্রকাশ', ২৪ অক্টোবর ১৮৫৯।

দৃষ্টে পরিশোধিত” ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’ এই যন্ত্রে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’র মূল পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন ঃ—

> বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক [এপ্রিল ১৮৪৭] মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলের’ কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি ‘হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া’ ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা।’—‘পুরাতন প্রসঙ্গ’, ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৩৫।

বীটন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় ও মদনমোহন

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বীটন কলেজ) স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

> আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবার [৭ মে ১৮৪৯] হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন, বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে

বৈঠকখানা আছে উদ্যানমধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণদিগে দক্ষিণবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না,…বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন,… আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন,…।

প্রথম দিবস একবিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন,…বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে দক্ষিণবাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ৯০০০ সহস্র টাকামূল্যে মৃজাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐ ভূমি প্রদান করিয়াছেন।—'সম্বাদ ভাস্কর', ১০ মে ১৮৪৯, বৃহস্পতিবার।

…এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণ বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।… —'সম্বাদ ভাস্কর', ১২ মে ১৮৪৯।

…বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমত সদ্ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবকে এক খণ্ড ভূমি দান করেন তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। সেই ভূমির নিকটবর্ত্তি আর এক খণ্ড ভূমি ছিল কিয়ন্মাস গত হইল সাহেব তাহা স্বয়ং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রায় ১০০০০ টাকা কিন্তু ঐ দুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রান্ত ভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া স্থানান্তরে করা অভিমত হইয়াছে অতএব সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি থাকাতে সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উক্ত দুই খণ্ড ভূমির বিনিময়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিক্স্থ ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বালিকাদের অধ্যয়নার্থ এক সুশোভিভ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষাদায়িনী বিবির গৃহ নির্ম্মাণ হইবে তাহাতেও ১৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে অপর দৌবারিক প্রভৃতি ভৃত্যদিগের গৃহ এবং ভূমি বেষ্টক প্রাচীর করিতে হইবেক তাহাতেও পাঁচ ছয় সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব ঐ বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৬২০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভূমির পরিবর্ত্তে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক্স্থ ভূমি দান করিয়াছেন তাহার মূল্য ২২০০০ টাকা সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা ব্যয় হইবেক। বেথুন সাহেব স্বয়ং এই বিপুল অর্থ দান করিতেছেন তাহাতে কেবল দক্ষিণারঞ্জন বাবু ১২০০০ টাকার ভূমি দিয়া আমারদের দেশের মান যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন।—'সংবাদ সুধাংশু', ২৩ ভাদ্র ১২৫৭।

গত-পরশ্ব সায়াহ্নে স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইল শ্রীযুত ডেপুটী গবর্ণর স্যর জান লিট্‌লর মহোদয়ের অধিষ্ঠান হওয়াতে সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজকীয় কর্ম্মচারি ইউরোপীয় মহাশয়ের ও এতদ্দেশীয় বহু২ ধনি মানি

বিদ্বজ্জনের সমাগমে বিদ্যালয়ের অতিপ্রশস্ত ভূমিও অতি সংকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যে২ নিয়মে প্রাসাদ বা সাধারণ বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণারম্ভ হয় সেই সমুদয়ে নিয়ম সহিত মহামহা সমারোহ সহ স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইয়াছে।...এই বিদ্যালয়ের স্থাপন কাল স্মরণ নিমিত্ত লেডি লিটলর কর্ত্তৃক যে এক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রক্রিয়াও আমাদের দেশের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতে অতিশয় বিভিন্ন নয় ফলে বৃক্ষের তলে পুষ্পাদি অর্পণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন মন্ত্র পাঠও হইয়া থাকিবেক।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ৮ নবেম্বর ১৮৫০।

এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। প্রধানতঃ যে তিন জন কৃতী বঙ্গসন্তানের সাহায্যে এই বাধা দূরীভূত হয়, তাঁহারা আর কেহই নহেন,—রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে বীটনের হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা বেতনে প্রতি দিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং 'শিশুশিক্ষা' রচনা করিয়া তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন। ২৯ মার্চ ১৮৫০ তারিখে বীটন এই বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে গবর্ণর-জেনারেল ডালহাউসিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে মদনমোহনের সাহায্য সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য; তিনি লেখেন:—

The three Natives to whom I desire specially to record my gratitude for their assistance are Babu Ram Gopal Ghose, the well known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first Pupils, Baboo

Dukkina Runjin Mookerjea, a Zemindar, who was previously unknown to me, but who as soon as my design was published, introduced himself to me for the purpose of offering me the free gift of a site for the school, or five beegahs of land valued at 10,000 Rupees in the Native quarter of the town and Pundit Madun Mohun Turkalunkar, one of the pundits of Sanscrit College, who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali Books expressly for their use.

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে আন্দোলন

দেশে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয় মদনমোহন তাহার জন্য সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' মদনমোহন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। (পৃ. ৩৩)

আচার্য্য কৃষ্ণকমলও লিখিয়াছেন,—"তিনি [মদনমোহন] 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৪)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বা মদনমোহন কেহই 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্পাদন করেন নাই। পত্রিকাখানি ঠনঠনিয়ার সর্ব্বশুভকরী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৫০ (ভাদ্র ১২৫৭)। পত্রিকায় সম্পাদক-রূপে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে। কি সূত্রে ইহাতে বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা স্থান পাইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

> হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া, সর্ব্ব-শুভকরী নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, "আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বয়ং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে, কাগজের গৌরব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্ব্বক কাগজ দেখিবে।" উহাঁদের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন। পর মাসে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন।—'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৮৭-৮৮।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন, শকাব্দাঃ ১৭৭২) "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা একান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা মদনমোহনের রচনাটি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

স্ত্রীশিক্ষা।

এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা

স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদেযাগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি-বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয়

পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যত্তপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবিলম্বেই এই মহোপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনাদিগকে লোকসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল,

বিচক্ষণ উপদেশক যথানিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা ত ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশেব ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি

উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যুহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক মাত্রেরি বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরি নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে, হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কএকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রীলোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষজাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএক জন গ্রন্থকার ভিন্ন আর কাহারো নাম করিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির করিতে হইবেক যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত না। ফলতঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচলিত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন প্রাচীনকালীন পুরুষসাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালের কতকগুলি বিদ্যাবতী কামিনীর নাম প্রাপ্তি দ্বারা স্ত্রীলোক সাধারণেরও তৎকালে বিদ্যানুশীলনের ব্যবহার অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল স্থির করিতে হইবেক সন্দেহ নাই।

কিছু কাল হইল এ দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কিঞ্চিৎ স্থগিত হইয়াছে তাদৃশ প্রচরদ্রূপ নাই, ইহা আমরাও অস্বীকার করি না। ইহার কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবেক। এই দেশ যখন দুরন্ত যবন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্ব্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একবারেই লোপাপত্তি হইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অগ্নিষ্টোম দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে

পারিত না। বসন্তোৎসব, কৌমুদী মহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপন আপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা দান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরনিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি। অতএব এমত সুখের সময়ে সংসারসুখের নিদানভূত আপন আপন পুত্র কলত্র কন্যাদিগকে কি বিদ্যারসের আস্বাদে বঞ্চিত রাখা উচিত? আমরা, যেমন হউক সাধ্যানুসারে আপন আপন পুত্রসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছি। কন্যাদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া চিরকাল দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখিব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটীও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেরা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রাচীনব্যবহার ও শাস্ত্রবিধান দর্শাইলাম এইক্ষণে আপত্তিকারক মহাশয়েরা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুচিত উত্তর হইল কি না?

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তর প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের

সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস-রূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এক জনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এপর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান্, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভারস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হতভাগ্য, ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্ম্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখ ভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা দৌর্ভাগ্যবতী হইবে এই কথায় উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর।

যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান্ মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট

হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই। বিদ্যাবান্ মনুষ্যের চরিত দর্শন করা দূরে থাকুক কখন শ্রবণও করেন নাই। বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই বিনম্র রহিয়াছে, ফলবত্তরুর শিখরদেশ ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে। বিদ্যারসাস্বাদকের মুখে হিত মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন কর্কশ অপ্রিয় ও গর্হিত বাক্য নির্গত হইতে পারে? চন্দন কাষ্ঠ শত খণ্ড হইলেও কি তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নির্গীর্ণ হইতে পারে? আত্ম অপেক্ষায় স্বজাতীয় অথবা স্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার উৎকর্ষবোধ উদয় হওয়াতে মনুষ্যের মনে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদাপি হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপর্য্যাপ্ত ও অকিঞ্চিজ্-জ্ঞানসম্পন্ন ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ মহাশৈলে যিনি যে পরিমাণে আরোহণ করেন তাঁহার নিকট ঐ মহাশৈল ততই উন্নত ও দুরারোহরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আরূঢ় ব্যক্তির মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ বোধ হয়। মহার্ণব যে কিমাকার ও কি প্রকার বিস্তার তাহা সাংযাত্রিকেরাই বিলক্ষণ অনুভূত আছেন, ইতর ব্যক্তির তাহা বুদ্ধিরও গোচর নয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনের মধ্যে অহঙ্কার করিবেন কি আপনাদিগকে মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ পদার্থ বোধ করেন। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মহা পণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটন মহাশয় অতিশয় বিনীত-বচনে কহিয়াছেন "আমি যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম, ইহা কেবল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলসকল সঙ্কলন করিলাম মাত্র, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের ত কথাই নাই। বিদ্যাভ্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও

একান্ত বিনীত শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই। যাচ্ঞা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়। দুর্ব্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশের নিমিত্ত বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র সার্থ হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোক-সম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতররূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে এ কথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই প্রতিপক্ষগণের প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ সকলি এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং এরূপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু প্রারিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি, অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না।

জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহনির্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দারা সমস্ত অজ্ঞানতমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকাব ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান কবিতে থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রুভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ জিগীষা দম্ভ, তাঁহার চিন্তা-পথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধানরূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান্ মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন? লোকসমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এবং রাজা কি রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন?

বলন্টিন জামীরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত ও অস্মদ্দেশীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজপরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরানাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন মথুরানাথ যথার্থ বিদ্যাবান্ কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর কবিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি থাকে আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি" মথুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরানাথকে একেবারে ধনতৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনোপার্জ্জনাদিই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শি বলিতে পারা যায় কি না?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্বসম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপাদেয় ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? যদিও সমুদায় না হয় কিয়দংশেরও কি লাভ হইবেক না? আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে।

তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিগ্‌জনের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই মুদ্রাকারকেরা যথেষ্ট অর্থ দানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস্ এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে অনেক ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে ইউরোপের যে সকল রমণীরা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর চিত্রকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপের কি ধনী কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু সন্তানগণকে তাঁহারা প্রথমেই বিদ্যারম্ভার্থে প্রায় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। শিশুগণের জননী জ্যেষ্ঠভগিনী পিসী মাসী ইহাঁরাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম

স্নেহ সহকারে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন করা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্প কাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চমবর্ষ অতীত না হইলে পাঠশালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুরাজ বোধ করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহার পূর্ব্বেও তাহারা জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধরের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষা লাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রীপরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ করিতেছে, এবং তাঁহারাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ করিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় হইয়া বাস করিতে হয়, ও যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়; সেই সহধর্ম্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা অপেক্ষা

আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বদাই সংসারের সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?

গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমত অবোধ যে গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিনীগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতাদ্যনুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামিকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা বিদ্যারূপ অলঙ্কার না থাকাতে স্বর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইরূপ বসন ভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিরক্ত করিতে থাকে, তাঁহার অর্থ সামর্থ্য আছে কি না? একবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কারাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে অভদ্ররূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণের দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যার সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনসুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ, ভর্ত্তা বৈষয়িক সুখের নিধান স্বরূপ স্বকীয়

প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভিলাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদানভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতীর পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয় কি রহিল? কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়, এবং যদি সেই বিদ্যারূপ অলঙ্কার প্রভার প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতীর ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না?

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহ কর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুরুষ-দিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈর সখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপপ্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিতে পারে না। এই প্রকারে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিযোজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদ করিয়া সুখে কালযাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না,

এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায়! আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্য-সূচক শুভগ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের স্ত্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কালহরণ করিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তত্তন্নামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিত হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামিসন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে। কেহ বা করকমলে বিচিত্র তূলিকা ধারণ করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সূচী ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শনপূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিয়া তদ্গতমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টিপথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ

হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একবারে দূর করিবাব নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যেহেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোকসমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী, অনুদ্যোগী ও সাহসবিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভাব মহাপুরুষকে ঐ সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাদান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহগুণসম্পন্ন, এদেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থতই সেই রূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মাব নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইহাঁর নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গত বর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর

অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায় নীতি পদার্থমীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ শোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহারা এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোন্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একবারে আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি, হস্তপাদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎ কার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়! অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগেরি কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেবি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতিমাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিতেছেন ও বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভাবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যাকলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জাব কথা! এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাব সময়ে আমরা বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, বাবু গুরুচরণ যশ, বাবু

রসিকলাল সেন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পারি না, যেহেতু উক্ত মহাশয়েরা যথার্থ মহানুভাব ও যথার্থ উদার স্বভাবের কার্য্য করিয়া দেশের নাম রক্ষা করিয়াছেন, এবং যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহার এদেশে পুনর্ব্বার প্রচরদ্রূপ হয় তবে এই উল্লিখিত মহাত্মারাই তাহার প্রথম প্রচারক অথবা পুনরুদ্ধারক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পুণ্য কীর্ত্তি প্রশংসার পাত্র হইয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদের অদ্বিতীয় আধার হইবেন।

আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আর কতকগুলিন মহাত্মারা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর ধন্যবাদের আস্পদ হইতে পারেন। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীয় বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাশতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অধিক ধন সম্পত্তি নাই, রাজকীয় কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, বরং ইঁহাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইঁহারা কেবল আপন২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইঁহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণনিহিত রেখার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক জন সুলেখক ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষায়, তেমনই সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন ঃ—

> মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলে-মেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না স্মর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে ?...
>
> আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্যশেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন।...সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার বাসবদত্তা নামক পদ্যগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।
> —'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৩-৫৫।

মদনমোহন যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে, নিম্নে সেগুলির তালিকা দিতেছি :—

১। **রসতরঙ্গিণী**। ইং ১৮৩৪ (?)

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

'রসতরঙ্গিণী'র ১ম সংস্করণ আমি দেখি নাই। ১৯২২ সংবতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ হইতে "ভূমিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবি-কুলতিলক ত্রিলোকলোকলোকনানন্দদায়ক মহাকবীশ্বর মহাশয়দিগের যে সুরসিকসমূহাহ্লাদক সুরসসংসিক্ত স্বাদু কবিতা সকল এতদ্ভুবনমণ্ডলাকাশে উজ্জ্বলতর তারকার ন্যায় প্রকাশমান ছিল তাহা এই ক্ষণে প্রায় কালরূপি-কালরাত্রির কালতিমিরাবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস পণ্ডিতবংশোত্তংস পরম পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিমলবদনবিকচকমলকুহরে বিরাজমান আছে কিন্তু তন্মধু শ্রীমন্মধুব্রত মহাশয়দিগের মধুব্রতভঙ্গশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ সকলের সুলভ নহে, এটা তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ স্বাদু কাব্য সাধারণের আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এই ক্ষণে আমি ঐ উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া সাধারণজনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ রূপে ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশকরণেচ্ছু হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আদ্যরসঘটিত শ্লোক সকল এতদ্গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম,…

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'রসতরঙ্গিণী' হইতে মূলসমেত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ॥

সজল জলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো।
কেতকী বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো॥
কি হইবে বল সোই, তথাপি সে এলো কোই,
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একা লো।
বুঝি মদনের পাছে, ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমানি সে জনের তাই নাই দেখা লো॥

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃষাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ণ লিপ্যতে॥

সুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব॥
তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥
সুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গরল মাখিয়া তারে॥

জানীমো বয়মাসনস্থ কমলে তস্যা মুখেন্দোস্থিষা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ তুস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভুগ্নং ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্॥

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমলখানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল॥
ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাঁতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝারদেশ একেবারে ভুলিল॥

২। **বাসবদত্তা।** ইং ১৮৩৬ (শক ১৭৫৮)।

রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে (পৃ. ৩৩) লিখিয়াছেন :—

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন :—

তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তাহা হইলে বাসবদত্তার রচয়িতা বলিয়া কবি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। তিনি বাসবদত্তা-ঘটিত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া, নিজের ভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের ছন্দে ও নিজের রাগ রাগিণীতে এই কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিংশবর্ষীয় পঠদ্দশাপন্ন ছাত্র এত ছন্দ ও এত রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন সুললিত

কবিতামালা কি রূপে রচনা করিলেন তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বাসবদত্তা' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

প্রভাত বর্ণন।

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী, কূজতি ভৃশ-মনুবারং।
বিকসিত কুসুমং, রৌতিচ বিষমং, কল কল-মলিপরি-পারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনী জালং।
কুমুদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিত শোকে, কূজতি কোকে, হৃষ্যতি বিগত বিকারং।
সকল কিশোরী, তৃষিত চকোরী, রোদিতি সকরুণ তারং॥
শ্রীকবি মদন, ধৃতহরি চরণ, রচয়তি রহিত বিষাদং।
বিহিত সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরি পাদং॥

কামিনীর সজ্জা।

একাবলী ছন্দঃ।

একেত চিক্কণ চিকুর জাল।
তাহাতে গাঁথনি মুকুতা মাল॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা।
বেড়িয়া বিলসে বকুল মালা॥
খেদেতে ক্ষুবধ হেরি খোঁপায়।
রাগিণী নাগিনী রাগে ফোঁপায়॥
মলয়জ রজ রস মিশালে।
তিলেকে তিলক করিল ভালে॥

অঞ্জনে রঞ্জন করিল আঁখি।
যেন নাচে দুটি খঞ্জন পাখি॥
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রবণ মূলে।
কুণ্ডল যুগল পরিল তুলে॥
সহজে অধর বাঁধুলি ফুল।
রঙ্গিণী রঙ্গিম করিল মূল॥
মোহন মুকুরে মোহন ছাঁদ।
নিরখিয়া নিজে নিন্দিল চাঁদ॥
তরুণ তরল তারকাকার।
গলে গজমতি গছিল হার॥
পয়োধর পরে ঈষত দোলে।
যেন শশী রাশি স্থমেরু কোলে॥
বাঁধে কুচযুগে কাঁচলী কসে।
যেন কি চিত্রিল হেম কলসে॥
কর কিসলয়ে মণি বলয়।
সাজে ভুজে মণি কেয়ূরদ্বয়॥
মুখর মঞ্জিম মঞ্জির শোভা।
যুব জন মন মরাল লোভা॥
কটিতটে করে মধুর রব।
শুনি যেন কি জাগে মনোভব॥
সখীগণে মনে মিটায়ে আশ।
বাছিয়া বাছিয়া পরাল বাস॥
চিরদিন যার যে ছিল মনে।
সেই সাজাইল সেই ভূষণে॥
একে রাকা নিশাকর বরণী।
তাহে বেশ ভূষা ধরিয়া ধনি॥

দাঁড়াইল আসি সখীর মাঝে।
তারা তারাপতি লুকায় লাজে॥
চলিতে নূপুর বাজিছে পায়।
কত শত কাম মোহিত তায়॥
ধনি কহে কথা মধুর স্বরে।
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে॥
আজি মনোচোর মিলিবে বলে।
মৃদু মৃদু হাস মুখ-কমলে॥
গরবে উলসি উঠিছে কায়।
সঘন আপন মুরতি চায়॥
শুনলো যুবতি কহিছে কবি।
হের না আপনি আপন ছবি॥
যে তব নয়ন বিষম ফাঁদা।
শেষে কি আপনি পড়িবে বাঁধা॥
কামারের গলে পড়িলে অসি।
তারে কি কাটে না ওলো রূপসী॥

কামিনীর বিরহোৎকণ্ঠিতা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কই এল সই সেই প্রাণ কালিয়া।
স্মর খর শরে তনু যায় জ্বলিয়া॥
এ বন ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা,
এ দেহ বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া।
আনিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাহি ফিরে এল,
নাথ বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলিয়া॥

৩। **শিশুশিক্ষা**। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ইং ১৮৪৯; তৃতীয় ভাগ—ইং ১৮৫০।

মদনমোহন প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সভাপতি বীটন সাহেবকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রের প্রথমাংশ এইরূপ :—

> অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতাটি সর্ব্বজনপরিচিত :—

পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল ॥
রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে ॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল ॥
গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন ॥
শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির ॥
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ ॥

দ্বিতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা'ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"৭ই বৈশাখ। সংবৎ ১৯০৬।" এই মুখবন্ধে প্রকাশ :—

> শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে, কেবল অসংযুক্তবর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সংযুক্তবর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।

তৃতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা' পর-বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"১৬ই ভাদ্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২।" মুখবন্ধটি এইরূপ :—

> শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণ পরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।
>
> কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

মদনমোহন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) তর্কালঙ্কারের জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদান্ত-পরিভাষা এই তিন খানি পুস্তকের সংস্করণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত

দর্শন শাস্ত্রের বিলক্ষণ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ও বোপদেবের ধাতুপাঠ এই দুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ-সংসারে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (পৃ. ৪১-৪২)

আমি মদনমোহনের যে-সকল সম্পাদিত গ্রন্থ দেখিয়াছি, সেগুলির একটি তালিকা দিলাম :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য-কৃত; মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য-কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডি-কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট-কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সচিত্র সংস্করণ।

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। মূল্য : ১ম খণ্ড ৪।০

২য় খণ্ড ৬৲

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সচিত্র সংস্করণ।

১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সুরু করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস। মূল্য ২।০

বাংলা সাময়িক-পত্র

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য ৩৲

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় ... মূল্য ।০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০—১৮৮৬

অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— চৈত্র ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা।

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২'২—১২।১০।১৯৪২

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুই জন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের এক জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্য জন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কার্য্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। এক জন রসসাহিত্যমূলক এবং অন্য জন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহায্যে একই কালে মাতৃভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই কারণে এই দুই জন সাহিত্য-সাধকের এক জনকে স্মরণ করিতে গিয়া অন্য জনকেও স্মরণ করিয়া থাকি। গোড়ার দিকের অন্য সকলের নাম বিস্মৃত হইলেও যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বংশ-পরিচয় ঃ বাল্যজীবন

অক্ষয়কুমার দত্তের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে 'অক্ষয়-চরিতে'* যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

দুর্গাদাস দত্ত দত্তবংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর পুত্র শিবরাম। শিবরামের রাজবল্লভ ও রমাবল্লভ নামে দুই সন্তান হয়। রাজবল্লভের চারিটি পুত্র ;—১ম, রামরাম ; ২য়, কৃষ্ণরাম ; ৩য়, রাধাকান্ত ; ৪র্থ, রামশরণ। ইনি বর্দ্ধমান-রাজবাটীর এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিই প্রথমে টাকীর নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্ব্বপুর হইতে আসিয়া পূর্ব্বে নদিয়া এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামের সন্নিকট চুপীতে বাস করেন।...রামশরণের পাঁচ পুত্র ;—১ম, পদ্মলোচন ; ২য়, কাশীনাথ ; ৩য়, চূড়ামণি ; ৪র্থ, পীতাম্বর ; ৫ম, কীর্ত্তিচন্দ্র।...দত্তরা বঙ্গজ কায়স্থ। চুপীর যে স্থলে ইহাঁদিগের বাস ছিল তাহা এক্ষণে নদীর গর্ব্ভে।

অক্ষয় বাবুর পিতা পীতাম্বর দত্ত মহাশয় অতি পরোপকারী, দয়ালু ও সুন্দর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙ্গালা মাত্র জানিতেন। খিদিরপুরের টলিজ্‌ নলার (আদি গঙ্গার) কুতঘাটের কেশিয়র ও দারগা ছিলেন। এই কর্ম্ম করিয়া কিছু সংস্থান করিয়া যান।...ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ...হরমোহন দত্ত [কাশীনাথের পুত্র] তখনকার সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টার আপীসের বড় বাবু ছিলেন।...ইনি পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের নিকট চির ঋণী, যেহেতু তিনি উহাঁকে লেখা পড়া শিখান এবং উহাঁর ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয় আপনার স্কন্ধে লইতে কুত্রাপিও কুণ্ঠিত হন নাই। হরমোহন

* নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : 'অক্ষয়-চরিত' (ভাদ্র ১২৯৪ সাল)। এই পুস্তকের "পূর্ব্বভাষে" প্রকাশ, "অক্ষয় বাবুর আত্মীয়বর্গ, শ্রী——র, ও পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।"

বাবুও যে অক্ষয় বাবুব শিক্ষাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতৃঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শুধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

অক্ষয় বাবুর মাতার নাম দয়াময়ী ছিল। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী ইট্‌লে নামক গ্রামে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। পিতার নাম রামদুলাল গুহ।...১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ [১৫ জুলাই ১৮২০] শনিবার শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় চুপীতে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।...

আমাদিগের দেশেব প্রথানুসারে পাঁচ বৎসব বয়ঃক্রম কালে অক্ষয়কুমারের বিদ্যারম্ভ হয়।...ইহাঁর পিতা গুরুচরণ সরকার নামে জনৈক গুরু মহাশয়কে বেতন দিয়া বাটীতে রাখেন। গুরুচরণ সরকার অতি চমৎকাব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি ছাত্রবর্গকে প্রহাব করা দূরে থাকুক কখনও কাহাকে তিবস্কাব করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পিতা মাতা ও শিক্ষকেব স্বভাব, সদাশয়তা ও সদয় ব্যবহাব প্রথমে ইহাঁব শিক্ষার অনুকূল হইয়া তৎপরে ইহাঁর ভাবী জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।...চারি বৎসর পাঠশালায় যাহা শিখিবার শিখিলেন। এক্ষণে আমরা যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকি, পূর্ব্বে সদ্বংশীয়েরা তদ্রূপ আগ্রহ ও যত্নেব সহিত স্ব স্ব সন্তানদিগকে পার্সি ভাষা শিখাইতেন। ইহার কারণ তখনও এই ভাষায় বিচারালয় প্রভৃতি যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। আমিউদ্দীন নামে একজন মুন্সীর নিকট ইনি পার্সি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের সহিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের (ভট্টাচার্য্যের) নিকট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।...

অক্ষয়কুমারের বয়স যখন ন্যূনাধিক নয় বৎসর তখন ইংরাজী শিখাইবার জন্য হরমোহন বাবু উহাঁকে খিদিরপুরে আনয়ন করেন। এখানে জয় মাষ্টার (জয়কৃষ্ণ সরকার) ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার (সরকার)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয়

এই সময় অক্ষয়কুমার গুপ্ত-কবির সহিত পরিচিত হন। 'অক্ষয়-চরিতে' প্রকাশ :—

> সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপনাদি প্রায় সমস্ত কার্য্য বাবু হরমোহন দত্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রভাকর পত্রিকার জন্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন হস্তগত করিবার মানসে তাঁহার সকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। বরাবর যাতায়াতে ইহাঁর সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বন্ধুতা নিবন্ধন অক্ষয় বাবুও ইহাঁর নিকট পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন, রামধন বসুর বাটীর সন্নিকট নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা' হইত। এই সভায় ইহাঁরা উভয়ে উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইনি কবি মহোদয়ের স্নেহভাজন হন। (পৃ. ১৩-১৪)
>
> ...[টাকীর] জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বরাহনগরস্থ বাটীতে **"নীতিতরঙ্গিণী"** নামে যে সভা হইত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তথায় গমনাগমন করিতেন। কিছু দিন পরে ইহাঁরা উভয়েই এই সভার সভ্য মনোনীত হন। নামে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, নৈতিক উন্নতি সাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যগণ কর্ত্তৃক নীতিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ রচিত ও পঠিত হইত। দত্তজের কোন কোন প্রবন্ধ পরে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (পৃ. ১৭-১৮)

অক্ষয়কুমার প্রথমে কবিতা লিখিতেন। 'অনঙ্গমোহন' নামে তাঁহার একখানি পদ্য-গ্রন্থ ছিল। কিন্তু কি ভাবে তাঁহার গদ্য-রচনার সূত্রপাত হয়, তাহার বিবরণ 'অক্ষয়-চরিতে' এইরূপ আছে :—

> ইনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন পদ্য না গদ্য কিসে লোকের বেশি উপকার সম্ভাবনা? একদা এবম্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা!

তাঁহার সহকারী সে দিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উহাকে সুবিখ্যাত ইংলিশম্যান্ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন "আমি লিখিতে পারিব না, যেহেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন "আমাব বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না।" কি করেন লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।" যে ওজস্বিনী গদ্য রচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত করেন, এই সেই গদ্য রচনার সূত্রপাত। (পৃ. ১৪-১৫)

অক্ষয়কুমার ক্রমে 'সংবাদ প্রভাকরে'র এক জন বিশিষ্ট লেখক হইয়া উঠেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম"-এর তালিকায় "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তে"র নাম আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অক্ষয়কুমারও তাঁহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা ১২৫৭ সালের চৈত্র মাসে মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্রে পাই।—

প্রভাকব সম্পাদক আপনাকে একটী প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন, এবং আপনাব নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝকড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্ব্বনাশের ব্যাপাব আছে সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন,

লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য্য। ইহাই মর্ত্ত্যলোকের স্বরূপ! এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!

তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান

তত্ত্ববোধিনী সভাই অক্ষয়কুমারের সৌভাগ্যের মূল। কি ভাবে তিনি এই সভার সভ্য হন, তৎসম্বন্ধে 'অক্ষয়-চরিত'কার লিখিতেছেন :—

১৭৬১ শকের ২১ এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর। সভার উদ্দেশ্য জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রামমোহন রায়েব গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। কিছু দিন পরে অর্থাৎ ৩রা কার্ত্তিক তারিখে ঐ সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী গিয়া তত্ত্ববোধিনী হয়। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিত হয়।...প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তার পর শিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তার পর হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্ব্বশেষে সমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত [১৭৬১] শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে অক্ষয় বাবু সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত

[১৭৬১] শকের ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। (পৃ. ১৫-১৬)

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ৩ জুন ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা-প্রসঙ্গে এই অংশটি মুদ্রিত হয় :—

> *A New School.* We have been given to understand that a new School, having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country, is about to be established in Calcutta, under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala. The boys will further receive religious education which is a new feature in the system of native instruction. It is said that new books suited to the capacities of youth, are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendernauth Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore.

অক্ষয়কুমার এই পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'অক্ষয়-চরিতে' প্রকাশ,—

> পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১লা [আষাঢ়] শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮৲ টাকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০৲ টাকা হয়। তার পর ১৪৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলি সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজের বৃহৎ পুস্তকাগারে আমরা এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছি। অক্ষয় বাবু বর্ণমালা ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সভা পাঠশালার

নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ভূগোল প্রস্তুত করেন; কিন্তু অর্থাভাবে বহু দিন যে মুদ্রিত করিতে অসমর্থ থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন।...

এক্ষণে যে স্থানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাটী, সেই স্থানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কার্য্য সম্পাদিত হইত। ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ তারিখে উহা কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে, তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ইহাঁকে তথায় গমন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি স্বীকৃত হইলেন না। না হওয়াতে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০্ টাকা বেতনে তথায় গমন করেন। (পৃ. ১৬-১৭)

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতি

সমাজসংস্কারমূলক কার্য্যের সহিত অক্ষয়কুমারের বিলক্ষণ যোগ ছিল। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতির সূচনা হয়। এই সভায় অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, "স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহবর্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।*

---

* এই সমিতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-লিখিত 'কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' পুস্তকের ৯৯-১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাময়িক পত্র পরিচালন

'বিদ্যাদর্শন'

অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক, সেই সময় টাকী-নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (আষাঢ়, ১৭৬৪ শক) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথমুক্ত হইতে থাকে। এই পবম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরাও বঙ্গদেশেব মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, কিন্তু পাঠক গণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবম্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনাব সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামি হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং এপ্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।

* * *

> সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক

> নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।
>
> এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াছিল।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ সভার একখানি মুখপত্র প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিলেন।

> কোন ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থিগণ "বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ" এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানী চরণ সেন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল। ইহাঁকে সভারও কোন কোন কার্য্য করিতে হইত।

এতদ্ভিন্ন, উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য মেডিকেল কলেজে গমন করিতেন।—'অক্ষয়-চরিত', পৃ. ১৮-১৯।

১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

·· একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল।

আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ

কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।* তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েক খানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু অক্ষয় বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা পূর্ব্বে কিরূপে সম্পাদিত হইত, তদ্বিষয়ে এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পেপার কমিটী (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভা সংস্থাপন করেন। কমিটীর পাঁচজনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা ছিল না; অন্যান্য সভা সমিতির যেরূপ নিয়ম ইহারও সেইরূপ ছিল—একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ

* প্রথমে তিনি ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫৲ ও শেষে ৬০৲ টাকা হয়।

অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ রাধাপ্রসাদ রায় ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।...১৭৭০ শকের ২৩এ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে তিনি [অক্ষয়কুমার] পেপার কমিটীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হন।—('অক্ষয়-চরিত', পৃ. ১৯-২১)

অক্ষয়কুমার বার বৎসর, ইং ১৮৪৩—১৮৫৫, দক্ষতার সহিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কথনই হইতে পারিত না।—'ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ. ২১।

অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সম্পাদক ছাড়া প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী সভার কথাও স্মরণীয়। ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে এই সভাও বিলুপ্ত হয়।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে অনেকগুলি মডেল বা আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। তিনি বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্ব্বাচনে মনোযোগ দিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ষকের যথোপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। পরীক্ষায় দেখা গেল, শিক্ষক-পদপ্রার্থীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। এই সময় তিনি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাস্টারের পদের উপযুক্ত এক জন লোককেও পাইলেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। "পীড়া ও অন্য কোন কারণবশতঃ অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক হন। এ অবস্থায় যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন 'তা হলে বাঁচি।'"—'অক্ষয়-চরিত', পৃ. ৩৭-৩৮।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এমন কি, অক্ষয়কুমারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অনেক রচনাও সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন।* অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উচ্চ

* রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"—'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা', পৃ. ২৫।

ধারণাই ছিল। তিনি নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অক্ষয়কুমারকে সুপারিশ করিয়া ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে এই পত্র লিখিলেন :—

> I would propose that two masters, one at Rs. 150 and the other at Rs. 50 per month, be employed for the present to undertake the task of training up the teachers for our new vernacular school.

> For the post of Head Master of the Normal classes, I would recommend Babu Akshoy Kumar Dutt, the well-known editor of the *Tatwabodhini Patrika.* He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge, and well-acquainted with the art of teaching. On the whole, I do not think that we can secure the services of a better man for the post. For the second mastership, I would propose Pandit Madhusudan Bachaspati. He is a distinguished ex-student of the Sanskrit College, an able and elegant Bengali writer, well-acquainted with the art of teaching, and, in my opinion, in every respect qualified to fill the post for which he is recommended.

তাৎপর্য্য :—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ-সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায়

একটি নর্ম্মাল স্কুল খোলা হইল। স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় আপাততঃ নর্ম্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিতে লাগিল। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার—প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার ছিল—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর। অক্ষয়কুমার ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে, এবং বাচস্পতি বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমার দীর্ঘকাল কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করিতে পারেন নাই। দারুণ শিরোরোগে তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক বৎসর, পরে ছয় মাস করিয়া দুই বার ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি হিসাবে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য (আচার্য্য কৃষ্ণকমলের অগ্রজ) কার্য্য করিয়াছিলেন; শেষে তিনিই স্থায়ী ভাবে নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন।

শেষ জীবন

অক্ষয়কুমার দুরারোগ্য শিরোরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা, বায়ুপরিবর্ত্তনাদি ব্যাপারে তাঁহার ব্যয় বৃদ্ধি হইল। এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কতকটা অব্যাহতি দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন :—

> দেশ-মান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত সে বিষয়ের

বৃত্তান্ত ১৭৭৯ সতরশ উনআশী শকের (১২৬৪ সালের) কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।*

বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত হইল :—

বিশেষ সভার প্রস্তাব।

২৯ ভাদ্র—১৭৭৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সৃষ্টির এক জন প্রধান উদ্যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদরভাজন ও সর্ব্বসাধারণের এরূপ উপকার সাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীর পাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি তথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি : 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত', (ভাদ্র ১২৯২ সাল), পৃ. ২৩৩।

করা অত্যাবশ্যক, না করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।

দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিযাছে। এ সময় কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন, যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছুকালের জন্য অক্ষয়কুমার বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অত্র সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক্ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কার্ত্তিক ১৭৭৯ শক, পৃ. ৮৪।

কিন্তু বেশী দিন অক্ষয়কুমারকে এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার পুস্তকগুলির আয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়া তাঁহার অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমার বালি গ্রামে গঙ্গাতীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর উদ্যান-সমেত একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উদ্যানটির নাম রাখেন—'শোভনোদ্যান'। বিচিত্র বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। একখানি পত্রে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন:—"আমার আশ্রম-বৃক্ষগুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন পালন করিয়া সমধিক সুখী হই।" শিরোরোগে কাতর হইলে এই উদ্যানে বিচরণ করিয়া অক্ষয়কুমার অনেকটা উপশম বোধ করিতেন।

৩১ বৎসর দুরন্ত রোগে ভুগিবার পর ২৮ মে ১৮৮৬ (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, রাত্রি অনুমান ৩-১৫ মিনিট) তারিখে তাঁহার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> এমন একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিতেছি, বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে ম্রিয়মাণ। আমরা প্রস্তাব করি কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোক সযত্ন হউন।

রচনাবলী

অক্ষয়কুমারের নিকট বাংলা ভাষা অশেষ ঋণী। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। প্রকাশকাল-সমেত তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি।

১। **অনঙ্গমোহন।** ইং ১৮৩৪ (?)

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 'অক্ষয়-চরিতে' (পৃ. ১৪) এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "অনঙ্গমোহন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্ত্তমান বটতলার গ্রন্থাবলি হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা "কামিনী কুমারের" সমতুল্য—তদ্রূপ রুচির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার একখণ্ড ছিল, সম্প্রতি নষ্ট হইয়াছে।

২। **ভূগোল।** ইং ১৮৪১। পৃ. ৭৫।

> ভূগোল। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে তৎসভ্য শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। কলিকাতা। শকাব্দাঃ ১৭৬৩।

"ভূমিকা"য় গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—

ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তি গণের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দারা বালক দিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভি উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালক দিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি। ..

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল, পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, যে উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরুক রাখিয়া তাহার কৃপা মূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।

এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে।

৩। **শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা**। ইং ১৮৪৫। পৃ. ৮।

A DISCOURSE read at the Third Hare Anniversary Meeting, by Baboo Ukhoy Coomar Duttu. Calcutta. Printed at the Tuttuboadhinee Press. 1845.

এই পুস্তিকার গোড়ার ৪ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে তৃতীয় হেয়ার-সাম্বৎসরিক সভার (১ জুন) কার্য্যবিবরণ আছে। পরবর্ত্তী ১-৮ পৃষ্ঠায়

দত্ত-মহাশয়ের বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাটি অতীব দুষ্প্রাপ্য ; এই কারণে আমরা নিম্নে বক্তৃতাটি হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।—

সভা আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন, যে সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কি প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্তোষের উদয় হয়। সেই রূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ্ মস্তকোপরি পতিত না হয় তত ক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও হয় না। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এ দেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার কার্য্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের ঐন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন ; কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর কি নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন? তাঁহার নিয়মানুসারে উপযুক্ত রূপে ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে প্রকার শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ হয়, উপযুক্ত রূপে বুদ্ধির আলোচনা না করিলে সেইরূপ মূর্খতা ও কদাচার রূপ মানসিক রোগ উপস্থিত হয়, এই সত্যকে অজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা জ্ঞানের অবহেলা সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছেন। পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জ্জন

নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এই প্রকারে এ দেশস্থ লোকের মনুষ্যত্বের চিহ্ন প্রায় ছিল না। কিন্তু এরূপ অবস্থা কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? বায়ু প্রবাহিত না হইয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? কাল ক্রমে লোকের মনঃ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং উৎসাহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরব্ধ হইল। পদ্মের ঘ্রাণ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি বন্ধুদিগকে সেই ঘ্রাণ সুখ প্রদান করিবার জন্য অবশ্য যত্নবান্ হয়েন। যাঁহারা জ্ঞানের স্বাদু প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সেই আস্বাদন সুখ অন্যদিগকে দিবার জন্য উৎসাহি হইলেন। কিন্তু কিয়ৎ কাল সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল—তদনুসারে কার্য্য হওয়া দুষ্কর হইল। আমরা বিদ্যা বিষয়ে, লোকের উৎসাহ বিষয়ে, রাজনিয়ম বিষয়ে কত আলোচনা করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে কত চর্চ্চা করিয়াছি, এবং নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল আন্দোলন মাত্র হইয়াছে। দুই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশের মঙ্গল তাঁহারদিগের আলাপের প্রথম সূত্র হইত, কিন্তু পৃথক্ হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। কত ব্যক্তির অন্তঃকরণে উৎসাহের শিখা তৃণ সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়াও পরক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের হিতজনক কত কর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুপ্ত হইয়াছে। এক দিবস যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করিয়াছি, পর দিবসে তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে হইয়াছে। এই রূপে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মাদিগের কত যত্ন বিফল হইয়াছে। কিন্তু কত দিন বিনা বর্ষণে মেঘ গর্জ্জন হইতে পারে? নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া মনুষ্য কত ক্ষণ শয্যাগত রহিতে পারে? কেবল

ইচ্ছাতে লোক তৃপ্ত থাকিতে পারিলেক না। অভিলাষ কার্য্যেতে পরিণত হইতে লাগিল, ধর্ম্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিতা হইল, এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি নিমিত্তে বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপিত হইল। এই উভয় সভার সভ্যেরা প্রতিজ্ঞাব সহিত তাঁহারদিগেব কর্ম্ম সম্পন্ন কবিতেছেন। বিশেষতঃ এ দেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পবিপূর্ণ হয়, যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি—যখন স্মবণ করি, যে দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে বিদ্যা দানেব নিমিত্তে নগরস্থ সকল লোক উদ্যোগি হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এ দেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভ সূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই—এমত ঐক্য কদাপি বদ্ধ হয় নাই—এবং এই উপলক্ষে সভাতে যে সমাবোহ হইয়াছিল এদেশের কোন সাধারণ মঙ্গলজনক কর্ম্মে এ প্রকাব বহু ব্যক্তি এক স্থানে এককালে কদাপি একত্র হয় নাই। যে স্থানে দশ জনকে একত্র দেখি সেই স্থানেই এই ভাবি হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের* উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়, যেহেতু সকল মঙ্গলেব আকব যে জ্ঞান কেবল তাহাই যে ইহার দ্বারা বিস্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, এই ঘটনাতে ভারতবর্ষেব সৌভাগ্য দিবসেব উষাকাল প্রাপ্ত দেখিতেছি। অনুৎসাহ, আলস্য, অনুদ্যোগ প্রভৃতি যে আমারদিগেব অপবাদ তাহা মোচনেব উপক্রম দেখিতেছি, এবং যে ঐক্যের অভাব প্রযুক্ত এ দেশের সকল শুভ কর্ম্মের সূচনা বিফল হইয়াছে, এ বিষয়ে সেই ঐক্য সংস্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। ধনি দরিদ্র, বিদ্বান্ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সকল

* হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হয়। ৫ মার্চ ১৮৪৬ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

Weekly Epitome of News, March 3 :—The Hindoo Charitable Institution···happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March.

প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি এ বিষয়ে একত্র হইয়াছেন। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন্ দুঃখ মোচন না হইতে পারে? ঐক্য দ্বারা কত গভীর অরণ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছে, নগর সমূহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে আমরা কেবল এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি তৃপ্ত থাকিব?—আমারদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে—আমারদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঐক্য দ্বারা উৎসাহের স্রোত প্রবল হইলে যত প্রকার মঙ্গল এইক্ষণে আমারদিগের মনে জাগ্রৎ রহিয়াছে, সকল সফল করিবার সামর্থ্য হইবে। এ দেশের রাজনিয়ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, অন্যায় কর স্থাপন খণ্ডিত হয়, শান্তি রক্ষার সুশৃঙ্খলা হয়, বিচার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কৃষিকার্য্যের বৃদ্ধি হয়, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের বিস্তার হয়, এবং যাহাতে এ দেশস্থ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহা এই ঐক্য দ্বারা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হইতে পারিব। এইক্ষণে ভরসার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্র পোত নিৰ্ম্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিবেক, এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায়? নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তি স্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্ব্বত শিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ুপ্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকর অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ

পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য্য; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে এদেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য্য অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম, অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন? এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমস্ত স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা লাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ

করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী কোন্ মহাত্মা—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এই রূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যা রূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারি, তাহা পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদ্গ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার দ্বারা কেবল বিদ্যারত্নের অধিকারী হয়েন নাই, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্ব্বদা লালিত হইয়াছিলেন। আহা, তাঁহার মনের ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কি আনন্দের উদয় হয়! যখন আমারদিগের উপকারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তাঁহার চিত্ত দয়াতে কি পরিপূর্ণ হইয়াছিল! যখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়া তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কি আশ্চর্য্য মনোহর সন্তোষ তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন তাঁহার বাসনা বৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল, তখন তিনি আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন! যিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল

আমারদিগেরই উপকার করিয়া এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব !—তাঁহার কি প্রকার ধন্যবাদ করিয়া তৃপ্ত থাকিব !

এই অতীব দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানির এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আছে।

৪। **বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার**। ১ম ভাগ—ইং ১৮৫১, পৃ. ২৯১। ২য় ভাগ—ইং ১৮৫২, পৃ. ২৮৯।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগ শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দা ১৭৭৩

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্ রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব্ সাহেব-প্রণীত "কান্‌স্‌টিটিউশন্ আব ম্যান্" নামক গ্রন্থে এবিষয় সুন্দররূপ লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার

নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কিপ্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐসমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয় লোকে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।...কলিকাতা। শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় পর-বৎসর। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দ্বিতীয় ভাগ শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দ ১৭৭৪

লেখক "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

এই গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে। কলিকাতা শকাব্দ ১৭৭৪। ১০ মাঘ।

এই পুস্তকের দুই খণ্ডেরই শেষে "সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ" দেওয়া আছে। যাঁহারা পরিভাষা লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া আমরা নিম্নে ইহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

অনুচিকীর্ষা	...	Imitation
অনুমিতি	...	Causality
আকারানুভাবকতা	...	Faculty of Form
আশ্চর্য্য	...	Faculty of Wonder
আসঙ্গ লিপ্সা	...	Adhesiveness
ইতর জন্তু	...	Lower animals
উপমিতি	...	Faculty of Comparison
কার্য্যকারণভাব	...	Causation
কালানুভাবকতা	...	Faculty of Time
গোমসুর্য্যাধান	...	Vaccination
ঘটনানুভাবকতা	...	Eventuality
জিজীবিষা	...	Love of life
জীবনী শক্তি	...	Vital power

জুগোপিষা	...	Secretiveness
নৈসর্গিক	...	Natural
প্রতিবিধিৎস	...	Combativeness
মৈস্মরতত্ত্ব	...	Mesmerism
রসায়ন	...	Chemistry
বৃত্তি	...	Faculty
শারীরবিধান	...	Physiology
শারীরস্থান	...	Anatomy
শ্রমোপজীবী	...	Labourer
সমসংস্থান	...	Equilibrium
স্তর	...	Stratum
*	*	*
অধিবেদন	...	Polygamy
ক্ষিপ্তনিবাস	...	Lunatic Asylum
পদার্থবিদ্যা	...	Natural Philosophy
মনোবিজ্ঞান	...	Mental Philosophy
রূঢ় পদার্থ	...	Elements
লোকযাত্রাবিধান	...	Political Economy
বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা	...	Freedom of trade
সাধারণতন্ত্র	...	Republic
মস্তত্ত্ববিবেক	...	Phrenology

৫। **চারুপাঠ।** ১ম ভাগ—ইং ১৮৫৩; ২য় ভাগ—ইং ১৮৫৪; ৩য় ভাগ—ইং ১৮৫৯।

প্রথম ভাগ 'চারুপাঠে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

চারুপাঠ প্রথম ভাগ শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দ ১৭৭৫

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

> চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এ গ্রন্থ যে নানা ইঙ্গরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটী প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটী বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।...শকাব্দা ১৭৭৫। ৪ শ্রাবণ

১৭৭৬ শকের শ্রাবণ মাসে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় ভাগের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ—"২২ আষাঢ়। ১৭৮১ শক।"

৬। **বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ**। ইং ১৮৫৫। পৃ. ২০।

এই পুস্তিকা আমি এখনও দেখি নাই। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহা যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, তাহা 'সংবাদ প্রভাকর' (১ বৈশাখ ১২৬২) হইতে উদ্ধৃত নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে :—

> চৈত্র [১২৬১]...শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "বাষ্পীয় রথারোহিদিগের প্রতি উপদেশ" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছেন।

১৭৭৭ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে দুই আনা মূল্যের এই পুস্তিকাখানির একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। **ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব**। ইং ১৮৫৫। পৃ. ২৬।

আমি এই পুস্তিকাখানি দেখি নাই। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। অক্ষয়কুমার ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে যে পাঁচটি বক্তৃতা করেন, তাহার শেষ বক্তৃতাটিই আলোচ্য

পুস্তিকার বিষয়বস্তু। এই ৫ম বক্তৃতাটি ১৭৭৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৮। **ধর্ম্মনীতি**। ইং ১৮৫৬।

"বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

> ধর্ম্মনীতি প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সেই সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রচার করা যাইতেছে।
>
> এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট [পীড়ায়] পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি ইহার প্রচার-বিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল।···১০ই মাঘ। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভে অধিকারী করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ রত্নজ্যোতি তদপেক্ষাও শতগুণ উৎকৃষ্ট।

৯। **পদার্থবিদ্যা।** ইং ১৮৫৬।

ইহার ৮ম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

পদার্থ বিদ্যা নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। উহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনন্তর সেই সমুদায় সংকলন পূর্ব্বক ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে স্বতন্ত্র পুস্তক করিয়া প্রকটিত করা হয়। এক্ষণে উহা অষ্টমবার মুদ্রিত হইল। এবারে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম।

রচনার নিদর্শন :—

জড় ও জড়ের গুণ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ।

জড় পদার্থ দুই প্রকার, সজীব ও নির্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জীব বলা যায়, যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থ-বিদ্যা।

১০। **ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।** ১ম ভাগ—ইং ১৮৭০; ২য় ভাগ—ইং ১৮৮৩।

ইহার ১ম ভাগের (পৃ. ১০৬+২১৪) আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

The Religious Sects of the Hindus **ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। প্রথম ভাগ। কলিকাতা। সংস্কৃত, নূতন সংস্কৃত ও গিরিশবিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৭৭।**

এই গ্রন্থের "উপক্রমণিকা" ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কিরূপে এই উপাসক-সম্প্রদায় রচিত ও সংগৃহীত হইল, এক্ষণে পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্যক। কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্ত্তৃক ব্রজ-ভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার সবিস্তর বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান্ হ, হ, উইল্‌সন্ ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপাসক-সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক্ রিসর্চ্ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিথল-ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।

ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়। এতাদৃশ বহু পূর্ব্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ-প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা ভদ্র-সমাজে একেবারে অবিদিত নাই।...শকাব্দ ১৭৯২।

১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

৩য় ভাগ অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার পাণ্ডুলিপি হইতে মাসিক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

(১) "শিবনারায়ণী সম্প্রদায়"—'সাহিত্য', বৈশাখ ১৩০৬।

(২) "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"—'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৭।

১১। **প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার।** ইং ১৯০১। পৃ. ২০৯।

এই পুস্তকখানি শ্রীরজনীনাথ দত্ত-সম্পাদিত। সম্পাদক "বিজ্ঞাপনে" লিখিতেছেন :—

আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড।...

পত্রাবলী

যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ বসুকে মেদিনীপুরে লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের কতকগুলি পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালের

ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৫৭১-৮০) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মাতৃভক্তি।

আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্তু পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয় তাঁহার স্নেহময় মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয় এত দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মূলিত হইল। যদিই তাহাই ঘটে, আপনকাব রচিত, মধুময়, শোকসংহারক প্রস্তাবটি পাঠ করিব।

* * *

সহৃদয়তা।

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদেব ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পবমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।

* * *

বাঙ্গালা সাহিত্যেব উন্নতি।

তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবাব উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভসূচক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন তাহা লিখিতে অবশ্য বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের বিস্তর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য্য দ্বারাই এ দেশের যথার্থ হিত হইতে পারে।

বিধবাবিবাহ প্রচলন।

আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ক্রুটি করিবেন না। জয়োস্তু! জয়োস্তু!

স্বরসিকতা।

এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্রাসুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [১২৫৮] রজনীযোগে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুশীতল হইয়াছে। বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুর এখানে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে [অর্থাৎ মেদিনীপুরে] গিয়া উদয় হয় এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীব সুস্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

* * *

আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

* * *

আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষস্য বিষমৌষধং।" বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া

বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-লিখিত জীবনীতেও অক্ষয়কুমারের দুই-চার-খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— চৈত্র ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২'২—৩০।১১।১৯৪২

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ তারাশঙ্কর তর্করত্নের নামের সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাঁহার রচিত 'কাদম্বরী'র সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিংশ শতাব্দী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিচয়ের সূত্রটুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ এই তারাশঙ্করের প্রভাব এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রও বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষার এক প্রান্তে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' এবং অন্য প্রান্তে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। সুতরাং বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের স্থান আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

ছাত্র-জীবন

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে ১৩ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কাস্ট্ সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ

করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.
Secy. to the Council of Eduction.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R. N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates, Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25. I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
G. T. Marshall

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 150

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies ; that he has made fair progress in the English Language and

Literature ; and that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852.

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পদে তারাশঙ্করকে সুপারিশ করিয়া ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

...Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint

Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

নদীয়া সাব্-ইন্স্পেক্টর

১ মে ১৮৫৫ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিস্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুল্সের পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে কয়েক জন সাব্-ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তারাশঙ্করকে তিনি নদীয়ার সাব্-ইন্স্পেক্টর নির্ব্বাচিত করেন। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া, তারাশঙ্কর মাসিক ১০০৲ বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

তারাশঙ্কর যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।** ইং ১৮৫০।

এই পুস্তিকাখানি প্রথমে হেয়ার-পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা হিসাবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ৭ই নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

> **স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।**—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা

করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভা-হইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।...

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পয়ঃপান দ্বারা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যে রূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড় ঘন ঘটায় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন করিয়া যে রূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট করিয়া হৃদয়কে হৃষ্ট ও প্রফুল্ল করে। সেই বিদ্যামৃত পান করিলে স্ত্রী লোকেরা সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ? বরং আরও পুরুষদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগের সংসারের অশেষ দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণ ও ধন বর্দ্ধনের চিন্তা দ্বিতীয়তঃ তাহার সুনিয়মে ব্যয় তাবৎ চিন্তাই পুরুষদিগকে করিতে হয়। কি কহিব কোন স্থানে এক খানি পত্র লিখিতে হইলে পুরুষের উপাসনা ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হয় না। কোন গৃহস্থ বিদেশে গমন করিতে বাধিত হইলে তাঁহার অগ্রে

এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে কে থাকিবে ও কি রূপে গৃহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের জমিদারি অথবা বাণিজ্য কিম্বা লাভ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে তাঁহাদিগের পুরুষ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে চলে না। তদ্বিষয়ক লেখা পড়া ও হিসাব আমাদিগের অভাগা স্ত্রী লোকেরা কিছুই জানে না তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাকা বই ত্রিশ টাকা কহিতে জানে না সুতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যোষিদগণের হস্তে তাবৎ বিষয় কর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দুষ্ট লোকেরা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপর উপায় দ্বারা তাহার বিষয় হস্তগত করে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রী জনকে প্রতারণা করা অতি সহজ। কিন্তু তাহারা লেখা পড়া জানিলে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ও তদ্বিষয়ক সকল লেখা পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে। রাণী ভবানী যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিতেন তবে তাঁহার স্বামি মরণানন্তর কথন তাবৎ বিষয় রক্ষা করিতে পারিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না। রাণী ভবানীর এতাদৃশী কীর্ত্তি যে বাঙ্গলায় অদ্যাপি সকল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শাস্ত্রকারেরাও ধন রক্ষণ ও ধন ব্যয়ের ভার স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। —২য় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩৩।

২। **পশ্বাবলী।** ইং ১৮৫২। পৃ. ১৭২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

৩। **কাদম্বরী।** ইং ১৮৫৪। পৃ. ১৯২।

KADAMBARI Bengali By Tara Shankar Sharma Calcutta Printed at the Sanscrit Press 1854.

কাদম্বরী। বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১১।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরীনামে যে মনোহর গদ্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটী মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।···কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয় ৩ আশ্বিন সংবৎ ১৯১১

গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' (ইং ১৮৮০) পুস্তিকায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চরিতের পর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্ম মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জন্‌সোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালার গদ্যছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস।—পৃ. ৬৯।

রচনার নিদর্শন :—

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে

পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদ্গদবচনে নানা প্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শরদ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে। উহার শাখা প্রশাখা সকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার আশয়ে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়-পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণদূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্য সামগ্রী আনে ও যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫-৭।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়; সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদ দিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫-৪৬।

৪। **রাসেলাস**। ইং ১৮৫৭। পৃ. ৮+২৪২।

RASSELAS A Free Translation by Tara Shankar Tarkaratna. রাসেলাস। Calcutta: The Sanskrit Press. College Square No. 1. Printed And Published By Hurish Chandra Tarkalankar 1857

পুস্তকে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত-কালেজ। ২৫ এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।"

"ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত···ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।" রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

> তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন। রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন। এবং আমোদ আহ্লাদে কাল ক্ষেপ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভাল বাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে বসিতেন, নির্জ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন। কখন কখন তানলয়বিশুদ্ধ সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন ও নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত এবং পুনর্ব্বার আমোদ প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত; কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশু সকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য লোচনে অবলোকন করিতেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮-১৯।

কবি হইবার মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বস্তু দেখিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম্ভ হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মনোযোগ পূর্ব্বক সকল বস্তু দেখিতাম। বনের সমুদায় বৃক্ষ, উদ্যানের সমুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদায় কুসুম, আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্ব্বতের ভগ্ন প্রস্তর ও প্রাসাদেব উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, কখন বা নিদাঘকালীন মেঘমণ্ডলীর নানাপ্রকারে পরীবর্ত্ত দেখিতাম। কবিদিগের কিছুই অনাবশ্যক হয় না। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া মনে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, সমুদায়ই কাজে লাগে। কি সুন্দর, কি ভয়ঙ্কর বস্তু সমুদায়ই তাঁহাদিগের মনোমধ্যে জাগরিত থাকা আবশ্যক। যাহা দেখিলে ভয় ও বিস্ময় জন্মে এরূপ বৃহৎ বস্তু এবং যাহা দেখিলে প্রীতি জন্মে এমন ক্ষুদ্র বস্তু, সকলই তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। উদ্যানের তরু, লতা, অরণ্যের পশু, ভূগর্ত্তস্থিত ধাতু, আকাশের উল্কা সমুদায় তাঁহাদিগের মনে নিরন্তর সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কারণ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভূষিত ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, সমুদায় জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। যিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন তিনি অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ও নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া আপন বর্ণনাকে অলঙ্কৃত এবং পাঠকবর্গকে সৎপথে আনীত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৭-৫৮।

মৃত্যু

তারাশঙ্করের সঠিক মৃত্যুকাল জানা যায় নাই। তবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি জীবিত। ইহার

অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর অল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের জীবনেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের সংবাদপত্র-জগতে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তত দিন পর্য্যন্ত বাংলা সংবাদ-পত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলতঃ এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কারনীতির বাহন করিয়া তিনি বাংলা দেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম, কুৎসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুভ্রশুচিতামণ্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অচিরাৎ বাংলা দেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে সাহিত্য-সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।

বাল্যজীবন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

> কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।
>
> দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন।—পৃ. ২৮৫-৮৬।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১২ বৎসর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। পর-বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

> **...Dwarakanath Vidyabhusan...studied for twelve years seven months...Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic,**

Logic, Theology, Law and English...On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.

Fort William

1st January 1845.

দ্বারকনাথ হিন্দু-ল কমিটির প্রশংসাপত্রও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্ট (পৃ. ৫৩) পাঠে জানা যায়, ছয় জন ছাত্রের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথই হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষক সাদার্লাণ্ড সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"I have only recommended Dwarkanath for a diploma,..."

কর্ম্মজীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। এই শূন্য পদে পরবর্ত্তী ১৬ই নবেম্বর হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।

২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী

জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন:—

> The Second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College who, I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach. In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law. He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. This youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রিন্সিপ্যালের সহকারী

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে হইতে ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ প্রিন্সিপ্যালের সহকারি-রূপে মাসিক ১০০৲ বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর

নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ (মডেল) বঙ্গবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়াছিল। তিনি এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শনে বাহির হইলে, প্রধানতঃ তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে অস্থায়ী ভাবে কাজ চালাইবার জন্য দ্বারকানাথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদত্যাগ করিলে, তাঁহার স্থলে ১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ মাসিক ৯০্ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৭ ডিসেম্বর তারিখে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনকে লিখিয়াছিলেন :—

> Pundit Sreeshchandra Bidyaratna Professor of Literature in the Sanscrit College having been appointed Law Officer of the Moorshidabad Circle I have the honor to recommend Pundit Dwarkanath Bidyabhushan Assistant to the Principal of the College for the Professorship. The latter Officer is a man of extensive acquirements and is in my humble opinion, fully competent to do justice to the post. He gave satisfactory proof of his abilities as a Teacher while serving as 2d Professor of Grammar previous to his present employment.

অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ

কিছু দিন হইতে দ্বারকানাথের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি যথারীতি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে দ্বারকানাথের পেনশন মঞ্জুর হয়; তাঁহার পেনশনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৬৯৷১০। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকরি হইয়াছিল—"২৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন"; পেনশন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স—"৫৩ বৎসর

৩ মাস” ছিল। এই পেনশন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কলেজ		আরম্ভকাল		সমাপ্তিকাল	
পুস্তকাধ্যক্ষ	৩০৲	১৬ নবেম্বর	১৮৪৪	১৩ জানুয়ারি	১৮৪৫
২য় ব্যাকরণ-অধ্যাপক	৫০৲	১৪ জানুয়ারি	১৮৪৫	১৪ মে	১৮৫৫
প্রিন্সিপ্যালের সহকারী	১০০৲	১৫ মে	১৮৫৫	৩০ নবেম্বর	১৮৫৫
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	৯০৲	১ ডিসেম্বর	১৮৫৫	১১ জুন	১৮৬৩
	১০০৲	১২ জুন	১৮৬৩	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৮৬৬
	১২০৲	১ মার্চ	১৮৬৬	২৭ মে	১৮৭০
	১৫০৲	২৮ মে	১৮৭০	৯ আগষ্ট	১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি		১০ আগষ্ট	১৮৭২	৩১ আগষ্ট	১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	১৫০৲	১ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	২ সেপ্টেম্বর	১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি		৩ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	১৭ সেপ্টেম্বর	১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক		১৮ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	৩০ জুন	১৮৭৩

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

দ্বারকানাথ প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; ইহার অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য। তাঁহার সময়ে সুলিখিত পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল। প্রকাশকাল-সমেত এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। **নীতিসার।**

‘নীতিসার’ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ভাগ (সংবৎ ১৯১২, ৫ই চৈত্র) ও দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১৪ ; সংবৎ ১৯১৩, ১০ই বৈশাখ)

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চাঁপাতলা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (*I. O. L. Cat.*, p.191)।

'নীতিসার' "বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ" রচিত হয়। রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম ভাগ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> পাপ কর্ম্ম করিলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। পাপের ফল দুঃখ।
>
> কালীর মত দুষ্ট বালক প্রায় কেহ কখন দেখে নাই। কালী লেখা পড়ায় অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিল। পাঠশালায় গিয়া অন্য অন্য বালকের সহিত গল্প ও কলহ করিত। নিজে কিছু করিত না, অন্যকেও কিছু করিতে দিত না। অসতের সংসর্গ অতিশয় কদর্য্য। যে অসতের সংসর্গে থাকে, তাহার মঙ্গল হয় না। অসতের সংসর্গে থাকিলে সতেরও স্বভাব দূষিত হইয়া যায়।

২। **রোমরাজ্যের ইতিহাস**। ইং ১৮৫৭। পৃ. ২৫০।

> রোমরাজ্যের ইতিহাস লিয়োনার্ড স্মিট্জ ও আর্নল্ড কৃত রোমীয় ইতিহাস-হইতে সংগৃহীত কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত প্রথম ভাগ কলিকাতা চাঁপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৬৪ শাল মূল্য দুই টাকা

রচনার নিদর্শন :—

> গ্রন্থকারদিগের অনেকের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থের প্রয়োজন এবং প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন। এই রীতি কোনরূপে নিন্দনীয় নহে। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি, গ্রন্থপাঠে কি উপকার লাভ হইবে, এ কথা অগ্রে বলিয়া দিলে পাঠক গণের সমধিক উন্মুখতা এবং সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমি গ্রন্থকারদিগের এই চিরাবলম্বিত প্রথার অনুগামী হইয়া প্রথমে গ্রন্থের সপ্রয়োজন অভিধেয়

নির্দ্দেশ করিতেছি। এই গ্রন্থে রোম নগরের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইবে। ইতিহাস পাঠ করিলে যে উপকার লাভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠে সেই ফল অখণ্ডিতরূপে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

কত প্রকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে; মানুষের যত্ন ও বুদ্ধিবলে কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে; মানুষের সদ্‌গুণ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা কত ইষ্টফল এবং পাপ ও অসৎকর্ম্ম দ্বারা কত অনিষ্ট ফল উৎপাদিত হয়; রোমরাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে এই সকল বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়।

৩। **গ্রীসদেশের ইতিহাস**। ইং ১৮৫৭। পৃ. ৩৫৭।

গ্রীসদেশের ইতিহাস। প্রথমাবধি রোমকদিগের অধিকার পর্যান্ত লিয়োনার্ড স্মিজ মহোদয়ের কৃত গ্রীসদেশীয় ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালা সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা চাঁপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৬৪ সাল মূল্য এক টাকা চারি আনা

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশীয়েরা সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। কি প্রাচীন, কি নব্য, কোন কালের কোন জাতিই বিষয়বিশেষে তাহাদিগের তুল্য উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। একদা তাহাদিগের সভ্যতা দ্বারা জগতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বহুজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা অতিশয় আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ লিখিতে কহেন এবং একখানি ইংরাজী গ্রীসদেশীয় ইতিহাস আনাইয়া দেন। ঐ মহাশয় যথোচিত যত্ন ও উৎসাহ প্রদান না করিলে এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচারণ এত শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া ভার হইত।

লিয়োনার্ড স্মিজ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় গ্রীসদেশের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় কতগুলি শব্দ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদর্থ বোধক শব্দ নাই। সেই শব্দ গুলি নূতন সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। সেই সকল শব্দ ও তাহার অর্থ গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখিত হইল। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১২৬৪ সাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ।

৪। **সুবুদ্ধি ব্যবহার।** ইং ১৮৬০। পৃ. ৫৭।

সুবুদ্ধি ব্যবহার। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। চাঁপাতলা বাঙ্গলা—যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৬৭ সাল ১২ জ্যৈষ্ঠ মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশ এইরূপ :—

লার্ড বেকনের প্রণীত এডবান্সমেণ্ট অব লার্নিং নামে যে গ্রন্থ আছে বেকন তাহাতে সলোমন প্রভৃতির কয়েকটি উপদেশ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি সেই গুলি অনুবাদ করিয়া সুবুদ্ধি ব্যবহার নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এতৎ পাঠে বালকদিগের ধর্ম্মনীতি, নীতি ও রাজনীতি জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে।

রচনার নিদর্শন :—

"মৃদু উত্তরে ক্রোধ শান্তি হয়"।

যদি কোন রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তি তোমার উপরে ক্রোধ করেন, আর, তোমার কথা কহিবার সময় উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে সলোমন দুটি উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম, উত্তর দান করিতে হইবে; দ্বিতীয়, সেই উত্তর নম্র ও বিনীত হইবে। প্রথম উপদেশের তিনটি তাৎপর্য্য আছে। ১, যদি তুমি চুপ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বোধ হইতে পারে, হয়, তোমার দোষ আছে বলিয়া তুমি উত্তর দিতে পারিতেছ না, অথবা তুমি আত্মদোষ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত যে ন্যায়ানুগত বাক্য কহিবে, কোপপরায়ণ প্রধান ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন না।

প্রথম কল্পে সমুদায় দোষ তোমার স্কন্ধেই পতিত হইবে। দ্বিতীয় কল্পে প্রকারান্তরে প্রধান ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হইবে। ২, তুমি উত্তর দান ও আত্মদোষ ক্ষালন চেষ্টা বিষয়ে অধিক বিলম্ব করিও না; সেরূপ করিলে লোকে বোধ করিবে, হয়, সেই প্রধান ব্যক্তির ক্রোধ অধিক, তুমি ভয়প্রযুক্ত উত্তর দানে সমর্থ হইতেছ না, অথবা তুমি কোন চাতুরীগর্ভ কৃত্রিম উত্তরের সৃষ্টি করিতেছ। প্রথম কল্পে বাস্তবিক যদি প্রধান ব্যক্তির ক্রোধ অধিক না হয়, তাঁহার প্রতি অন্যায় অধিক ক্রোধের আরোপ করা হইবে; দ্বিতীয় কল্পে তোমার স্বভাবের দোষ আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অতএব তোমার আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত অবিলম্বে তৎকালোচিত সরল উত্তর দান কর্ত্তব্য। ৩, যথার্থ উত্তর করিতে হইবে। কিন্তু সেই উত্তরে কেবল তোমার অপরাধের স্বীকার করামাত্র না হয়, সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনাও যেন থাকে। কারণ অপরাধ স্বীকার করিলেই সকলে ক্ষমা করেন না; তাদৃশ সং উদারাশয় লোক জগতে অতি বিরল। দ্বিতীয় উপদেশের তাৎপর্য্য এই, উত্তর মৃদু ও মধুর হইলে কোপোদ্দীপন হয় না।

৫। **ভূষণসার ব্যাকরণ।** ইং ১৮৬৫। পৃ. ৫৮।

ইহা "নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গলা ব্যাকরণ"। ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়। আমি এখনও এই পুস্তকখানি কোথাও দেখি নাই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব্ব, ৩২ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৮) ইহার যে সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইহার প্রণেতা সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং বঙ্গীয়-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালী রচনায় সময় ক্ষেপ করিতে হয়,

এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালী ভাষার বিহিত মর্ম্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথাপ্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া তেঁহ অল্পমতিদিগের উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের জন্মদানে প্রবৃত্ত হন। তাহার ভূমিষ্ঠ-হওন-সময়েও দুন্দুভি-ধ্বনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে "গ্রন্থকারদিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রীতির অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক ফলোপধায়ী হয় নাই। যাঁহাদিগের বাঙ্গলা রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহাদিগেরও গ্রন্থে কএকটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়াছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্ব্বোধ বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা রচনা এমনি দুরূহ হইয়াছে যে বালকের দূরে থাকুক বৃদ্ধেরও দন্তস্ফুট করা ভার। এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণজ্ঞেয় অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, আর কতকগুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা হইয়াছে।" অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম "ভূষণসার" হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদিগের প্রবিষ্টতা ক্ষমতার অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুরূহতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষুন্ন হইতে হইয়াছে।...

৬। **বিশ্বেশ্বর বিলাপ।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ১০৫।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। শ্রী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। সোম-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল। মূল্য ।৷৹ আট আনা।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে"র অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এখন যাবতীয় তীর্থ স্থানেরই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তীর্থস্থান-গুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কাশী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান, পাপও এখানে সর্ব্বপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণন করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশ্বেশ্বর কাশীর অধিপতি। তাঁহার মুখে পাপ গুলি বর্ণিত হইলে পাঠকগণের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া গ্রন্থের বিশ্বেশ্বর বিলাপ এই নাম দেওয়া হইল।...

বাঙ্গলা ভাষার কবিতা সরল ও সহজ ভাষায় রচিত না হইলে মনোহারিণী হয় না। পূর্ব্বকার বাঙ্গলাকবিরা এই নিগূঢ় মর্ম্মটী বুঝিতেন। তাঁহারা ঐ রীতিতে রচনা করিয়া কৃতার্থতা লাভও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্য কবিরা এ মর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহারা কবিতাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া এরূপ কঠিন করিয়া তুলেন যে সহজে তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। এই কারণে এখনকার কাব্য গ্রন্থ গুলি প্রায়ই সহৃদয় ব্যক্তিদিগের একান্ত অনাদৃত হইয়া থাকে। আমি সেই অনাদর দর্শন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের পথের পথিক হইয়াছি।

নীতিবিষয়ক উপদেশ দান এ গ্রন্থের অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য।...

১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র।

রচনার নিদর্শন :—

যেমন বরিষা হলে পৃথিবীর তলে তলে
ধীরে করে সলিল প্রবেশ।
ইংরেজী সেই ভাবে দেখিলে দেখিতে পাবে
ছেয়ে নিল ক্রমে সব দেশ।

বৈদিক ধরম ক্ষীণ হইতেছে দিন দিন
বাড়িতেছে ইঙরেজী দল।
ইঙরেজী শিখে যারা স্পষ্ট ভাবে বলে তারা
পাথরে পূজিয়া কি বা ফল॥
যাহা আলম্বিয়া ভব তব এত প্রাদুর্ভব
তার মূলে করিছে আঘাত।
জপ তপ দান ধ্যানে যাগ যজ্ঞে নাহি মানে
এ সকলে ভাবে উতপাত॥

... ...

কেমনে ভারত ভূমি জঠরে ধরিলে তুমি
এ সকল কুষ্মাণ্ড সন্তান।
তোমার এদের হতে নাহি দেখি কোন মতে
হবে কিছু শ্রেয়ের বিধান॥
যাহার দেখিতে পাই স্বজাতিতে প্রেম নাই
তার নাই স্বদেশের মায়া।
স্বদেশের মায়া বিনা বাজে না উন্নতি বীণা
নাহি কৃপা করে বিষ্ণুজায়া॥
যে দেখি এদের গতি ভারতের অধোগতি
কেন বা না হবে দিগম্বর।
স্বাধীনতা হারা হয়ে চির পরাধীন রয়ে
দুখভার বহিছে বিস্তর॥
আর না দেখিবে তুমি এমন উর্ব্বর ভূমি
স্বর্ণময় শস্যের আগার।
কিন্তু দেখ চমৎকার হেথা সদা হাহাকার
উদরান্ন জুটে উঠা ভার॥

বিদেশিরা এই দেশে দেখ শুধু হাতে এসে
করে কত ধনের সঞ্চয়।
লয়ে যায় ধনরাশি যতেক ভারতবাসী
ফেল ফেল করে চেয়ে রয়॥

৭। **উপদেশমালা,** ১ম ভাগ। ইং ১৮৮৩, পৃ. ৭৪।

উপদেশমালা। প্রথম ভাগ। বালকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার্থ পদ্যময় গ্রন্থ। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৯০ সাল। মূল্য দুই আনা।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

উপদেশমালা।

আমি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ পদ্যে কতকগুলি নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া উপদেশমালা নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা ভাগ ভাগ ক্রমে বিরচিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। উপদেশমালা পদ্যে রচনা করিবার কারণ এই, এ দেশের গ্রন্থকারেরা অভিধান ও ধাতুপাঠ পর্য্যন্ত পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে এ দেশীয়দিগের পদ্যে রুচি স্বভাবসিদ্ধ। বালকবালিকারা গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিক ভালবাসে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। গদ্য অপেক্ষা পদ্য সহজে কণ্ঠস্থ হয় এবং উহা দীর্ঘকাল স্মৃতিপথে থাকে। নীতিবাক্যগুলি বালকবালিকাদিগের সদা মুখস্থ থাকে, ইহা একান্ত অভিপ্রেত। কারণ, ইহা চরিত্র সংশোধনের একটী প্রধান উপায়। শৈশব হইতে চরিত্র সংশোধন না হইলে চরিত্র পবিত্র হয় না। পদ্য দ্বারা শব্দশাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হয়। বালকবালিকারা অনেক নূতন শব্দ শিখিতে পারে। যথা—কোন পদ্যের প্রথম চরণের শেষে সাহসশব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার মিল-রক্ষার্থ দ্বিতীয় চরণে সাধ্বসশব্দ প্রয়োগ দূষণাবহ হয় না। এই সকল কারণে আমি পদ্যে নীতি প্রচার সংকল্প করিয়াছি।

উপদেশমালায় ছাত্রগণের প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মাইবার নিমিত্ত উদাহরণস্থলে কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় উপন্যস্ত হইয়াছে। যথা— অর্জ্জুনের তপস্যা ও কিরাতরূপধারী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ। এ দেশের কেবল বালকবালিকা কেন, যুবক ও প্রৌঢ়ারাও কোন একটী অলৌকিক কাণ্ড দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হন। সুতরাং সেই অলৌকিক কাণ্ডের স্বরূপ নিরূপণ ও কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্তি বিধান করিতে পারেন না। আকাশে ধূমকেতুর উদয় হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলে আকুল হইয়া থাকেন। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে শঙ্খ কাংস্য বাজাইয়া দেশ মাতাইয়া তুলেন। যে দেশের লোকের স্বভাব এখনও এরূপ শোচনীয় হইয়া আছে, সে দেশে এমন পুরুষও জন্মিয়া গিয়াছেন, যিনি কিরাতের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত ও অধ্যবসায় হইতে বিচলিত হন নাই। যখন নিতান্ত নিঃসম্বল হইলেন, তখনও সাহস-সহকারে বিপক্ষের বক্ষস্থলে দৃঢ়তর মুষ্টির আঘাত করিলেন। এই সকল চেষ্টা দেখিয়া বালকদিগের অধ্যবসায় ও সাহসাদিবিষয়ে দৃঢ়তর প্রবৃত্তি জন্মিবে বলিয়া উক্ত উদাহরণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

... ...

১২৯০ সাল।
১ লা আশ্বিন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ।
চাঙ্গড়িপোতা
জেলা ২৪ পরগণা সোণারপুর ডাকঘর।

'উপদেশমালা' ২য় ভাগও খুব সম্ভব ১২৯০ সালে প্রকাশিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৬।

৮। **সাংখ্যদর্শন**। ইং ১৮৮৬। পৃ. ৩০০।

সাংখ্যদর্শন। মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ সোমপ্রকাশ সম্পাদক সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর ৺ দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৩।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ ঃ—

> সাংখ্যদর্শন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পরিতাপের বিষয়, যে মহাত্মা এত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার মুদ্রাকার্য্যের শেষ ও প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তিনি ইহার অনুবাদাদি সমুদায় শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন।···

* * *

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ···৸০"।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র পরিচালন

দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

> বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল।

সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৫।

'সোমপ্রকাশ'

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন; ইহা প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> এই পত্র প্রতি সোমবার চাঁপাতলা এমহরেষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

"তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৮)।

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব, মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ

চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" *

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্ম্মবাহুল্যের দরুন দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ২ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্মুখ হইব না।...

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ই জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

* "১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় পুত্র দ্বারকানাথকে সহায় করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতায়ু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।"—শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৬।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া…কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়।*

'সোমপ্রকাশ'-প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

> দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।…যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল।…তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা, এবং তাহাও অগ্রিম দেয়।…ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।
>
> সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় ; ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৭-৮৮।

* 'সোমপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে (পৃ. ২৪৭-৫০) দ্রষ্টব্য।

‘কল্পদ্রুম’

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে দ্বারকানাথ ‘কল্পদ্রুম’ নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’ ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়। অপটু স্বাস্থ্য লইয়া দ্বারকানাথ বেশী দিন ‘কল্পদ্রুম’ পরিচালন করিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর—১২৯১ সাল পর্য্যন্ত চলিয়া ইহা লুপ্ত হয়।

শেষ জীবন

দ্বারকানাথ বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। পাপের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানধ্যানাদির কথা সে-যুগে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি স্বগ্রামের বহু উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই ব্যয়ে হরিনাভিতে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

> বার্দ্ধক্যে একটী বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের শাসন ও ধর্ম্মের উপদেশ রহিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন।...সাধারণ মানুষের ধর্ম্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, পৃ. ২৮৯।

দ্বারকানাথ এই সময় বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বাস্থ্য-লাভের আশায় তিনি জব্বলপুরের অন্তর্গত সাতনায় গিয়া বাস করিতে-ছিলেন। তথায় ২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২—১৮৫৯

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৮

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৩.২—১৯।১।১৯৪৪

Read.

যে কোনও দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, নিতান্ত অকারণে আমাদের প্রবহমাণ জীবনধারায় বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সমুদ্রগর্ভে জলোচ্ছ্বাসের মত ক্বচিৎ এক-এক জন লোকের আবির্ভাব হয়; ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশের সহিত যাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষগোচর সম্পর্ক নাই, গ্রহ-উপগ্রহ-পরিব্যাপ্ত নিয়মতান্ত্রিক সৌরমণ্ডলে ধূমকেতুর আবির্ভাব-তিরোভাবের সহিত যাঁহাদের অভ্যুদয় ও তিরোধানের তুলনা করা চলে। বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বলিয়াই মনে হইতে পারে।

কিন্তু ইহা আপাতদৃষ্টির কথা। একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা অন্যরূপ দেখিব। আমরা বুঝিতে পারিব, বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে গুপ্ত-কবির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং অমোঘ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁহার স্থান অনন্যসাধারণ। নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের চিহ্ন-পরিচয়-হীন ফল্গুধারাকে তিনি আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গোত্রীর মত আলো-বাতাসের রাজ্যে উৎসারিত করিয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হইয়াছে এবং অন্য দিকে কবি ও শিল্পী ভারতচন্দ্রের কবি-টপ্পা-পাঁচালি-হাফ আখড়াইয়ের খিড়কি-দ্বারে যে সম্ভ্রমহীন গ্রাম্যতায় বাংলা কবিতার অপমৃত্যু হইতে বসিয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় তাহাই ঐশ্বর্য্য-সমারোহে উন্নীত হইয়া সদরের রাজপাটে নবজীবন ও মুক্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ বাংলা

কাব্য-সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা। এক দিকে তিনি হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), গোঁজলা গুঁই, নিতাই বৈরাগী, রাসু-নৃসিংহ প্রভৃতি 'কবি'-কুলের শেষ ও সক্ষম প্রতিনিধি এবং অন্য দিকে দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল ও মনোমোহনের (বসু) গুরু ও শিক্ষাদাতা তিনিই। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলস্টোনের মত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন ; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজঞ্জালে সে দিনের সুস্পষ্ট পরিচয়-চিহ্নটি ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে। মহাকালের ঊর্দ্ধে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা করিয়া যে-প্রতিভা আপনাকে সমুন্নত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতীয় প্রতিভাবান্ ছিলেন না। দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার তুলনা করিতে গিয়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে।·· আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।··· কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।—ভূমিকা : দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী।

ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এই জন্যই আমাদের স্মরণীয়। তাঁহার জীবনী ও কাব্য সম্যক্ অনুধাবন করিলে তদানীন্তন বাংলা সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের মূল কেন্দ্রটিও আমাদের লক্ষ্যগোচর হইবে। এই কেন্দ্র হইতে আমরা বাহির ও ভিতরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ত্তমানে বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না; অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পক্ষে এই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত আবশ্যক।

ঈশ্বরচন্দ্রকে বিস্মৃত হইবার অপর কারণ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

> ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।

সেই ইংরেজীয়ানার যুগে "ডাহা ইংরেজের" নিকট "খাঁটি বাঙ্গালী" পরাস্ত হইয়াছিলেন।

জীবনী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তাঁহার জীবন মাত্র ৪৭ বৎসরের; ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্গুন শুক্র বারে কাঁচরাপাড়ায় তাঁহার জন্ম এবং ১২৬৫ সনের ১০ই মাঘ শনি বারে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত দরিদ্র ছিলেন, প্রথমে কবিরাজী করিতেন, পরে কবিরাজী ব্যবসায় ছাড়িয়া গ্রামের নিকটে শেয়ালডাঙ্গার কুঠিতে মাসিক আট টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার নাম ছিল শ্রীমতী দেবী। দশম বৎসরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর তিনি

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। শৈশবে লেখাপড়া বিশেষ না শিখিলেও অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন এবং কবি ও হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন, এবং তখন হইতেই মেকির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশেষ কারণে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই, কিন্তু স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার অভাব উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত।...তাহা হইলে তাঁহাব সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।

জোড়াসাঁকোতে অবস্থানকালে পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত গোপী-মোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বের ফলে ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ও উৎসাহে এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র জন্ম এবং ইহা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন।

'সংবাদ প্রভাকর' বাহির করিবার তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ। এই উনিশ বর্ষবয়স্ক যুবকের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' অচিরকালমধ্যে খ্যাত হইয়া উঠে

এবং তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ও কৃতবিদ্য লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি; 'সংবাদ প্রভাকর'ই এক দিন বাংলা-সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা ছিল, বাংলা গদ্য-রচনারীতি প্রভাকরের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিওয়ালাগণের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে-সকল কবিতা ও গান আমরা নানা সংগ্রহ-পুস্তকে দেখিয়া থাকি, তাহার পনর আনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ। এই কাজে তিনি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ক্রুটি করিতেন না। তিনি প্রায় দশ বৎসরকাল কবিতা সংগ্রহের জন্য বাংলার নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন :—

> প্রাচীন কবি।—…আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্ব্বে ৺ রামপ্রসাদ সেন, ৺ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, ৺ রাম বসু, ৺ নিতাইদাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺ হরু ঠাকুর, ৺ অজু গোঁসাই, গোঁজ্‌লা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺ রাসু নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইহাঁরা এই বিশ্ব বিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।...

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের মাস-পয়লার কাগজে এই সকল কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; কয়েকটির তালিকা দিতেছি—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	··· ১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
৺ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	·· ১ শ্রাবণ ১২৬১।
৺ রাম [মোহন] বসু	·· ১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ নিত্যানন্দদাস বৈরাগী	·· ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ হরু ঠাকুর	··· ১ পৌষ ১২৬১।
৺ রাসু, নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	···১ মাঘ ১২৬১।

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিওয়ালার রচনা তাঁহাদের জীবনচরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।* এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হস্তক্ষেপ না করিলে বাংলার বহু প্রাচীন কবিগীত একেবারে লোপ পাইত। এই প্রবৃত্তির মূলে ছিল তাঁহার অসাধারণ

* ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরনিবাসী শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে এই সকল গীত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকেও হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির গানের কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

স্বদেশপ্রীতি, তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার প্রমাণ এই পুস্তকের অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার "স্বদেশ" কবিতায় আছে।

আবার অন্য পক্ষে কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক সভা-সমিতিতে সম্পাদক পরিচালক ইত্যাদি ভাবে যোগদান করিয়া তিনি কালের গতির সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', টাকীর 'নীতিতরঙ্গিণী সভা', দর্জিপাড়ার 'নীতি-সভা' প্রভৃতির সভ্য-পদে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন—

> সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।

তিনি যে-সকল গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনীর ইহাই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কবিত্ব ও কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও যুগ-প্রভাবে আধুনিকতার ছাপ তাঁহার লেখায় পড়িয়াছে এবং তিনি আধুনিক বহু বিষয়কে কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।...আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট বড় একটা জানিত ছিলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে—

> মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।...কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।...তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।

তাঁহার ব্যঙ্গ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

> ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শক্রতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না।...কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক কথা ও পদ এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ আমরা অনেকেই সেগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের বলিয়া অবগত নহি। দৃষ্টান্ত: তদানীন্তন কলিকাতা সম্বন্ধে—

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি।

ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া—

তুমি হে আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম"।

বিবিদের উপলক্ষ করিয়া—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

... ...

বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে।

বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে—

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।

নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে স্তুতি করিয়া—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,

শিখি নি সিং বাঁকানো,

কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।

যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,

গামলা ভাঙে না।

আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,

ঘুসি খেলে বাঁচব না।

ইংরেজীয়ানাকে লক্ষ্য করিয়া—

বুঝি হুট্ বোলে, বুট পায়ে দিয়ে,

চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

পাঁঠা সম্বন্ধে—

এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।

নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

দেশপ্রেম সম্বন্ধে—

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।

তখনকার দিনের নাটক সম্বন্ধে—

না-টক না মিষ্টি ।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে—

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা

তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃত-জনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে। তাঁহার কাব্য খণ্ড খণ্ড কবিতায়—বিবিধ ভঙ্গিতে বিবিধ বিষয়ে লেখা, অধিকাংশই সাময়িক। সাময়িক হইলেও গুপ্ত-কবির বহু রচনা মুখে মুখেও আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের এই সকল কবিতা মহাকালের দরবারে পরীক্ষিত হইয়া পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাঁহার তথাকথিত নাটকগুলির মধ্যেও কবিতা-অংশ কম নয়, সঙ্গীতও আছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য তাঁহার বিভিন্ন ধরণের কবিতার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহারা ব্যাপকভাবে গুপ্ত-কবির কাব্যরস আস্বাদন

করিতে চান, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'কবিতাসংগ্রহ' ও মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত 'গ্রন্থাবলী' ব্যবহার করিবেন।

সব হ্যায় ফাক

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দাও পাক্।
পোসাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িগুটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, শোভা করে নাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক্ লাক্।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

খল ও নিন্দুক

মহৎ যে হয় তার, সাধুব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥

কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই, মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর, কোনখানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন করে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

নির্গুণ ঈশ্বর

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব লোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥

হায় হায় কব কার, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা!

... ...

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন॥
চারি দিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা॥
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ॥

... ...

অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু এ কি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বোলেছে তারা॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম"॥
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন?

আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হও না বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেও মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥

ইংরেজী নববর্ষ

... ...

খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর॥
মানমদে বিবি সব, হইলেন ক্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস্, ফুটিকাটা ফ্রেস্॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাথা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা॥
চিকন্ চিরুণি চারু, চিকুরের জালে।
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥

সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মৃদুহাস্যভরা।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধাহরা॥
গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক॥
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি।
রিবিণ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি॥
ঢল ঢল টল টল, বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে॥

... ...

সাড়ীপড়া এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম!
সিন্দূরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পরপুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে॥

যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত, গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো॥
পূরিবে সকল আশা, ভেবো না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ॥

পৌষ-পার্ব্বণ

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥
সারা নিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার॥

তুক্ তাক্ মন্ত্রতন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল্, শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্॥
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া॥

... ...

মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে?
সাত জন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু, মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর॥

হাসি হাসি মুখখানি, অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া॥
হ্যাগা দিদি এই শাক, রাঁধিয়াছি রেস্তে।
মাথা খাও সত্যি বল, ভাল লাগে খেতে॥
দিব্বি দিস কেন বোন, হেন কথা কোয়ে?
যাট্ যাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধুমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে।

... ...

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিন্না, আসনের কাছে॥
মাথা খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে, পিটে দেয় পিটে॥

আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন, চুকুলির ভাগী॥

... ...

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥

পাঁটা

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল॥
স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥

ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাপদাড়ি, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ।
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভোরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
জ্বাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লোয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোয়ে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদনহত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত॥

এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মোরে যেন ছাগী-গর্ব্ভে জন্ম লয় তারা ॥
দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান ॥

... ...

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥
হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদ নদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথাসাধ্যমতে ॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন ॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে।
সাতায় পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে ॥

চিতেন।

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টাপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না ?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস ॥
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

দুর্ভিক্ষ

বাউলচাঁদী সুর

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেমটা।

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিক্ষে ধোরে,
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসি খোয়ে ওঠেন তবে !
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে ?

যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেরা,
তাদের কাছে কেটা চাবে ?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে ॥
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।

হোয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে !
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতা পায়ে দেখতে পাবে।

হোলো কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ডভণ্ড,
হিঁদুয়ানি কিসে রবে ?
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ভবের টবে।

আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ?

যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ, বি," শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?

সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মোলেই দফা রক্ষা,
এককালে সব ফুর্‌য়ে যাবে।

যখন আস্‌বে শমন, কোর্‌বে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?

বুঝি "হুট" বোলে, "বুট" পায়ে দিয়ে,
"চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি,
কেমন কোরে ধর্ম্মে সবে?

ও ভাই ! তত দিন তো খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুক্‌নো খাবে ?

ঋতু বর্ণন

গ্রীষ্ম

আর তো বাঁচি নে প্রাণে, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি, গুমটের দাপ ॥
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ ॥
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর, জলে দিব ঝাঁপ ?
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ ॥
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

* * *

বর্ষার ধুমধাম

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে॥
সুমধুর কত সুর, ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায়॥
কড়্ কড়্ মড় মড়্, রাগে রাগ বাড়ে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে॥
ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্, নহবৎ বাজে॥
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে॥
হুড় হুড় হুড় হুড়, ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে॥
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধ্বনি।
কত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি॥
শশধর জর জর, জলধর-রবে।
তারা যারা পতিহারা, কাঁদে তারা সবে॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দুখে॥
বরষার অধিকার, হইল গগনে।
হাস্যমুখ মহা সুখ, সংযোগীর মনে॥
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে॥

৩০

বর্ষায় লোকের অবস্থা

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী,
মনোমতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥
ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বনে ঢুকে॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে॥
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে॥

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন

মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে॥
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ॥
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে॥
অনিবার হাহাকার, অর্থবল হত।
ঋণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চ্চনায় রত॥
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন॥
বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু॥
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে॥
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্ব্বাসার মত॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট॥
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্ব্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুখে॥
যাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ॥

হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট।
"অপবিত্র পবিত্রবা" উর্দ্ধ এই পাঠ॥
পূজারির কার্য্য যত, সে কেবল রোগ।
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ॥
দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী, তুমি মা জননী॥
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান॥
এত দিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা?

শীত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
অঁক্ করে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কাল সাপ॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় জড়সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জর জর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে॥

নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন মুক্ত গণি॥
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়॥
চিরজীবি ছেঁড়া কাথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত॥

সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতৈল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥

বসন্ত বিরহ

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে, কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি, বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায়, অভাগীর মন॥
পলাসে বিলাস করে, মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তার, মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান॥
সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে, আঁখি হোলো অনিমিখ॥

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি ॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তি ভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসূতি তোমারে যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাণী-করে ॥

ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মোহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥

স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হোল না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে?
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বির প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায়, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥

দৃশ্য মাত্র সর্ব্ব গাত্র, প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে, ত্রিভুবনময় ॥
প্রাণে নাহি দেরি সয়, কাঁটা আঁষ বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে, গালে দিই কাঁচা ॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে ॥
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা ॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন ॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস ॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন, কেনা কেনা, কে না করে রব?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই ॥
সব গুণে বন্ধ তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে ॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
লুণ পোড়া, পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো কোরে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে, গতি নাই আর ॥
বেনোগাঙ্গে জোর ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ ॥

কিন্তু এক মম মনে, এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ, উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি, এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে, দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ কোরে সোঁৎ ঠেলে, ভাঁটি গাং ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি, গোঁপ নেড়ে॥
শাঁক ঘণ্টা বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব, মিটে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক, মনোহর মীন।
পেট ভরে খেতে যেন পাই এক দিন॥

... ...

খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম॥
কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা?
কতরূপ ভাবসূত্র, মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে॥
গাভীন হইলে তুমি, রস তায় কত।
রাঁড়া হোলে বাড়া, সুখ নাহি হয় তত॥
তোমার ডিমের স্বাদ, সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে, ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
প্রসব করিবে যত, তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে, হবে নাকো বাঁজা॥
জন্ম এয়ো হও তুমি, রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে, হও গর্ভবতী॥

কোন মতে নাহি মেটে, বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই, তবু বাড়ে লোভ ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয়, দেবা মাত্র গালে ॥

আনারস

বন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে, মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই ॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায় ॥
সকল নয়ন মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপগৌর, চক্ষু উঠিয়াছে ॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময় ॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয় ॥
চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টি মাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত ॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে ?

লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয় ?
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা ॥
ফেলিয়া পোনেরো আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস" বলে লোক তাকে ॥
অরসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে ?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে ॥

মনের মানুষ

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই !
যাহা বলি কর তবে তাই,
দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই !
মনের মানুষ কোথা পাই ?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি সব শব,
মানুষ মানুষ করে সব।

নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার!
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার!
নর সব দেখি একাকার॥

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হও না কমল বনে ভেক্,
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্।

তুমি তো চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের[১] দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে[২] চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন?
তুমি তো চকোর বট মন॥

বল দেখি কেন এলে ভবে?
এ ভাবেতে কত দিন রবে?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে?

---

১ চাঁদ—আত্মা। ২ প্রভাতে—মৃত্যু।

আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ,
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ ॥

এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি, আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হোয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

‘বোধেন্দু বিকাস’ হইতে

ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বল্‌ছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাস্‌বে লোকে। হাস্‌বে লোকে ॥*

---

* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘জীবন-স্মৃতি’তে এই গানটি ভ্রমক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াছেন।

বল হে, জ্বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের মুখে। সাপের মুখে ॥

'বোধেন্দু বিকাস' হইতে

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পূন্নিমেতে আমাবস্যা, তেরো-পহর অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল বামী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে জর্ম্ম-অষ্টমী ॥
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজোর দিন এবার। ১

সেই ময়রা মাগী মরে গেল, মেরে বুকে শূল,
বামুনগুলো ওষুদ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কালো বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হোলো ছারে খার ॥ ২

ঐ সুজ্জিমামা পূব্ব্ দিগে অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর দখিন কোণ থেকে আজ,
বাতাস লাগ্‌চে গায়।
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া
শিং উঠেছে দুটো তার ॥ ৩

ঐ কলু রামী ধোপা শামী, হাস্‌তেছে কেমন।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন।
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥ 8

তত্ত্ব-বোধ

এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার।
অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
তোমার বিষয়ে লোক করে কত দ্বেষ।
কা'র কাছে নাহি পাই সার উপদেশ॥
বিরূপ কিরূপ তুমি না জেনে বিশেষ।
ভ্রমে প'ড়ে ভ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ॥
বৃথা এই চর্ম্মচক্ষু চিনে মাত্র ছায়া।
আছে যা'র জ্ঞানচক্ষু সেই চেনে মায়া॥
মায়া তা'র মনে আর স্থান নাহি পায়।
যেখানে মায়ার ছায়া, সেখানে না যায়॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তা'রে।
মানসের অন্ধকার যে ঘুচাতে পারে॥
গুরুমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান।
ভাবময় ভক্তাধীন তুমি ভগবান॥
ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয়।
স্বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয়॥
সদাই ভাবনা তা'র ভাব না যে লয়।
যে করে ভাবনা তা'র ভাবনা কি রয়॥
সভাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

আপনার কণ্ঠে হার দেখিতে না পায়।
ভ্রমে করে অন্বেষণ যথায় তথায়॥
আপনার নাভিপদ্ম হ'লে প্রস্ফুটিত।
কুরঙ্গ যেরূপ হয় গন্ধে আমোদিত॥
না জেনে কারণ তা'র ব্যাকুল হইয়া।
অবশেষে প্রাণে মরে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
সেইরূপ ভ্রম-জালে হইয়া জড়িত।
কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত॥
হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ন।
না হইল এক দিন বস্তু দরশন॥
আপনার ঘরে ধন থাকিতে সঞ্চিত।
আপনি আপন ধনে হলেম বঞ্চিত॥
নাহি বসে বিকসিত শতদল দলে।
ভ্রমরার ভ্রম যথা চিত্রের কমলে॥
সে প্রকার আমি নাথ না চিনে তোমারে।
কত ভোগ ভুগিয়াছি প'ড়ে অন্ধকারে॥
এখন ঘুচিল সেই মনের বিকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

গ্রন্থাবলী

যথোচিত শিক্ষাদীক্ষার অভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যকে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নের তালিকা হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

১। **কালীকীর্ত্তন**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ২৭।

শ্রীশ্রী তারা। ত্রিভুবন সারা। কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মুদ্রাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির গুণাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি। শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির ভূমিকাস্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনশ্রান্তিমস্তরয় দেবি কালিকে॥

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের

কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু।
সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে॥*

পরবর্ত্তী কালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র "কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্ত্তন' ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাভিধানভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি

* এই 'কালীকীর্ত্তন' পুস্তকখানি ৪৯শ ভাগ, ২য় সংখ্যা (পৃ. ৫৫-৬৩) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী” প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন—

কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত মহাত্মার “জীবন চরিত” এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।…এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,…।

কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

২। **কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত।** ইং ১৮৫৫। পৃ. ৬১।

ঈশ্বরো জয়তি। কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র।

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা

আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।" এই উক্তি ঠিক নহে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কালী-কীর্ত্তন গ্রন্থে'র কথা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল না।

৩। **প্রবোধপ্রভাকর**। ইং ১৮৫৮। পৃ. ১২২।

ঈশ্বরোজয়তি। প্রবোধপ্রভাকর। প্রথম খণ্ড। জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। ১ চৈত্র ১২৬৪।

ইহাতে পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।"

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার যে-সমস্ত রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। এই সকল রচনা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। **হিত-প্রভাকর**। ইং ১৮৬১। পৃ. ১৯২।

HIT PROBHAKUR. By the Late Baboo Issurchunder Goopto. হিত-প্রভাকর। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে। ১১ চৈত্র ১২৬৭।

গদ্য-পদ্যে বর্ণিত হিতোপদেশের গল্প এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

৫। মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। ইং ১৮৬২।

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ পুস্তিকাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬৯ সালে (ইং ১৮৬২)। প্রত্যেক সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

ঈশ্বরোজয়তি মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা। সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৬৯ সাল মূল্য প্রত্যেক ফরমার হিসাবে ⁄০ এক আনা মাত্র

ইহার চতুর্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫ম-৭ম সংখ্যা ১২৮০ সালে, এবং ৮ম সংখ্যা ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়; আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। ১৩ মার্চ ১৮৭৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশের সংবাদ আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

(ক) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। [১৫ই আশ্বিন] ১২৯২ সাল। পৃ. ৩৪৮।

ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ" মুদ্রিত হইয়াছে। পর-বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই কবিতা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৩৪৮) প্রকাশিত হয়।

(খ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। বসুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩০৬। পৃ. ১৭০।

বসুমতী-আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী (পৃ. ৩৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। ১৩০৮ সাল। পৃ. ৩৩৬।

ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই খণ্ডে, কবিতা-সংগ্রহে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত আরো অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল।" এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৩৭৬) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়।

এই সকল গ্রন্থাবলীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বহু রচনা ছড়াইয়া আছে। এতদ্‌ব্যতীত 'বসুধা' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; এগুলির সন্ধান হয়ত অনেকেই রাখেন না।

১১শ বর্ষ (১৩১৮) পৃ. ১২২—লেখকগণের প্রতি উপদেশ
১২শ বর্ষ (১৩১৯) পৃ. ৫১—আম্র
পৃ. ৩৫—গোল আলুর গর্ব্ব
১৩শ বর্ষ (১৩২০) পৃ. ৫-৭—বাল্য-বিবাহ

৬। **বোধেন্দু বিকাস।** ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৪০।

Bodhaindu Vicasa. By the Late Baboo Issur Chunder Goopto. Published by Ramchunder Goopto Editor of the Probhakur.

বোধেন্দু বিকাস। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ। অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি বর্ণন মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট নং ৫৪ ১২৭০ সাল

এই পুস্তকের "উপক্রমণিকা" অংশে "শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক" লিখিয়াছেন :—

মদগ্রজ মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য পদ্য পূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নামক যে নাটক বিরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথম ভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দপ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এক ভাগে সমুদায়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না,…

৭। **সত্যনারায়ণের ব্রতকথা।** ইং ১৯১৩। পৃ. ১২।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত। চুঁচুড়া, সাহিত্য-আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া, সরস্বতী প্রেসে—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত। বিতরণের জন্য।

এই পুস্তিকার নিবেদন অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

চুঁচুড়া-নিবাসী বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয় যখন তাঁহার জমিদারীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুরীধামে যাইবার পথে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক মণ্ডল মহাশয় তাঁহাকে ছন্দোবন্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন ; তাহাতেই এই অমূল্য ব্রতকথা রচিত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়—এই সময় হইতে উড়িষ্যা অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত হয়।...

সন ১৩১২ সালে, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত "বঙ্গদর্পণ" পত্রে এই ব্রতকথা প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠবিশারদ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া সম্প্রতি [১৩১৯ বঙ্গাব্দে] ইহাই অন্যত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপি হইতে এই পুঁথি মুদ্রিত হইল, সুতরাং অপর পুস্তকের সহিত স্থানে স্থানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত, কিন্তু পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইল বলিয়া ছন্দের ক্রম রক্ষিত হয় নাই।...শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।...২৪শে ফাল্গুন সন ১৩১৯ সাল।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

'সংবাদ প্রভাকর'

'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদ-পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম

সংখ্যা প্রকাশের তারিখ—২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার)। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই তুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত। শ্লোক তুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত—

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকর ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্‌ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥

॥০০০॥ অদ্যোত্তদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহাঁয্যকারী ছিলেন পাথুরিয়া-ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর পরে —২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন—

…প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস [১২৩৮] পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ

করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার......।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগস্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক(সপ্তাহে তিনবার)রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৩।

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

'সংবাদ প্রভাকর' বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়।

‘সংবাদ রত্নাবলী’

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে ‘সংবাদ রত্নাবলী’ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।”

‘সংবাদ রত্নাবলী’ একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

> বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলাব গলিতে ‘সংবাদ রত্নাবলী’ আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া ‘সংবাদ রত্নাবলী’ “এক বৎসর আট মাস তিন দিবস” পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তও লিখিয়াছেন,—

> গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডির নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১ বৈশাখ ১২৬৬।

'পাষণ্ডপীড়ন'

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—

> ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ড-পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৯।

'সংবাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন।"

'সংবাদ সাধুরঞ্জন'

'পাষণ্ডপীড়ন' উঠিয়া যাইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোঽম্বুরঞ্জনঃ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, " 'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পর-বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

উপসংহার

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) "শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে" পরলোক গমন করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' পুস্তকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যে প্রশস্তি-কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিন্তা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যাহা বিশেষত্ব, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলার কবি ছিলেন, খাঁটি বাঙালী কবি ছিলেন; তাঁহার কবিতায় এক দিকে তদানীন্তন বাংলা দেশের অন্তর্লোকের খবর যেমন মেলে, তেমনই সে-যুগে ঘরে বাহিরে ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা বুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এমনটি আর ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও কবির রচনায় পাওয়া যায় না। গুপ্ত-কবির 'কবিতা-সংগ্রহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিটি আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—

>"...আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষ পার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোন, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা এ-যুগের বাঙালী পড়ুন এবং পড়িয়া সে-যুগের বাংলা দেশের যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করুন, এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি সঙ্কলিত হইল।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০, কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ।৹

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশাররফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (বঙ্গবাসী)।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২·২—১২।১০।১৯৪২

বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম বাঙালী মাত্রেরই স্মরণীয়। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মাত্র অভিধানকারই ছিলেন না, তিনি এক জন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। সে যুগের সামাজিক বহু ব্যাপারেই তাঁহাকে বিধান দিতে হইত। এতদ্‌ব্যতীত, তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোনও বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। ইহাতে আমাদের জাতীয় অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের সাময়িক পত্রাদি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে আমি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তিকায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়ঃ—

> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার

বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহবানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন; মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্তু প্রত্যাগমনানন্তব প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ-রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টবির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়েব সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদব পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।··· রামমোহন রায়···তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি কবিয়া ১৭৩৪ শকে [১৭৩৬ ?] কলিকাতা নগবে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও

বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রযোজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

কর্ম্মজীবন

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই পদের জন্য পনর জন প্রার্থীর মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরীক্ষায়

সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭* তারিখ হইতে মাসিক ৮০ৎ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইসের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

> ...A public notification was issued, inviting the attendance of candidates at the Sanscrit College, for the purpose of undergoing an examination as to their respective qualifications for the office, as well as for obtaininig certificates of proficiency as Pundit of the Court, the examination to be conducted by the Commitee appointed by Government to determine the fitness of candidates for public appointment. Fifteen individuals accordingly came forward on the occasion and they were duly examined by Mr. Wilson and myself orally and wrote written answers to Law questions in our presence. These exercises having been circulated to the other members of the Commitee, and compared with the result of the oral examination, the Members concur in considering Ramchandra Vidyavageesha as eminently qualified for the situation and the Secretary begs therefore to recommend him as a fit person to succeed to the appointment of Smriti Professor in the Sanscrit College, vacated by the resignation of Kasinatha. 16th May 1827.

রামচন্দ্র দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :—

গবর্মেণ্ট ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট কাশীর বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের জমিদারি-সংক্রান্ত একটি মামলা সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে

---

* Abstract of Salaries and Establishment of the Calcutta Government Sanscrit College on 1st May 1835. ইহাতে "Date of Appointment" স্থলে রামচন্দ্রের নিয়োগের এই তারিখ দেওয়া আছে।

সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠান। পরবর্ত্তী ১৫ই আগস্ট তারিখে রামচন্দ্র যথারীতি ব্যবস্থাপত্র দেন; এই ব্যবস্থাপত্রে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও স্বাক্ষর ছিল।*

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্নর-জেনারেলের নিকট ভ্রমাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করাই সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ১৩ মার্চ ১৮৩৭ তারিখে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সেক্রেটরী ম্যাক্‌নটেন (W. H. Macnaghten) বাংলা-সরকারের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল:—

> In the opinion of the Governor General of India in Council the whole of the Pundits of the Sanscrit College who had signed the Vyavastah deserved to be removed from the College, but as they are not professors of the science of Law and as their offence may have amounted to nothing more than carelessness in testifying the accuracy of the opinion which has since been proved to be erroneous, it may be sufficient as an example that the professor of Law, Ramchandar Surmona be expelled, and that the rest be admonished as to the impropriety of their conduct.

কর্ত্তৃপক্ষের এই আদেশ অনুসারে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারীদের মাহিনার খাতায় প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা পাইয়াছিলেন।

১৮ মে ১৮৩৭ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি সুদীর্ঘ আবেদনপত্র গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলেন;

* ৪৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা (পৃ. ১১১-১৩) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রশ্নগুলি ব্যবস্থাপত্র সমেত মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহাতে তিনি নিজের ব্যবস্থাপত্র যে নির্ভুল, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী বহু পণ্ডিতের—এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন :—

That this order in Council was carried into effect on the 1st instant, and copies of the correspondence forwarded to your memorialist on the 12th instant by the College Secretary, and that your memorialist was thus expelled from the Institution, thrown out of employ, and degraded in the estimation of Society, without the erroneousness of his opinion having been pointed out to him or an opportunity afforded for his conviction, or for enabling him to justify himself before the Supreme authority by furnishing such explanations as might have been required.

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই।* এ-সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

READ an extract from the General Dept. No. 74 dated the 21 June last transferring for consideration Petitions of the Dismissed Pundits of the Benares and Sanscrit Colleges praying restoration to office.

RESOLUTION : On a full and careful reconsideration of all the opinions which have been delivered in this case the Right

* বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বলেন :—

"রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচন্দ্রের পদচ্যুতির সাত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে কেবলমাত্র রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন নাই—পরন্তু কাশী সংস্কৃত কলেজের এক জন পণ্ডিতেরও চাকরি গিয়াছিল।

Honble the Governor General of India in Council is of opinion that they afford a strong preponderating evidence, amounting to presumptive proof that the dismissed Pundits were actuated by corrupt motives in the exposition of the Law on the point submitted for their opinion. His Lordship in Council accordingly resolves that their petitions be rejected.—Extract from the Proceedings of the Rt. Honble the Governor General in Council in the Revenue Dept. under date the 25 Septr. 1837.

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্মেণ্ট সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই।

রামচন্দ্র শেষ-পর্য্যন্ত সুবিচার লাভের আশায় বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন, কিন্তু পূর্ব্বপদ আর ফিরিয়া পান নাই; তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন পদ শূন্য হইলে অগ্রে তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।*

হিন্দুকলেজ পাঠশালার অধ্যাপক

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি

---

* রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নথিপত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-গবর্মেণ্টের দপ্তরে দেখিয়াছি (Public Dept. Procdgs. 5 Aug. 1840, Nos. 17, 18, 20 ; 19 Aug. 1840.)

১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিক্ষায় অগ্রসর পাঠশালার ছাত্রদিগকে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা পরে 'নীতিদর্শন' নামে প্রকাশিত হয়।*

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছয় মাস পাঠশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, ১ জুলাই ১৮৪০ তারিখে ক্ষেত্রমোহন দত্ত মাসিক ৪০৲ বেতনে "সুপারিণ্টেডেণ্ট" নিযুক্ত হন। এই পাঠশালার প্রথম শিক্ষক ছিলেন—রমানাথ শর্ম্মণঃ; ইনি ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে মাসিক ২০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।†

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের জন্য আবেদন করিলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

বিদ্যাবাগীশ ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল (২ মার্চ ১৮৪৫) পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

* "Ramchunder Bidyabagish, the late Professor of Law in the Sanscrit College, delivered in 1840, a course of Lectures on Ethics to the more advanced students of this school."—*Report of the Late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42*, p. 73.

† *Ibid.*, p. 58.

রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।*...বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

* আত্মীয় সভা ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত আমার "Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform" প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পর এক জন পত্রলেখক ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের *Bengal Harkaru and India Gazette* পত্রে লেখেন :—

> The liberal *viavustha* which he recently gave regarding the remarriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers.

কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সহমরণ-প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গবর্নর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে ঐ আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি এরূপ করিয়া থাকিবেন ;—বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ-প্রথার অনুকূলে ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে রামমোহন রায়ের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান। ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। প্রধান উপাচার্য্য।

মৃত্যু

সহকারী-সম্পাদকরূপে কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাবাগীশ পীড়াগ্রস্ত হন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার [২ মার্চ ১৮৪৫] দিবা অষ্ট ঘণ্টাব সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের খাতায় দেখিতেছি, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছয় মাস বিদ্যাবাগীশ ছুটিতে ছিলেন এবং তাঁহার স্থলে গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

> **With reference to my letter dated 26th February last submitting for sanction a Bill for a moiety of salary of Ramchandar**

Bidyabageesha Assistant Secretary to this Institution retrenched by the Civil Auditor for the month of January last and order of Government dated 26th ultimo I have the honor to submit for sanction the enclosed Bill for a similar retrenchment for February last.

2. Ramchandar Bidyabageesha died on the 2nd March last.*

গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রন্থ-রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য কম ছিল না। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১০ মাঘ ১২২৩ সাল = ১৮১৭, জানুয়ারি। পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস পাওয়া যায় :—

সেই সত্য পরাৎপরে বাক্যমন অগোচরে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে।
দ্বিজরামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়া গ্রাম নতিস্তুতি করি কায়মনে ॥
বারতিথিরাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন।
সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা করে এইহেতু করিয়া যতন ॥
শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়া তাতে সাধারণ বোধের কারণ।
জ্যোতিষসংগ্রহসার যথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ ॥

* ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'র এক জন পত্রলেখক বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ "২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তারিখটি যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সংগ্রহ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ত্রুটি থাকে কোনস্থানে।
শুধিবেন সাধুজনে কৃপা করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্নিধানে॥

২। **অভিধান।** মূল্য ১৲। ইং ১৮১৮ (?)

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৭-১৮) ৮ম পৃষ্ঠায় এই অভিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

> A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed. The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondenc and public documents written in Bengalee the deficiency of his countrymen (Pundits only excepted) in orthography ; which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words, in the form of a pocket volume. This little work therefore, under the name of *Obhidhan*, (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms.

ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা অভিধান। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের বর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (ইং ১৮২০-২১) কার্য্য-বিবরণের শেষে মুদ্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা এই :—

Ram Chundro's Remuneration,
(including 120 Copies of his Obhidhan)...300 0 0

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে ; তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"বঙ্গভাষাভিধান pp. iv. 516. Cal. 1820. 12°."

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন এক এক খণ্ড 'অভিধান' আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫১৬ নয়, কলম্-সংখ্যা ৫১৬, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম্।

এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, "The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society."

৩। **পরমেশ্বরের / উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান** / শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক / ব্রাহ্ম সমাজ / কলিকাতা / বুধবার ৬ ভাদ্র / শকাব্দা / ১৭৫০ / [পৃ. ৭]

২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২০ ভাদ্র), ৪র্থ ('শনিবার ৩০ ভাদ্র), ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ঠ (১৩ আশ্বিন), ৭ম (২০ আশ্বিন), ৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১০ কার্ত্তিক), ১০ম (১৭ কার্ত্তিক), ১২শ (১লা অগ্রহায়ণ), ঊনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাব্দা ১৭৫১)।

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮, আছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয়, এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে যেসকল ব্যক্তিরা

পাষাণের কিম্বা বৃক্ষেব কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে নদীকে নদী বোধে ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তি বোধে উপাসনা করেন না কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রত এবং যুক্তিত সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। যদ্যপিও তাঁহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিছিন্ন পরমেশ্বরকে পরিছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন, তথাপি সে উপাসনা সর্ব্বথা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে এমৎ কহা যায় না, যেমন মনুষ্য খট্বাতে কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে সে শয়নের আধার পৃথিবীই পরম্পরায় হইয়া থাকেন,…।

৪। **বিবাদচিন্তামণিঃ।** ইং ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি'র একটি "শোধিত" সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা।** ৬ মাঘ ১২৪৬ (= ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০)। পৃ. ১৬।

রামচন্দ্র মিত্র-কৃত ইহার সারাংশের ইংরেজী অনুবাদও এই পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সভাস্থমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিতেছি তাঁহারা অনেকে পাঠশালার শিলারোপণের দিবস উপস্থিত ছিলেন, অদ্য পাঠারম্ভ-কালেও তাঁহারা এবং অন্যান্য মান্য বিজ্ঞ ধনাঢ্য বহুতর মহাশয়রা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অস্মদ্দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয়

লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকের এরূপ সংস্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতির স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদৃশ উদ্যোগ অনুরাগ এবং রাজস্বব্যয়, গৌড়ীয়-ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্তু এইক্ষণে হিন্দুকালেজের অন্তঃপাতি এতৎ পাঠশালাসংস্থাপনে তাঁহাদিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান দর্শনে ঐ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বসংস্কারের নিবৃত্তির সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারদিগের এইক্ষণে অবশ্যই প্রতীতি হইবেক যে মহানুভব ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষার অধীনে রাখেন, কারণ বিদ্যা এবং তৎসম্বন্ধি সংস্কার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ভাষা সেই বিদ্যার বাহকস্বরূপ হইয়া মনেতে সংস্কার জন্মাইবার সাধনমাত্র, অতএব যে কোন ভাষা উক্ত সংস্কারজননে সক্ষম অথচ অনায়াসলভ্য তাহাই লোকের বিদ্যাজননের কারণ হইতে পারে, বিশেষত প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিকপ্রত্যক্ষ যুক্তি সাহায্যে বিবেচনা করিলে এমৎ কদাচ সম্ভব হয় না যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ যাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চতুরস্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রায় দশ কোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, এবং যদ্দেশীয় ব্যক্তিরা স্ব২ ভাষাতে লৌকিককর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উক্তসংখ্যক লোকেরা কেবল ইংলণ্ডীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জন করিয়া সভ্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেক।

* * *

…এতদ্দেশীয় ভাষার অল্পতা বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না, কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং যে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় চলিত আছে তাহা গৌড়ীয় ভাষায় অনায়াসে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা, এবং এই রীত্যনুসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে আহরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অতিপ্রাচীনতা

বাহুল্যপ্রযুক্ত তৎসহকারে গৌড়ীয় ভাষায় সকল অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে পারে, ঐ সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নহে, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়েরা স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে উক্ত ভাষার বাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা লিখিয়াছেন. অতএব এতাদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষাসংগ্রহেও যদ্যপি বিদ্যাবিশেষের তাৎপর্য্য প্রকাশ না হয়, তবে দেশান্তরীয় ভাষা দ্বারা প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয় ভাষা বৃদ্ধি করণে কোন প্রতিবন্ধক নাই, অতএব ভাষার অল্পতার বিষয়ে আপত্তি কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

অপব ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে খ্রাইষ্টশকেব ৯০০ নয় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণে প্রায় তিন হাজার বৎসব হইল সংস্কৃত ভাষার অবস্থিতি ছিল, অতএব ইহাদ্বাবা উপলব্ধি হইতে পারে যে তৎকালে সংস্কৃত মূলক ভাষাবলম্বি লোকেরা অধিক বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ প্রয়োজনানুসাবে ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব ঐ ভাষার বাহুল্য দেখিয়া তাৎকালিক লোকদিগেব বহুতর প্রয়োজন সপ্রমাণ হইতেছে সুতবাং সভ্যতাব্যতিরেকে এতাদৃশ প্রয়োজনের আধিক্য সম্ভবে না, অতএব এইক্ষণে লোকদিগের বিদ্যোপার্জন হইলে প্রাচীন সভ্যতার উদ্ধার এবং বৃদ্ধি হয়।

* * *

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয়ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিকভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জন বহুকাল ও বহু-পরিশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জনে যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃতভাষার অবলম্বনে বর্ত্তিবার সম্ভাবনা, একারণ দেশস্থসাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে

প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, এই-হেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসেব শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।

* * *

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা কথিত হইল, এবং বালকেরা ঐ সকল বিদ্যাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান্ হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইতেছে। এই গুরুতর প্রার্থনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকর্ম্মের ভার হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মহোপকারি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছি…।

এক্ষণে আমি আশ্বাস করি যে আমার অধ্যাপকতাবস্থায় এতন্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছাত্র শৈশবাবস্থায় মাতৃ-ক্রোডরূপ সুখশয্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ হয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্বস্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্তসম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।

অপর, বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কর্ম্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অস্মৎপ্রতি নির্ধারিত ছিল এবং ইহাও তাঁহার মানস ছিল যে এতদ্দেশের পুনঃসভ্যাবস্থা মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচর হইবেক।

এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি তৎকালে হইবেক যৎকালে এতৎপ্রধান পাঠশালাহইতে সুশিক্ষিত ছাত্র ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, গ্রামে, এবং কুটীরদ্বারে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি এই সকল বাক্য মনঃকল্পিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যদ্বাক্য যদি বিশ্বাস যোগ্য হয় তবে মদুক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য এতৎ শকাব্দীয় শতাঙ্ক পরিবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক এবং তৎকালে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমানা হইবেক।

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

যাঁহার নিয়মে বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য যথাযোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনি তাবতের প্রতিপালক হউন।

কলিকাতা।
৮ মাঘ সন ১২৪৬ সাল।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
সংস্কৃত এবং গৌড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্য
হিন্দুকালেজ পাঠশালা।

(৬) **নীতিদর্শন**। ইং ১৮৪১।

(ক) নীতিদর্শন উপদেশ ১ সংখ্যা হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ৯]

(খ) নীতিদর্শন পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য উপদেশ ২ সংখ্যা হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্‌গুণ ১২৪৭ সাল। হিন্দুকালেজ মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ১১]

প্রথম সংখ্যা 'নীতিদর্শন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল :—

[পৃ. ৮] পূর্ব্ব লিখিত উপদেশ আপাততঃ কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা।

১ ভূমিকা, অর্থাৎ নীতিদর্শনোপদেশের প্রয়োজন, এবং উপকার।
২ মাতা পিতা ও সন্তান উভয়ের পরস্পর কর্ত্তব্য এবং বিধি।
৩ বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন এবং উপকার।
৪ সত্যের মাহাত্ম্য এবং অসত্যের দোষ।
৫ কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন এবং আবশ্যকতা।
৬ মিত্রতা ফল, ও পরস্পর কর্ত্তব্যতা।
৭ পরোপকার প্রয়োজন।
৮ ইন্দ্রিয় সংযম।
৯ নম্রতার উপকার।
১০ স্বদেশপ্রীতি।
১১ প্রতিহিংসা।
১২ বিবাহ সংস্কারের উপকার, এবং বহুত্বের দোষ।
১৩ লাম্পট্য দোষ।
১৪ দ্যূতক্রিয়া নিষেধ।
১৫ দানের সাত্ত্বিকতা।
১৬ ইতিহাসোপদেশের প্রয়োজন।
১৭ দেশপর্য্যটনের উপকার।
১৮ বাণিজ্যের উপকার।
১৯ সন্ধিবিগ্রহ।
২০ রাজার প্রয়োজন, ও দেশবিশেষে তাহার অবস্থার ভিন্নতা।
২১ প্রজাগণের স্বাধীনতা ও রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের প্রয়োজন।

২২ সন্ধ্যবস্থা স্থাপনের আবশ্যকতা।

২৩ দেশাধিপতিরদিগের পরস্পর কর্ত্তব্য।

২৪ সমাপ্তি পরিচ্ছেদ।

[পৃ. ৯] পূর্ব্বোক্ত উপদেশদ্বারা বিহিত কর্ম্মজ্ঞান ও তদনুসারে কর্ম্মানুশীলন-রূপ যে নীতি ও তাহার জ্ঞান যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে নীতিশাস্ত্র কহে, উক্ত নীতি ঈশ্বরকৃত, ও দেশ বিশেষে সাধারণ লোক কৃত, আর দেশ রক্ষার্থ কৃত, এতদ্রূপে ত্রিবিধা হয়, এবং ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের উপদেশ বক্ষ্যমাণ শ্রেণীতে বিশেষ রূপে বিবরণ করা যাইবেক, তদ্দ্বারা নীতি উপদেশের উপকার বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেক।

বালকদিগের প্রতি উপদেশ দেওনের জন্য এ উদ্‌যোগ হইতেছে, এ কারণ তাহাদিগের বোধ সুগমের নিমিত্ত সুলভ দৃষ্টান্ত ও প্রসিদ্ধ শব্দদ্বারা সংগৃহীত হওয়া উচিতবোধে যথাসাধ্য যত্ন বিহিত হইবেক ইতি।

'নীতিদর্শন' পুস্তিকার প্রথম দুইটি সংখ্যা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'নীতিদর্শনে'র ৩য়-৫ম সংখ্যা (একত্রে মুদ্রিত) আছে।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়।

প্রথম-জীবনে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পরে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে খ্যাত হন।

হরিহরানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি রামমোহনের গুরু ছিলেন; রামমোহন তাঁহার নিকট রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন ১৪ বৎসর (১৭৮৮ খ্রীঃ), তখন তাঁহার সহিত রাধানগরে হরিহরানন্দের পরিচয় হয়। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল।*

---

* সুপ্রীম কোর্টে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বৈষয়িক মকদ্দমায় হরিহরানন্দ রামমোহনের পক্ষে এক জন সাক্ষী ছিলেন। ২৭ আগষ্ট ১৮১৮ তারিখযুক্ত জবানবন্দীতে হরিহরানন্দ বলেন :—

> Nandakumar Vidyalankar of Manicktala in Calcutta Pundit aged fifty-six years or thereabouts...He is a Brahmin and maintains himself by the donations and contributions of his disciples *shishyas*...He hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him.

এই মকদ্দমার নথিপত্রের সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার-স্বাক্ষরিত দুইটি দলিল আছে। একটির তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৭৯৯ ; ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং রঘুনাথপুর"

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হরিহরানন্দ দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থানকালে (ইং ১৮০৯-১৮১৪) হরিহরানন্দ রামমোহনের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। তিনি যে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ—এই সময় রংপুরে নিষ্পাদিত রামমোহনের বিষয়-সংক্রান্ত একটি দলিলে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নামের স্বাক্ষর আছে।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। হরিহরানন্দও রামমোহনের সহিত কলিকাতা আসিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ 'কুলার্ণব' তন্ত্র প্রকাশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন—'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে'র* তাঁহার রচিত টীকা। ১৭৯৬ শকাব্দে (ইং ১৮৭৪)

বলা হইয়াছে। অপরটির তারিখ "রংপুর, ১৪ জানুয়ারি ১৮১২"; ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং পালপাড়া" দেওয়া আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ভুলক্রমে "পালপাড়া"কে "মালপাড়া" করিয়াছেন।

* কেহ কেহ মনে করেন, মূল মহানির্ব্বাণতন্ত্রই হরিহরানন্দ কর্ত্তৃক সংকলিত বা সংস্কৃত।—

> ...it has been suggested that the Mahanirvana was a fabrication in whole or in part of Hariharananda.—Avalon: Introduction to *Mahanirvan Tantra*, p. vii.

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের হরিহরানন্দ-কৃত টীকা সম্বন্ধে Avalon লিখিয়াছেন:—

> The Manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the Commentary the Raja writes *Om namo Brahmane*...—*Ibid*., p. viii.

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ (পূর্ব্বকাণ্ডম্)' "কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথভারতীবিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্" মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনেও যোগ দিতেন। আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা হইত। ইহার সেক্রেটরী বা নির্ব্বাহক ছিলেন—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।* এই সভায় সহমরণ-নিষেধক আলোচনাও চলিত।† সহমরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে হরিহরানন্দের একখানি পত্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়; পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :—

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE.

Sir,

Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent of the concremation of Widows with the bodies of their deceased Husbands, but ranking myself among Brahmuns who consider themselves bound by their birth, to obey the ordinances and maintain the correct observance of Hindoo law, I deem it proper to call the attention of the public to a point of great importance now at issue amongst the followers of that law, and upon the determination of which, the lives of thousands of the female sex depend.

In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government, for the removal of the existing restrictions on burning Widows, in cases not sanctioned by any Shastur,

---

* B. N. Banerji: "Societies Founded by Rammohun Roy for Religious Reform."—The *Modern Review*, February 1935, pp. 415-19.

† 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩০০ দ্রষ্টব্য।

while another body petitioned for at least further restrictions, if not the total abrogation of the practice, upon the ground of its absolute illegality. Some months ago too, Bykunthnauth Banoorjee, Secretary to the Brahmyu or Unitarian Hindoo community, published a tract in Bungla, a translation of which into English is also before the public, wherein he not only maintains that it is the incumbent duty of Hindoo Widows, to live as ascetics, and thus acquire divine absorption, but expressly accuses those who bind down a Widow with the corpse of her Husband, and also use bamboos to press her down and prevent her escape, should she attempt to fly from the flaming pile, as guilty of deliberate woman murder.

In support of this charge, as well as of his declaration of the illegality of the practice generally, he has adduced strong arguments founded upon the authorities considered the most sacred.

This tract we hear has been generally circulated in Calcutta, and its vicinity, and has also been submitted to several Pundits of the Zillah and Provincial Courts in Bengal, through their respective Judges and Magistrates. It is reported too, that consequent to the appearance of that publication, some Brahmuns of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, and I was therefore in sanguine expectation that the subject would undergo a thorough investigation.

This report has now entirely subsided, and the practice of burning Widows is still carried on, and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment ; as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder, without attempting to shew the injustice of the charge, or if they find themselves unqualified to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such a charge by further perseverance in similar conduct. I feel also both surprise and regret that

European Gentlemen, who boast of the humanity and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder, with the same politeness and kindness as they would shew to the most respectable persons ; I however must call on those Baboos and Pundits either to vindicate their conduct by the sacred authorities, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shasturs ; as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind and changeable custom, which deserves no more to be regarded with respect in this instance, than in the case of child murder, at Gunga Sagur, which has long ago been suppressed by Government.

March 27, 1818.

HURRIHURANUND.*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চরিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

এখানে [দিল্লীতে] সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাম মোহন রায়ের বাগানেই থাকিতেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমি দীল্লিতে পঁহুছিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন

* ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' (পৃ. ১১৯-১২০) উদ্ধৃত। হরিহরানন্দ ইংরেজী জানিতেন না, সুতরাং ইহা রামমোহনের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

যে, "আমি এবং রাম মোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য ; রাম মোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।"—'পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত'—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৮), পৃ. ১৪৩।

শেষ-জীবনে হরিহরানন্দনাথ কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' যে প্রস্তাব লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরেব ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্ল ভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্ত মান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস [১৭ জানুয়ারি ১৮৩২] পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য

দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।—'সমাচার দর্পণ', ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

১৭৯৯—১৮৫৯

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.২—২৮।৯।১৯৪২

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ যে কয় জন শক্তিশালী সাংবাদিক বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ অন্যতম। এই খর্ব্বাকৃতি ও তেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণ (খর্ব্বাকার বলিয়া 'গুড়গুড়ে ভট্চাজ' নামে তিনি অভিহিত হইতেন) মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সুদূর শ্রীহট্ট হইতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য নিঃসম্বল অবস্থায় নৈহাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কবিখ্যাতির অধিকারী হইয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তৎকালে কলিকাতায় ধর্ম্ম ও সমাজ-আন্দোলনের যে আবর্ত্ত সৃষ্টি হইয়াছিল, গৌরীশঙ্কর তাঁহার প্রগতিশীল মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা লইয়া সেই আবর্ত্তের মাঝখানে অবতীর্ণ হন এবং অল্প কালের মধ্যেই সে যুগের চিন্তানায়কগণের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া উঠে। তাহার পর এক হাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত এবং অন্য হাতে জাতি-গঠনের কল্যাণ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি সংবাদপত্র পরিচালনে মনোনিবেশ করেন। আমাদের প্রথম যুগের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'ভাস্কর'-সম্পাদকের স্থান কাহারও পশ্চাতে নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিকার দিনে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, আপাততঃ তাহাই আমাদের সম্বল।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে গৌরীশঙ্করের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিতে পারিয়াছেন, তাহা এই :—

> গৌরীশঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। জগন্নাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর গৌরবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন।
>
> গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্করের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোরবয়স্ক, পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগে গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত বিষাদিত হন এবং একদা রাত্রিযোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরীশঙ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, পঞ্চদশবর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যার্থীর অর্থের অভাব ছিল না, অধ্যাপকবর্গ ছাত্রের আহার দিতেন, দেশের জমীদারবর্গ হইতে তাঁহারা সাহায্য পাইতেন।
>
> গৌরীশঙ্কর নিরুদ্বেগে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প কাল মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার যশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।
>
> গৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন, গুণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা

বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।—৪র্থ ভাগ, (১৩২৪), পৃ. ৬৪-৬৬।

এই বিবরণে গৌরীশঙ্করের নবদ্বীপে ন্যায়াধ্যয়নের কথা আছে। ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। গৌরীশঙ্কর নৈহাটীতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের খুল্ল-পিতামহ ('ন-ঠাকুরদা') নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈহাটীর বাটীতে পারিবারিক কাগজ-পত্রের মধ্যে, ১২৩৩-৩৪ সালে (ইং ১৮২৬-২৭) গৌরীশঙ্কর যে নৈহাটীতে পঠদ্দশায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন নিঃসন্তান ছিলেন ; গৌরীশঙ্করকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও গৌরীশঙ্করের প্রথম জীবন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

> …মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেই সময় আমার ন ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত জোটেন। ইহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন ঠাকুরদাদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল, তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন।…গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহাসমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন ঠাকুরমাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ১৫শ অধিবেশন, রাধানগর। কার্য্য-বিবরণ, পৃ. ২৬।

গৌরীশঙ্কর কলিকাতায় অবস্থানকালে দক্ষিণারঞ্জন (তৎকালে 'দক্ষিণানন্দন') মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অতীব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। বর্দ্ধমানের পরাণবাবু ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত বিবাদের সময় "স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ" গৌরীশঙ্করকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* দক্ষিণারঞ্জনেরই সুপারিশে গৌরীশঙ্কর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে দক্ষিণারঞ্জন যখন "রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage নামক বিবাহ করেন," তখন গৌরীশঙ্কর তাহার সাক্ষী থাকেন।†

১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র প্রকাশ করিলে, প্রুফ-সংশোধনাদি যাবতীয় সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেই নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক সংবাদপত্র 'সম্বাদ তিমিরনাশক' লিখিয়াছিলেন ঃ—

> ...শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমাব ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর [illegible] হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট

* এ বিষয়ে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্র দ্রষ্টব্য।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৬৪-৬৫।

† 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', (১৩১৫), পৃ. ১১৯।

মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

'জ্ঞানান্বেষণে'র পর গৌরীশঙ্কর আরও তিনখানি সাময়িক-পত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সাংবাদিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন নির্ভীক সম্পাদক, তাঁহার রচনা সহজ সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। কলিকাতার খ্যাতনামা সাপ্তাহিক পত্র 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন :—

> His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge.

গৌরীশঙ্কর কিরূপ উদারমতাবলম্বী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন যখন কলিকাতায় হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ

নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত,…এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,… ।—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৬ মে ১৮৪৯।

নানা সভা-সমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌরীশঙ্করের যোগ ছিল। সে-যুগে দেশের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজকার্য্যাদি-সংক্রান্ত বিষয়ের রীতিমত আলোচনার জন্য যে-সকল সভা গঠিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবে। এই সভার সহিত গৌরীশঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি কয়েক বার এই সভার সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন।*

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যকে তিনি পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০১, ৪০৫।

সংবাদপত্র-পরিচালন

গৌরীশঙ্কর একাধিক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে তাঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। তাঁহার পরিচালিত পত্রগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি। এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি।

'জ্ঞানান্বেষণ'

সংবাদপত্র-পরিচালনে গৌরীশঙ্করের হাতেখড়ি হয়—'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। শিরোভূষা-স্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণে' যে কবিতাটি মুদ্রিত হইত, তাহা গৌরীশঙ্করের রচিত। কবিতাটি এইরূপ :—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

দক্ষিণানন্দন নামে-সম্পাদক হইলেও, ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর। ইহা ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকগণের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের

কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীযতঃ এই যে ভূগোলপ্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি-বিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই।

ব্রাহ্মণ ভোজন।

মহারাজ্ঞীর সুপ্রিমকোর্ট তাঁহারদিগের মাষ্টর ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করণে কত ব্যয় হইবেক তাহা নিশ্চয় করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, এবং মাষ্টর সাহেব এক জন ব্রাহ্মণ কত আহার করিতে পারেন তাহা নিশ্চয় করিতেছেন, পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সম্পাদনার্থ এই আজ্ঞা হইয়াছে, এক ব্যক্তি প্রাচীন মনুষ্য যাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রতাবস্থায় পতিত করিয়াছিলেন, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন

করাওণের নিমিত্ত ধন জমা রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতুক হিন্দুরা এই রূপ কার্য্য প্রশংসনীয় এবং অনেক২ পাপ নাশক বোধ করেন। রাসবিহারি শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি, কাশিমবাজারস্থ কোম্পানির রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন সদাগব পেট্রিক্ মেট্‌লণ্ড এই দুই সাহেবকে তাঁহার ধনের অধিপতি করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে এতদ্বিষয়ে সুডিক্রির অনুসারে তৎসময়েব মাষ্টরেব প্রতি সভাপতির আজ্ঞা হইয়াছিল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত ব্যয় হইবেক এবং কোন্ ব্যক্তির উপর এতদ্বিষয়ের ভাবার্পণ করা যাইবেক। মাষ্টর ৪৩০৩০ মুদ্রা ব্যয় এবং দেবনাথ শান্যাল ভারার্পণের উপযুক্ত পাত্র রিপোর্ট করাতে ১৮২৩ সালে মঞ্জুর হইল। সভাপতি দুই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়ের হস্ত হইতে উক্ত মুদ্রা শান্যালের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন আদালতে জমা রাখিলেন, কিন্তু এই ধন দেবনাথের প্রাপ্ত হওনের ৭ বৎসর পূর্ব্বে সুদ সমেত ৬৩০০০ মুদ্রা হইয়াছিল অতএব তিনি সাহস পূর্ব্বক এতদ্বিষয় সম্পন্নার্থ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার আদালতে আবেদন করিলেন যে তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে অক্ষম হইলেন এবং অবশিষ্ট ২৭০০০ মুদ্রা কোর্টে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষ অধিকার হওনের সপ্তদশ বৎসর পবে ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণের অধিক প্রাপ্ত হওয়া গেল না, কিন্তু ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এতদপেক্ষা দশগুণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাব মাতার শ্রাদ্ধ কালীন একেবারে ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন অতএব ব্রাহ্মণ বংশের দরিদ্রতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে বরং ক্রমে তাঁহারদিগের ধন ও স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে।

যৎকালীন দেবনাথের পরলোক প্রাপ্তি হইল তাঁহার পুত্র এবং ধনাধিপতি সীতানাথ অপর ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রার্থনা

করিলেন কিন্তু ব্রজনাথের পুত্র ইহা আপত্তি জানাইলেন অতএব কাহাকে ভাবার্পণ হইবে তাহা কোর্টের বিচারাধীনে আছে। ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইবেক কিন্তু দেবনাথ ৬০ সহস্র ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়াছিলেন কি না তাহা কোর্ট জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং মাষ্টরের প্রতি এই সকল বিষয় অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিয়াছেন অতএব মাষ্টর, পূর্ব্বে কত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত কত ধন আছে এবং এক্ষণে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয় হয় এই সকল রিপোর্ট করিবেন। আমরা ঐ রিপোর্ট শুনিতে ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, যেহেতু যাঁহারা ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইয়া থাকেন তাঁহারা খেদ করেন যে মোসলমানদিগের অধিকারকালীন এক ব্যক্তির আহাবের নিমিত্ত দুই আনা লাগিত কিন্তু ইংরাজদিগেব অধিকার হওন পর্য্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে যে আট আনার ন্যূনে এক ব্যক্তির আহার চলে না। যদ্যপি এক ব্যক্তির আহার দুই আনা কিম্বা চারি আনাতে হইতে পারে তথাচ আমরা শুনিয়াছি উক্ত ভোজের বিষয়ে আট আনার ন্যূন নির্দ্ধার্য্য হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ, ইং ১৮৪০ সাল।

'সম্বাদ ভাস্কর'

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

> পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে…।

অল্প দিন পরেই—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পরবর্ত্তী ১৪ই নবেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*, as an appropriate instrument for the cultivation of the Bengally language, and a legitimate organ of at least a certain section of the Hindoo community. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshun*...

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

প্রথমাবস্থায় আন্দুল-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "শ্রীনাথ বাবু ...[বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।" শ্রীনাথ মল্লিকের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত, এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে :—

গৌরীশঙ্করবক্ত্র্‌পদ্মহৃদয়ে শ্রীনাথপদ্মাতুরো
মগ্নোঽয়ং সমুদেতি ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
হৃৎপদ্মপ্রকটায় সন্ততমহো সম্বাদপদ্মার্থিনাং
লোকানাং খলু বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা॥

শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুর পর—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি নূতন শ্লোক, এবং কিছু দিন পরে তাহার সহিত অপর একটি শ্লোক সংযুক্ত হইয়া 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইতে থাকে। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভ্রাতর্ব্বোধসবোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো
দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেহবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরা-
দ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

নানালোককবক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ
শশ্বৎস্বাত্মগুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশবিলাস এষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণো পরো
গৌরীশঙ্কবপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি হইতে ইহা শোভাবাজার বালাখানার বাগানে গৌরীশঙ্করের নিজ ভবনে মুদ্রিত হইতে থাকে। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রতি মঙ্গলবারে, ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে, এবং ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত।

শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিতেন; এমন কি, গৌরীশঙ্করের অসুস্থাবস্থায় কিছু দিন 'ভাস্কর'-সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' সে-যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল। রচনার

নিদর্শন-স্বরূপ 'সংবাদ ভাস্করে'র একটি সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

বিলাতী ভাষায় লিখিত তদ্দেশীয় লোকেদের জীবনবৃত্তান্ত যাহা বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমাবদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন, কেহ বাহুবলে রাজা হইয়াছিলেন, কেহ বিদ্যাদ্বারা স্বদেশস্থ সমুদায় মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে তাবৎকে পুণ্যাত্মা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেবা উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুফলকালেও আমাবদিগের দেশস্থ মান্য লোকদিগেব জীবনবৃত্তান্ত দেখাইয়া উত্তব প্রদান করিতে পারিলাম না, ব্রহ্মদেশ, জয়ন্তী, কাছাড়, মণিপুর, নেপাল, চীনাদি প্রদেশীয় বাজ্যপালদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে, একখানি চিরকুটও নাই, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচার-কালে আমরা নবদ্বীপের মহারাজগোষ্ঠীব জীবনবৃত্তান্ত চাহিয়াছিলাম, বাজবাটী হইতে প্রত্যুত্তব আসিল আমবা যাহা জানি তাহাই লিখিয়া উত্তব দিব তাহাতেই অনুভব হইল রাজপরিবারেরা আমারদিগেব অপেক্ষা তাঁহারদিগেব বংশাবলীর বিষয় অধিকানুসন্ধান করেন নাই, সুতবাং আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাহাতেই ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারে জয়ী হইয়াছি, নাটোর পুঁঠিয়া বাজবংশ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষীয় কাণ্ডও এই প্রকার গোল-যোগে রহিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় রাজগণ ও ধনিগণ কেহ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষীয় কার্য্য চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, দ্বারকানাথ বাবুর জৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর

কেহ বিস্তারিত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃত রূপে তাহা লিখিলে এক বৃহৎ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, মোহিনীমোহন ঠাকুর, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর, শান্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামদুলাল দেব, রামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌরচরণ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্রুরচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান কাশীনাথ মল্লিক, দেওয়ান বামসেবক মল্লিক ইত্যাদি মহামহিম ব্যক্তিগণ।···হসদয়াদি প্রকাশের বিবিধ কর্ম্ম কবিয়া পৃথিবী হইতে গিয়াছেন তাঁহারদিগের এক এক ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তে এক২ ইতিহাস-পুস্তক হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল মহাপুরুষগণের বংশাবলীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এমত চতুরঙ্গুলীপরিমিত পত্রও দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

যে সকল মহামহিমেরা বর্ত্তমান আছেন, ইহাঁবাও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন ইহাঁরদিগের জীবনবৃত্তান্তই বা কোথায় লিখিত হইল, আর এক শত বৎসর পরে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুব, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ, রামনারায়ণ দত্ত, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবনারায়ণ দেব, আশুতোষ দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, গুরুদাস দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কি২ সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন তবে এই সকল মহাশয়দিগের কর্ম্মের বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না, অথচ

অনেকেই বলিয়া থাকেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এস্থলে মহাজন বাক্যার্থ-পূর্ব্বপুরুষগণ, তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই পথ, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা কি২ সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, ভিন্নদেশীয় লোকেরা হিন্দু জাতির ভাষায় তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন হিন্দু বালকেরা ঐ সকল লোকের জীবন-বৃত্তান্ত দেখিয়া তাঁহারদিগের কার্য্যের অনুগমন করিবে, ইহাতে, কেন, খ্রীষ্টীয়ান হইবেক না, অতএব আমরা পবামর্শ বলি ধনি হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগেব মধ্যে চাদা কবিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, সেই টাকাতে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক, এবং আপনারদিগের জীবনের কার্য্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়া উত্তর-কালীন বংশাবলী পৈত্রিক পথে চলিবেন, এবং ধনি মহাশয়দিগের নাম কৃম্ম লিখিত পুস্তক সকল পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়া সহস্র২ বৎসর পরেও তাঁহারদিগের পরিচয় দিবে, বায়ন্ন লক্ষ রাজস্বের মহীশ্বর "মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ বায় বাহাদুব" কত সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কি প্রকার জ্ঞানমৃত্যু হয় কোন পুস্তকে তাহা লেখা নাই, কেবল মহারাজের মৃত্যুকালের একটা ভাষা গান যাহা ভদ্রেতর সাধারণ লোকমুখে শুনিতে পাই এই স্থলে তাহাব কিয়দংশ গ্রহণ করি, ঐ মহারাজ গঙ্গাতীরে দেহ স্থাপন করিয়া গান স্বরে তাঁহার ভোলানাথ নামক ভৃত্যকে বলিয়া-ছিলেন, "আমার মন যদিরে ভুলে, বালির শয্যায় কালীর নাম বলিও কর্ণমূলে" এই গান করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে যায় না, জীবনে যিনি যাহা করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইলে বহুকাল থাকে, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিবেন।—২৭ মে ১৮৫১।

‘সম্বাদ রসরাজ’

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর ‘সম্বাদ রসরাজ’ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই ‘সম্বাদ রসরাজে’র প্রকৃত পরিচালক ছিলেন—যদিও আমরা কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক-রূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি।

‘সম্বাদ রসরাজ’ প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রতি শুক্রবার, পরে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া ‘সম্বাদ রসরাজ’ অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের অর্থদণ্ড ও একাধিক বার কারাবাস ঘটে। শেষে “২৮ অগ্রহায়ণের [১২৬৩] রসরাজে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য দলপতি মহামতি মহোদয়-দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডুপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন।” মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ‘রসরাজে’র নামে রাজদ্বারে অভিযোগের উদ্যোগ করাতে গৌরীশঙ্কর ‘সম্বাদ রসরাজে’র প্রচার রহিত করিয়া সে-যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সম্বাদ রসরাজে’র তিরোধান ঘটে। গৌরীশঙ্কর ‘সম্বাদ রসরাজে’ এই বিদায়-বাণী লেখেন :—

“শোকাপনোদন” ও “রসরাজ বিদায়”

কুরুপক্ষ পাণ্ডুপক্ষ, উভয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন ‘নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং

সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥” অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় দেখি না।

আমরা এত কাল ‘আমরা২’ বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমবা জানিয়া ‘আমরা২’ লিখিয়াছি, যাঁহারা সঙ্কট সময়ে বক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কে? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল২ করিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ সঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্‌গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন,

২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'স্নেহচ্ছেদেপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ'॥ সাধুগণের স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়গণ, এত কাল যেমন মহাশয়েরা মহদ্‌গুণে আমাকে আমরা করিয়াছিলেন, সেই মহদ্‌গুণ সহিত ক্ষমাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আমরা করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ

করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।

'হিন্দুরত্নকমলাকর'

'সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার রহিত করিয়া গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'হিন্দুরত্নকমলাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :—

> সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলীভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানি সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে

আমরা 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র. স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন,…।

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ধর্ম্মরত্নমনুযত্নশালিভিঃ সৌরভে চ বিততে ধৃতাদরৈঃ।
হিন্দুরত্নকমলাকরঃ পরং সজ্জনৈঃ সততমেব সেব্যতাম্ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর

গৌরীশঙ্করের সংবাদপত্র-পরিচালনার কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পর্কের উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থাকিবে। বয়সে গৌরীশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্রের অপেক্ষা বারো বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু উভয়েরই সাংবাদিক জীবন একই বৎসরে —১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। তার পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এক পক্ষ কালের ব্যবধানে উভয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া সে যুগের সংবাদপত্র-জগতের এই দুই দিক্‌পালের জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। গুপ্ত-কবি তর্কবাগীশের পাণ্ডিত্য এবং সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে তর্কবাগীশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।" ১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের 'প্রভাকরে'ও ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য

করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।”

এই মন্তব্য হইতে উভয়ের আন্তরিক প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্কই সূচিত হয়। কিন্তু ১২৫৪ সালেই অকস্মাৎ কয়েক মাসের জন্য ‘পাষণ্ড-পীড়ন’ ও ‘সম্বাদ রসরাজে’র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করের মধ্যে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তাহা রুচি ও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপীড়ন” এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।
>
> কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

স্বাভাবিক নিয়মেই সে যুগের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের কোন্দল লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং

সাময়িক-সাহিত্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহাকে একটু বাড়াইয়াও দেখা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত যে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন।" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুকালে তর্কবাগীশও মৃত্যুশয্যায়। তিনি সেই মৃত্যুশয্যা হইতেই 'ভাস্করে' প্রশ্নোত্তর-ছলে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, গুপ্ত-কবির সহিত তাঁহার হৃদয়-সম্পর্ক কি পরিমাণ গভীর ছিল। গৌরীশঙ্কর লেখেন—

> প্র। তাঁহার [ঈশ্বরচন্দ্রের] গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?
>
> উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।
>
> প্র। কত দিন?
>
> উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।

গৌরীশঙ্কর তাহা প্রকাশের সুযোগ পান নাই। তাঁহাকে সত্বরই 'প্রভাকর'-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হইয়াছিল।*

---

* "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর" প্রসঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধের ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে লিখিত।

রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও গৌরীশঙ্করের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল সহ নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ভগবদ্‌গীতা**—৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত। ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫)।

২৯ আগস্ট ১৮৩৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত হইল—

> বিজ্ঞাপন।—সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানে২ বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্যে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্ক-সহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতাব জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

২। **ভগবদ্‌গীতা**—সমগ্র অংশের অনুবাদ। ইং ১৮৫২।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ—

> সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশিত হইয়াছে।···সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন

তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর নিরতিশয় সুখানুভব করত প্রার্থনা করিতেন অপরার্দ্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ্ধ অনুবাদ করিয়া সমুদায় একত্র মুদ্রিতানন্তর প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অনুবাদ ভাষাপদ্যে সংকলিত হইয়া যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না কেন না ঐ গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য্য অতিশয় কঠিন, অপর ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না সুতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল না।···

১২৭৮ সালে গৌরীশঙ্করের পোষ্য পুত্র ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন এই ভগবদ্গীতা পুনঃপ্রকাশ করেন। ইহা হইতে গৌরীশঙ্কর-লিখিত ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

নমো জগদীশ্বরায়।

সদ্বিবেচক গুণগ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি এই পুস্তক সম্পাদকের বিনীত পূর্ব্বক নিবেদন।

ভগবদ্গীতা যেরূপ মান্য গ্রন্থ এবং তৎপাঠে যাদৃগুপকার দর্শে তাহা লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন করে না পৃথিবীর অনেক ভাগেতেই ভগবদ্গীতার সুন্দর অনুরাগ আছে, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল হিন্দু মাত্রই এ গ্রন্থকে হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের সার বলিয়া জ্ঞান করেন এবং গীতা মাহাত্ম্যেও লিখিত আছে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্গীতায় সংস্থাপন করিয়াছেন অতএব এতাদৃশ গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে আর অধিক লিখিয়া জানাইতে হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদ্গীতার অত্যন্ত কঠিন ভাবসমূহ সকলের বোধগম্য হয় না এবং অন্যেরা ভাষাপদ্যে ভগবদ্গীতার যে

অনুবাদ করিয়াছেন আমি তাহার নিন্দা করি না বরঞ্চ এই কঠিন গ্রন্থের ভাষান্তর করণে সাহসী হইয়াছিলেন একারণ গ্রন্থকর্ত্তারা প্রশংসিত বটেন কিন্তু তাঁহারদিগের গ্রন্থে মূল গ্রন্থের তাবৎ শব্দার্থ প্রকাশ হয় নাই এবং অল্পদর্শি ব্যক্তিবা তাহা বুঝিতেও পারেন না অতএব সম্পাদক গৌড়ীয় কোমল ভাষায় তাহার ভাষান্তর করিলেন, যাঁহারদিগের অক্ষর পরিচয় ও গৌড়ীয় ভাষার শব্দবোধ হইয়াছে তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া অনায়াসে ভগবদ্গীতার সার বুঝিতে পারিবেন, সম্পাদকের অভিলাষ এই পুস্তক দ্বারা পাঠকবর্গকে আহ্লাদিত করিবেন অতএব শ্রীধরস্বামির অভিপ্রায়ানুসারে স্বয়ং ভাষান্তর করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকগণকে দেখাইয়াছেন ইহাতে ভরসা করেন পাঠক মহাশয়েরা হেয় জ্ঞান করিবেন না।

যদ্যপি কোন মহাশয় কোন শ্লোকের অনুবাদে সন্দেহ করেন এই কারণ সম্পাদক বামভাগে মূল, দক্ষিণে অনুবাদ, উভয়ের নিম্নে শ্রীধরস্বামির টীকা মুদ্রিত করিলেন, যাহার সংশয় জন্মে অনুবাদিত শ্লোকের অঙ্ক দেখিয়া তদঙ্কে অঙ্কিত মূল টীকা দৃষ্টি করিলেই তাৎপর্য্য জানিতে পারিবেন. ভগবদ্গীতার মূলে কোন২ স্থলে এক শ্লোকের সহিত অন্য শ্লোকের অন্বয় সম্বন্ধ আছে অতএব অনুবাদের মধ্যে২ এক এক স্থলে ঐ সকল দুই কিম্বা অধিক শ্লোকের অঙ্কপাত হইল।

... ...

গৌড়ীয় সাধুভাষায় শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভগবদ্গীতার ভাষান্তর করিলেন।

গৌরীশঙ্করের অনুবাদের নিদর্শন-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

কর্ম্মযোগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পর শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় এবং আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হইতে পারেন, অতএব এ প্রকার মনুষ্য যদ্যপি লোকরক্ষার্থক অথবা স্বাভাবিক কর্ম্মও করেন, তথাচ সে কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না॥ ৭॥ (কর্ম্ম করেন অথচ কর্ম্মজন্য ফলেতে

লিপ্ত হয়েন না, এ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হয়, অতএব কর্ত্তৃত্বা-ভিমানাভাবরূপ বিশেষণ দিয়া সংশয় ভঞ্জন করিতেছেন) কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানবান ব্যক্তি, "ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে আমি তাহাতে লিপ্ত নহি" এই অবধারণ করিয়া, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, নিদ্রা নিশ্বাস ত্যাগ, আলাপ, মলমূত্রত্যাগ, দ্রব্যাদি গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ, এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কবিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তঃকরণে স্থির থাকে যে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে এবং বিষয় হইতে আমি পৃথক্, অতএব আমি কিছুই করি না ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ (যে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করে নাই, অথচ আপনি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তিও যে প্রকার কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হয় না তাহা কহিতেছেন) ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরেতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, বন্ধহেতু যে কর্ম্ম জন্য পাপ, তাহাতে সে ব্যক্তি লিপ্ত হয় না, যেমন জলে স্থিত পদ্মপত্র জলেতে লিপ্ত নহে ॥ ১০ ॥ শরীর দ্বারা স্নানাদি কর্ম্ম, মনের দ্বারা বস্তুর ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা যথার্থনিশ্চয়াদি, এবং আসক্তিরহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি—যোগিরা নিষ্কামী হইয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এ সকলের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১১ ॥ ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি করিয়া কর্ম্ম করিলে নির্ব্বাণ মোক্ষ হয় কিন্তু পরমেশ্বরবিষয়ে দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই তজ্জন্য ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে বদ্ধ করে ॥ ১২ ॥

৩। **জ্ঞানপ্রদীপ,** ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল। প্রকাশকাল—২০ আষাঢ় ১২৪৭ (জুলাই ১৮৪০)।

৪। **জ্ঞানপ্রদীপ,** ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল—১৬ মাঘ, ১২৫৯ (২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩)।

৫। **ভুগোলসার**—পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। ২৫ কার্ত্তিক ১২৬০ (৯ নবেম্বর ১৮৫৩)।

৬। **নীতিরত্ন।** ১১ জুন ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১), পৃ. ৯৬।

পুস্তকের "ভূমিকা"-স্বরূপ গৌরীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

নীতি শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই এই কথা বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন, আমিও বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়াছি তাহাতে নীতিজ্ঞান বিষয়ে বালকেরা চাণক্য শ্লোক আর হিতোপদেশের দশ কিম্বা পঞ্চদশ পত্র মাত্রে পরীক্ষা দানে সক্ষম হইয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষালয়ে বালকগণকে অধিক দিন রাখেন না, বালকেরা অল্পকাল মধ্যে হিতোপদেশের অর্দ্ধাংশও পড়িতে পারে না, যাহা দেখে তাহাতে কাক, কচ্ছপ, শৃগাল ও কপোত মূষিকাদির কথোপকথনই অধিক তাহাতে নীতি-জ্ঞানের কি উপদেশ হইবে অতএব রামায়ণ পুবাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হইল আমি তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সার২ শ্লোক সকল লিখিয়াছি এবং আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছি, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠযোগ্য হইবে, এই নীতিরত্ন যিনি পাঠ করিবেন তিনি সভ্য, নীতিকুশল, দাতা, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হইবেন, সর্ব্ব জাতীয় সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্যেরা নীতিরত্ন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন গৃহে বসিয়া মহারত্ন পাইলেন, যদি বিদ্যারত্ন মহাধন হয় তবে নীতিরত্ন বিদ্যারত্নের অনুকূল হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই অথচ মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা অতএব আমি অনুরোধ করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা নীতিরত্ন পাঠ করিয়া নীতিরত্ন হউন।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ভাস্কর সম্পাদক।

পুস্তকখানির শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

শ্রীগৌরীশঙ্করেণৈব নীতিশিক্ষা ত্বরৈষিণা।
শাস্ত্ররত্ননিধের্গর্ব্ভাৎ নীতিরত্নং সমুদ্ধৃতং ॥ ২৪৮ ॥

সকলের নীতিশিক্ষা হইবে সত্বর।
এই অভিলাষবশে শ্রীগৌরীশঙ্কর ॥
শাস্ত্রনিধি হইতে বাছিয়া রত্ন সার।
করিলেন নীতিরত্ন পুস্তক উদ্ধার ॥ ২৪৮ ॥

৭। **মহাভারত,** ২য় খণ্ড। "উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। বঙ্গ ভাষা পদ্য কাশীদাস রচিত। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।...সন ১২৬২ সাল পৌষ।"

ইহার ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আমরা যখন এই মহাভারত সংশোধন করি তখন ভাস্করে লিখিয়াছিলাম বহু ব্যয়ে নানা স্থান হইতে কাশীরাম দাসের সময়ের লিখিত পুস্তক আনাইয়া বাজারে প্রচলিত* কাশীদাসি মহাভারত সংশোধন করিতেছি, অতি শীঘ্র তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিব, কাশীরাম দাস হস্তলিখিত দুই খণ্ড পুস্তকে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় অনেকে তাঁহার পুস্তক লিখিয়া লইয়া যান তাহাতেই বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে কাশীদাসি মহাভারত ব্যবহার হইয়াছে তৎপরে এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র

---

* কাশীদাসী মহাভারতের বটতলা-সংস্করণ কবে প্রথম মুদ্রিত হয়, নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে ঃ—

"কাশীদাসি মহাভারত।—কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুত মার্স্যমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল,...।"—'সম্বাদ ভাস্কর', ৭ জানুয়ারি ১৮৫৪।

স্থাপিত হইলে কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বহুব্যাপক হয়, দোকানী পসারী পর্য্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করে, তাহাতেই ছাপাকরেরা বারম্বার ঐ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন কাশীদাসি মহাভারতের প্রতি অনেক লোকের মনোযোগ হইল তখন সকলেই যথেচ্ছরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন আর মূলের প্রতি প্রায় কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন না, তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপরীত হইয়া উঠিল, পদ পদার্থ মিলন পর্য্যন্তও রহিল না পরে শ্রীরামপুরের সম্পাদকেরা কাশীদাসি মহাভারত বিক্রয়ে লভ্য দেখিয়া প্রকাশ করিলেন কাশীদাসি মহাভারত সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন কিন্তু তাঁহারাও সংশোধন করেন নাই, শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত কাশীদাসি মহাভারত আমারদিগের নিকট রহিয়াছে এবং কাশীদাসের সময়ের হস্তলিখিত তিনখানা পুস্তক আনাইয়াছি তাহার সঙ্গে মিল করিয়া দেখিয়াছি শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত কাশীদাসি মহাভারত রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, কাশীদাসের সময়ের হস্তলিখিত মহাভারত, শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত মহাভারত, বাজারু মহাভারত, সকল মহাভারত দেখিয়া আমরা বহু ব্যয় পরিশ্রমে কাশীদাসের অভিপ্রায় উদ্ধারপূর্ব্বক কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম পরমেশ্বর কৃপায় শেষ খণ্ড অর্থাৎ উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পর্ব্ব মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি এতদ্দেশীয় লোকসকল যাঁহারা কাশীদাসি মহাভারতের প্রতি ভক্তি রাখেন তাঁহারা এই শেষ খণ্ডের মূল্য ২৲ দুই টাকা প্রেরণ করিয়া গ্রহণ করুন, আমরা আদি পর্ব্বাবধি বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব সকলের আদর্শ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হই নাই শেষ খণ্ডের আদর্শ অগ্রে পাইয়াছিলাম। তৎপরে প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট হইতে আদি পর্ব্বাবধি বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ আনাইয়াছি সেই সকল পুস্তকের সহিত শ্রীরামপুর

মহাভারতের পদ পদার্থ মিলন করিতেছি অতি শীঘ্র প্রথম খণ্ড ছাপাইতে আরম্ভ করিব···। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ("কাশীরামদাস-মহাভারত"—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে-লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২৫-২৬।)

দেখা যাইতেছে, মহাভারতের শেষ খণ্ডটি—উদ্যোগ হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম খণ্ডটি—আদি হইতে বিরাট পর্ব্ব—পরে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

৮। **চণ্ডী**। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণ সম্মতা টীকা সহিত। ১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)।

* * *

পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থের রচয়িতা-হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার রচয়িতা ছিলেন—বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার; গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১২৬০ বঙ্গাব্দে "বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাপ চন্দ্ বাহাদুরের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত" হইয়া পুস্তকখানি পুনর্ম্মুদ্রিত হয়।

* * *

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদসার' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন :—

'সংবাদসার' এই পুস্তকের মধ্যে মধ্যে২ প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং ১৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে···। সংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বিপক্ষ নহে অতএব সর্ব্বজাতীয় বালকেরাই ইহা পাঠ করিতে পারেন···যদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী,

সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব।

উপসংহার

গৌরীশঙ্করের জীবন ও বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত কাহিনী ইহা নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারের অবকাশও আমাদের নাই। বর্ত্তমান পুস্তিকার স্বল্প পরিসরে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানেরই আমরা চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। মানুষ হিসাবে গৌরীশঙ্করের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনই গ্রন্থাদি সম্পাদনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা ও স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গীও আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অবশ্য, যে প্রগতিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'জ্ঞানান্বেষণ' মারফৎ তিনি সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছিলেম, শেষ-বয়সে 'হিন্দুরত্নকমলাকরে' তাহা রক্ষণশীলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল কি না, সে জটিল সমস্যার সমাধান করা এখানে সম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের অনগ্রসর পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া আপন অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি নাগরিক সভ্যতার মর্ম্মস্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরূহ সাধনায় যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আমাদের প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য-রচয়িতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায়, সে বিষয় বিশেষজ্ঞগণই স্থির করিবেন; কিন্তু সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার সম্মানিত উচ্চাসন অবশ্য-স্বীকার্য্য। সমসাময়িক সাংবাদিকগণের নিকট তিনি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা অর্জ্জন

করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিব। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

হা কি খেদের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ব আলোচনা করিয়া এদেশের মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে দুই জন বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন? পাঠকবর্গের অবগতি হইয়াছে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২৩ জানুয়ারি, শনিবার] ভৌতিক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদকও গত শনিবার [৫ ফেব্রুয়ারি] পূর্ব্বাহ্নে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত দুই সম্পাদক অতিশয় সুলেখক, দুই জন দুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ বিষয়ক কবিতা যাহা দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষর নিবদ্ধ আছে তাহা যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ ঐ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসনা কদাপি শ্রান্ত হইবেক না, ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের গদ্য রচনায় বিশেষ পারকতা ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা শোধন ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলে বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও স্বদেশীয় জ্ঞানার্থী জনগণ অসংশয় বিবিধ প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের সৌভাগ্যাঙ্কুরোদয় সময়ে ঐ দুই মহাত্মার মানব লীলা সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— ফাল্গুন ১৩৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২·২—১০।১০।১৯৪২

আজকাল সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নব জাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। উহা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তারিখে হিকি (Hicky) সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যিনি এই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ; তিনিই প্রথম বাঙালী সাংবাদিকের গৌরবময় পদের অধিকারী।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর

গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনরীরা প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুরে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার কাজ বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছু দিন চাকরি করিবার পর—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় উদ্যোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্র গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে (ইং ১৮১৬) ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য; ইহাই বোধ হয়, ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। স্বরচিত দুই-তিন খানি পুস্তক ছাড়া তিনি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' এবং লল্লূলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কোন কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।* গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের দোকান খুলিলেন। ক্রমে পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ লাভবান্

---

* কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৪০-৪৬) এ দেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। ইহা হইতে গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়।

হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পল্লীগ্রামে প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহারাই তাঁহার পুস্তকগুলির বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দেশীয় লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ছাপিবার জন্য খিদিরপুরে একটি দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র আনুমানিক ১৮০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে* স্থাপন করেন। তাঁহার ছাপাখানা

* ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দেও খিদিরপুরে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে; ইহা কোলব্রুকের আজ্ঞায় মুদ্রিত, বিদ্যাকর মিশ্রের সূচিসমন্বিত 'অমরকোষ'। 'হেমচন্দ্রকোষ'ও এই বৎসর বাবুরাম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭ম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ভিজিটর-রূপে লর্ড মিণ্টো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :—

A printing press has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the printing of books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit rules of Grammar. The first of these works is completed, and with the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable collection of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this numerous and very ancient people; ......—Roebuck: *Annals of the College of Fort William*, p. 155.

সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুরাম এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মির্জ্জাপুরের ত্রিলোচন ঘাটে।* এই ছাপাখানার মুদ্রাকর ছিল মদন পাল নামে এক জন সদ্গোপ।

১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্‌শী লল্লূলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।† লল্লূলালের আমলেও ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত মদন পালই তাহার মুদ্রাকর ছিলেন।‡ সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও লল্লূলাল করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল। এই মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষসংগ্রহসার' ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত হয়।

* ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লল্লূলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী পুস্তকের শেষে বাবুরামের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

† ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'কিরাতার্জ্জুনীয়' ছাড়া বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে তৎপরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লল্লূলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে (সংবৎ ১৮৭২) তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়; এই ছাপাখানায় তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান এখনও পাই নাই।

‡ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লল্লূলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুন্‌শী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি ও তাঁহার স্বজনবর্গ আগ্রা-গোকুলপুরায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লল্লূলালের মৃত্যু হয়।

তখন বাংলা বই ছাপিতে হইলে প্রধানতঃ ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রালয়, লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, লল্লূলালের সংস্কৃত যন্ত্র, বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র, অথবা শ্রীরামপুর-মিশন-যন্ত্রালয়ের শরণাপন্ন হইতে হইত। তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। গঙ্গাকিশোর বইয়ের ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইয়াছিলেন। তিনি ভরসা করিয়া একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। এই নাম তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।*

বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই। বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। কিন্তু এই পত্রিকা-প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়, এই ব্যাপারে গঙ্গাকিশোরের সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক জন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি না, ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের

* দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২২৬ সালে (ইং ১৮১৯) "বাঙ্গালগেজেটি আফিশে ছাপা" আত্মীয় সভা-নির্ব্বাহক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অপর পক্ষ বলেন, এই সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য। এখন বিবেচ্য, কোন্‌খানি আগে প্রকাশিত হয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি লেখেন যে, শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র নহে,—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১২২২ কিংবা ১২২৩ (ইং ১৮১৫-১৬) সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* পাদরি লং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে—'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,† কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি পাঠ করিয়া, তিনি পূর্ব্বমত বর্জ্জন করেন।‡ তদবধি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোন্‌খানি—এই লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই এ-যাবৎ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই—হইয়াছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক; ইহাও মনে হয় যে, 'সমাচার দর্পণ' সম্ভবতঃ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, তাহা নিশ্চিত। প্রমাণগুলি পর পর উপস্থাপিত করিতেছি।

---

* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ৮ মে ১৮৫২ তারিখের *Englishman and Military Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† *The Calcutta Review* for 1850, p. 145.

‡ Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works.*

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত হয়—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তির অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বে। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট। চন্দ্রিকাব এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনেব পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোব নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

ইহাতে আমারদেব এই উত্তব যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় **কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।** চন্দ্রিকার পত্রপ্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমাবদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক **ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া** তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।—'সমাচার দর্পণ,' ১১ জুন ১৮৩১।

---

* 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৬ জুন ১৮৩১।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬ দ্রষ্টব্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় না, কাজেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন পত্র 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য সহ তাহা স্বীয় পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিতেন। সুতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যতটা তথ্য জানা ছিল, তদবলম্বনে 'সমাচার দর্পণে'র দ্বিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল।

১৮৩১ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পিছাইয়া যাওয়া যাক। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

> The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth.* To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which

* ১২৩২ সালের (ইং ১৮২৫) পঞ্জিকা সমালোচনাকালে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছেন যে, বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র অংশটি এইরূপ:—

Hindoo Almanack for 1825....The compiler of the Almanack is Gungadhur. It is printed in the country, near Ugrudweep, at a press, which was, we believe, the first ever established among the natives. It is dedicated under God, to the Raja of Krishnanugur, whose family, now reduced to poverty, were formerly the greatest patrons of literature in Bengal.—*The Friend of India* (Quarterly Series) for October 1825, pp. 189-90.

having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," pp. 134-35.

'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র এই উক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের দুই বৎসর পরে এবং বিলোপের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহার মূল্য সমধিক।

এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষ্য; এগুলি হইতে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে ও ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি বিজ্ঞাপনের প্রথমটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURRO-CHUNDER ROY, at this PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee Language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included.

Calcutta, Chorebagaun Street, No. 145.

বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই,—হইয়াছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই সকল

বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা"র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ কথার প্রমাণ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই ১৮১৮ তারিখের মধ্যে কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জানা না গেলেও, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন পরিচালক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহারা কেহ এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার সহিত অনুরূপ কথা বলেন; তাঁহার মতে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল 'সমাচার দর্পণে'র "কদাচ পূর্ব্বে নহে," "ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া" ইত্যাদি। এই কারণে 'সমাচার দর্পণ'কে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রসঙ্গে একটি নূতন সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (পৃ. ৫৯) ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

BENGALEE NEWSPAPER.

From the Oriental Star, May 16.—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects ; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্ত্তিত একখানা বাংলা সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি', তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত) 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been

commenced.” তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক দিনে ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ “বাহির হইবে”—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই ‘ওরিয়েন্টাল স্টারে’র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোন গল্‌তি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—‘বাঙ্গাল গেজেটি’ প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, “the publication··· has been commenced” কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই সকল কারণে ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে ‘ওরিয়েন্টাল স্টারে’র সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—এ-বিষয়ে চরম কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে না।

‘বাঙ্গাল গেজেটি’র কোন সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষভাবে জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত

নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকিত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য দুই টাকা ছিল। ইহা ছাড়া, সমকালীন সাময়িক-পত্র পাঠে আরও জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে সহমরণ-বিষয়ে ঐ বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্রের ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ৬৯) প্রকাশ :—

> The India Gazette says, "We have been informed that this little work [on Suttees] has been republished in a newspaper, which for some time past has been printed and circulated in the Bengalee language and character, under the sole conduct of natives. This additional publicity which the labours of Rammohun Roy will thus obtain, cannot fail to produce beneficial consequences ; and we are happy to find, that the conductors of the Bengalee Journal have determined to give insertion of articles that are likely to prove more advantageous to their countrymen,...

তখন "বাঙালী-পরিচালিত" অপর কোন বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, সুতরাং উদ্ধৃত অংশে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলা হইয়াছে।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্য

রচিত গ্রন্থ

গঙ্গাকিশোরের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **A Grammar, in English and Bengalee**। ইং ১৮১৬। পৃ. ২১৬।

A Grammar, in English and Bengalee : containing what is necessary to the knowledge of the English Tongue. To which is added a Translation of Words from one to three Syllables, laid down in a plain and familiar way. By Gungakissore, Bhutachargee. Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1816.

ইহা বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ; কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অত্যল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকবণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি শুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল···।

মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাখানায় যে দায়ভাগ ভাষাতে ছাপা হইতেছে তাহা প্রায় প্রস্তুত হইল

—•—

শ্রীযুৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন—
পরোপকৃতয়েকৃতঃ—

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮১৬) রামচন্দ্র-রচিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই রামচন্দ্র ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত। ইঁহার পূর্ণ নাম রামচন্দ্র রায়।

২। **দায়ভাগ**। ইং ১৮১৬-১৭।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজী ব্যাকরণের ভূমিকায় গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

> মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাখানায় যে দায়ভাগ ভাষাতে ছাপা হইতেছে তাহা প্রায় প্রস্তুত হইল

এই 'দায়ভাগ' ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থের "ভূমিকা"য় শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার ইহার স্বল্প পরিচয় দিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন :—

> বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুস্তক চারি খানি বই লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঐ কএক খানই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র,...। তৃতীয় খানি বহোরা নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ স্থূল রূপে সঙ্ক্ষেপে লিখিত আছে।—পৃ· ১৶০, পাদটীকা।

৩। **দ্রব্যগুণ**। ইং ১৮২৪।*

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি বটতলা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

* "১৮২৪...কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাষা"।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৬।

৪। **চিকিৎসার্ণব**। ইং ১৮২০ (?)। পৃ. ৭২।

শ্রীশ্রীদুর্গা শহায়। চিকিৎসার্ন্নব। নাড়ীজ্ঞান নিরুপণ। ।জ্বরলক্ষণ। পাঁচন ও ঔষধাদি এবং দ্রব্যাদি শোধন প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত হইল কলিকাতা.........

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড দেখিয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয়, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত। পরবর্ত্তী কালে ইহা বটতলা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে গ্রন্থকারের নামধাম জানা যাইবে :—

গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তুষ্টা হন ভগবতি তবে অতি শীঘ্রগতি পূরে অভিলাস ॥ জগৎ জননি যারে তুষ্টা হন এ সংসারে সেজন সকল পাবে অনাআসে করিতে প্রকাশ ॥ চিকীৎসার্ণব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম চিন্তা করি অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ। ভাসায় কোমল-মিষ্টি গ্রন্থ যে নূতনসৃষ্টি কিছুদিন করি দৃষ্টি মূর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিৎ ॥ নাড়িপ্রকাশানুসাবে যদি নাড়ী বোধ করে চিকীৎসা করিতে পারে এ কারণে নাড়ীজ্ঞানে কবি নিরূপিত ॥ না থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন রোগবোধ মূর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ বিষবড়ি দিয়া করে হিতে বীপরীৎ ॥ ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানামতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কাবণ ॥ বৈদ্যকের শাস্ত্রমত পাঁচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ ॥ যে জ্বরে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তার সভাকার উপগার হবে অতিশয় ॥ ঔষধী নানামত বিস্তারিয়া কব কত অল্পে করি গুণশত শাস্ত্রমত করিব নির্ণয় ॥ সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি। চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি। গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কূল দোষছাড়া নাহি মূল সাধুজনে

আছয়ে প্রকাশ ॥ অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে অন্ধকার ঘোরতরে অনায়াসে করয়ে বিনাশ ॥

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ

গঙ্গাকিশোর কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দুইখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১। **অন্নদামঙ্গল**। ইং ১৮১৬। পৃ. ৩১৮

Oonoodah Mongul, exhibiting the Tales of Biddah and Soonder. To which is added, The Memoirs of Rajah Prutapadityu. Embellished with Six Cuts. Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1816.

যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলা চলে, ছাপার অক্ষরে ইহাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম সংস্করণ।

এই পুস্তকে ছয়খানি চিত্র আছে ; প্রায় সবগুলিই লাইন-এন্‌গ্রেভিং। চিত্রের ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের (হরচন্দ্র রায়ের আত্মীয় ?) তৈয়ারি। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন সচিত্র বাংলা-বই এখনও আমার নজরে পড়ে নাই।

এই পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে আছে। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মে° ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপা খানায় সিগ্র প্রকাষ হইবেক
অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত

পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য* মহাস
য়ের দ্বারা বর্ন্ন শুদ্ধকরিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পস্তকের প্রতি
উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোব
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

১। **শ্রীভগবদ্গীতা।**

গঙ্গাকিশোর "গদ্যরচিত ভাষাঅর্থ" সহ ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (পৃ. ২১৬) এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীহরিঃ। শ্রীভগবদ্গীতা। । নমো ভগবতে বাসুদেবায় । অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ । [এবং] গদ্যরচিত ভাষাঅর্থ সংগ্রহ । শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিত । বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। মোকাম বহরা। সন ১২৩১ সাল।

---

* পদ্মলোচন চূড়ামণি নদীয়ার এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি কিছু দিনের জন্য ভারতে আগত প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন্ টমাসের পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫ তারিখে মদনাবাটী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টমাস লিখিয়াছিলেন :—

I have a pundit to assist me in the translation, whose name is Podo Loson, a native of that famous metropolis of Bengal Learning, Nuddea. —*Periodical Accounts*...i. 205.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পদ্মলোচন চূড়ামণি মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে উইলিয়ম কেরীর অধীনে এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন।

ইহা ছাড়া, গঙ্গাকিশোর 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মৃত্যু

হরচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়াতে* ১৮১৯ (?) খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান—ইহার উল্লেখ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে উদ্ধৃত বিবরণে আছে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্ব্বেই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন যাবৎ তাঁহার বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৪৪) মুদ্রিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ॥ প্রকৃতিখণ্ড॥ তদ্ভাষা রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত' পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—

> গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যনুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে।

* গঙ্গাকিশোরের সহিত পৃথক্ হইবার কিছু দিন পরেই হরচন্দ্র রায় ৯ নং আড়কুলিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই মুদ্রাযন্ত্রে 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' এবং 'উদ্ধবদূত' একত্র মুদ্রিত হয়; পুস্তকদ্বয়ের শেষে "রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মণো মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতমিদং গ্রন্থদ্বয়ং"—এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী গীতা'র শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—

> "মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে
> শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিষে।
> ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম
> খ্যাত দত্তপুরী পূর্ব্ব পাশে।"

রামরাম বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.২—২৪।৯।১৯৪২

বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের নিকট রামরাম বসুর নাম অজ্ঞাত নহে। তাঁহার রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য-গ্রন্থ।

রামরাম বসুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই। আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লইবার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে।* বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আমি তাহারদিগের [প্রতাপাদিত্যের] স্বশ্রেণী একেই জাতি," সেজন্য তাঁহাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রচলিত জীবন-কাহিনীতে তাঁহার জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিমৃতা গ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছে।

রামরাম বসুর বাল্য ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে আর কিছু জানা না গেলেও কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় আছে। পর-জীবনে রামরাম বসু জন্ টমাস, উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ মিশনরী ও সরকারী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কর্ম্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেজন্য মিশনরীদের জীবনী, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কার্য্যবিবরণাদি ও অন্যান্য গ্রন্থে এবং সরকারী দপ্তরে রামরাম বসুর উল্লেখ আছে। এই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে।

---

* বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী আসেন, তাঁহার নাম জন্ টমাস। এই টমাসকে রামরাম বসু কিছু দিন বাংলা শিখাইয়াছিলেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন, রামরাম বসুর বয়স "about 35."

জন্ টমাসের মুন্‌শী

রামরাম বসু মিশনরীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জন্ টমাসের সংস্রবে আসেন। টমাস এক জন ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনরী, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে আসেন, কিন্তু পর-বৎসরই বিলাত ফিরিয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ভারতপ্রবাসী দু-চার জন ইংরেজ হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। ইঁহাদের এক জন—রেভারেণ্ড ডেবিড ব্রাউন (ইনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভোস্ট হন) ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "Out of ten million natives, we know of no Christian." এইরূপ আরও কয়েক জন ইংরেজের সহিত টমাসের পরিচয় হইল। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তাঁহার আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু এদেশের লোকের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাংলা ভাষা শেখা দরকার, তাই টমাস বাংলা শিখিবার জন্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম-কোর্টের ফার্সী দোভাষী। তিনি টমাসকে এক জন সুদক্ষ বাংলা শিক্ষকের সন্ধান দিলেন—ইনিই আমাদের রামরাম বসু।*

---

* "He was one of the most accomplished Bengalee scholars of the day, and wielded the power of sarcasm inherent in the language with singular effect."—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 182.

ফার্সী ভাষাতেও রামরাম বসুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কেরী একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "Ram Boshoo is a good Persian scholar."—Eustace Carey : *Memoir of William Carey*, p. 119.

চেম্বার্সের সুপারিশে তিনি টমাসের মুন্‌শী নিযুক্ত হইলেন (৮ মার্চ ১৭৮৭)। *

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের পরামর্শে শীঘ্রই টমাসকে ধর্ম্মযাজক-রূপে মালদহ যাইতে হইল। মালদহে তখন কোম্পানীর রেশম-কুঠির কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ছিলেন—জর্জ উড্‌নী। ঠিক হইল, উড্‌নী-পরিবারে টমাস বাস করিবেন, বাংলা শিখিতে থাকিবেন এবং দেশীয় লোকের মধ্যে খ্রীষ্ট-মহিমা প্রচার করিবেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মুন্‌শী রামরাম বসু-সহ টমাস মালদহে পৌঁছিলেন। মুন্‌শীর নিকট তিনি বাংলা শিখিতে লাগিলেন ও অল্পস্বল্প বাংলা শিখিয়া পর-বৎসর এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম বাংলায় ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। টমাস যখন বাংলায় প্রচার করিতেন, তখন রামরাম বসুকে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে হইত। কিছু দিন পরে টমাস লক্ষ্য করিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি রামরাম বসু আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার মনে বিশেষ আশা জাগিল যে, এক দিন রামরাম বসু স্বধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। একটি ঘটনায় এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। ঘটনাটি টমাসের জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

> This man [Ram Basu] told him in June, 1788, that he had found Jesus to be the answerer of his prayer. He had cried to Him in sickness, and a speedy cure had been granted. Towards the end of the same month, he brought Mr. Thomas, "a gospel hymn of his own composing, the first ever seen or heard of in the Bengalese language,"—a lyric which still holds its place in our

* C. B. Lewis: *The Life of John Thomas, Surgeon of the Earl of Oxford East Indiaman, and the First Baptist Missionary to Bengal,* (1873), p. 65.

collections of Bengali hymns. Ram Basu's daily conversation betokened also a deep conviction of the truth of the gospel, and there was reason to hope he might soon be an acknowledged follower of Christ.—*The Life of John Thomas*, (1873), pp. 111-12.

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রচিত রামরাম বসুর খ্রীষ্ট-স্তবটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।

সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপির ত্রাণের হেতু।
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে ভবসেতু।

এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেই জন
জিজছও নাম তাঁহার।

ঈশ্বর আপনি জন্মিল অবনী
উদ্ধারিতে পাপি জন।
যেই পাপী হয় ভজয়ে তাঁহায়
সেই পাবে পরিত্রাণ।

আকার নিকার ধর্ম্ম অবতার
সেই জগতের নাথ।

তাঁহার বিহনে স্বর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।

সে বদন বাণী শুন সব প্রাণী
যে কেহ তৃষিত হয়।
যে নর আসিবে শুদ্ধ বারি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।

অতএব মন কর রে ভজন
তাঁহাকে জানিয়া সার।
তাঁহার বিহনে পাতকি তারণে
কোন জন নাহি আর।*

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমরা টমাসকে নবদ্বীপে দেখিতে পাই। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্যই সেখানে যান। নবদ্বীপকে তিনি "হিন্দু অক্সফোর্ড" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপে পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কারের চেষ্টায় টমাস এক জন ভাল পণ্ডিতের

---

* *The Life of John Thomas*, (1873), pp. 111-12.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' নামে একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে (G. 10. 59)। পুস্তকখানি তিন ভাগে বিভক্ত; তৃতীয় ভাগে ("বাঙ্গালি স্বর") ১-২ পৃষ্ঠায় রামরাম বসুর সঙ্গীতটি স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম চারিটি পংক্তি এইরূপ,—

"কে আর তারিতে পারে।
ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।
সাগর ও ঘোরে ঈশ্বর।
যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।"

সন্ধান পান। তাঁহার নাম পদ্মলোচন। টমাস তাঁহার অধীনে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৭৯১ তারিখে টমাস নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন ও পর-বৎসর (ইং ১৭৯২) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রামরাম বসুও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া এই বৎসরের নবেম্বর মাসে তিনি তথাকার ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীকে ভারতবর্ষে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বিবরণে রামরাম বসু সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

Third Meeting of the primary Society, at Northampton, November 13, 1792.

* * *

Brother Thomas having been requested to give a Narrative of himself, and his labours in India, he wrote the following, which appeared in Rippon's Baptist [Annual] Register, No. V [p. 356.]

* * *

...Some little account of *Boshoo*, the Munshee...He is about 35 years of age, and a person of more than ordinary capacity, and has been well educated in the Persian language; he was recommended to me by Mr. W. C—, who is a great Persian scholar; and I have employed him in the office of my Munshee, or teacher, all the time I have been in *Bengal.* It was he that composed the *Bengal Hymn* which I annex, and many other sonnets of his own accord, without any assistance from me or any other; and it was he who chiefly laboured with me, in the translation of Matthew, Mark, James, &c. and he often disputes with and confounds the Bramins, both learned and unlearned, though he is not a Bramin himself, but of the writer *Cast*; and this is not in a small degree extraordinary, for the Bramins think

it a very great condescension to hold an argument with any person whose *Cast* is inferior to that of a Bramin. This man has a considerable degree of knowledge and gifts, and I hope they will one day shine forth to the good of many. I should have baptized him, but his relations refused to give him his wife and children. He will accomplish his wishes I hope, before I return, and then his family will be numbered with the stated hearers, and he himself be baptized...*

কেরীর মুন্‌শী

টমাস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। ১১ নবেম্বর ১৭৯৩ তারিখে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিবার পর রামরাম বসুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। রামরাম বসুকে পাইয়া টমাস যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনই একটি সংবাদে ক্ষুণ্ণও হইলেন। স্বদেশযাত্রা-কালে টমাস রামরাম বসুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে কোন খ্রীষ্টান বন্ধু বা সাহায্যকারী না থাকাতে রামরাম বসু অর্থকষ্টে পড়েন ও অবশেষে বন্ধু ও পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের তুষ্টির জন্য পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানও পালন করেন। রামরাম বসুর দুরবস্থার কথা টমাস তাঁহার একখানি পত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

Jany. 8, 1794.

...It was very afflicting to hear of *Ram Boshoo's* great persecution and fall. Deserted by Englishmen, and persecuted by his

---

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. I, pp. 19-20.

own countrymen, he was nigh unto death : The natives gathered in bodies, and threw dust in the air as he passed along the streets in *Calcutta.* At last one of his relations offered him an asylum on condition of his bowing down to their idols. The practice of the Roman Catholics strengthened this temptation, and he was prevailed on. He is now with Mr. *Carey*, from whom you will have a more circumstantial account. He thinks well of him, and I hope he at heart is convinced of his error.

I am pursuing my Shanscrit studies, and keep a Pundit : brother *Carey* pays *Moonshee* twenty rupees per month, which takes almost half his income...—*Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. I (1792-1800), pp. 78-79.

যাহা হউক, রামরাম বসুকে কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া টমাস আশ্বস্ত হইলেন। এদেশবাসীর মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাংলা শেখা দরকার বুঝিয়া কেরী রামরাম বসুকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্‌শী নিযুক্ত করিলেন (নবেম্বর ১৭৯৩)। দুইটি কারণে রামরাম বসুকে কেরীর বড় পছন্দ হইয়াছিল—প্রথমতঃ, তাঁহার কথাবার্ত্তা; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অল্পস্বল্প ইংরেজী-জ্ঞান। টমাস সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য পদ্মলোচনকে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন।

অর্থাভাবে কেরী ও টমাসের পক্ষে বেশী দিন কলিকাতায় থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে মালদহে গিয়া জর্জ উড্‌নীর দুইটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। টমাস ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে এবং কেরী পরবর্ত্তী জুন মাসের ১৫ই তারিখে মদনাবাটীর নীলকুঠিতে উপস্থিত হন। উভয় কুঠির মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ। রামরাম বসুও কেরীর সঙ্গে মদনাবাটী গিয়াছিলেন।

অর্থসঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া মিশনরীরা দেশীয় লোকের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। কেরী বাইবেলের বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। রামরাম বসু তাঁহাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেরী তাঁহার 'জর্ণালে' লিখিতেছেন,—

> 21 [Jany. 1794]. ...This evening I had a very profitable conversation with Moonshi, about spiritual things; and I do hope that he may one day be a very useful and eminent man. I am so well able to understand him, and he me, that we are determined to begin correcting the translation of Genesis to-morrow.—*Memoir of William Carey*, p. 142.

কিন্তু ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে কেরী তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মহীপালদীঘিতে টমাস এক দিন লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, রামরাম বসু কিছু দিন হইতে একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত এবং এই বিধবার একটি সন্তান হওয়াতে শিশুটিকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা সত্য কি না, অবিলম্বে তদন্ত করিবার জন্য টমাস কেরীকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অনুসন্ধানে সকলই প্রকাশ পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামরাম বসুও মদনাবাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।* কেরী ও টমাস উভয়েই রামরাম বসুকে নিষ্কলঙ্কচরিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহার এই পদস্খলন মিশনরীদের দারুণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। মদনাবাটী হইতে ১৭ জুন ১৭৯৬ তারিখের একটি পত্রে কেরী লিখিলেন,—

> ...I have been forced, for the honour of the gospel, to discharge the Moonshi, who...was guilty of a crime which required this step, considering the profession he had made of the gospel. The discouragement arising from this circumstance is not small.

---

* C. B. Lewis: *The Life of John Thomas*, pp. 294-95.

as he is certainly a man of the very best natural abilities that I have ever found among the natives, and being well acquainted with the phraseology of scripture, was peculiarly fitted to assist in the translation ; but I have now no hope of him.*

শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন ও রামরাম বসু

ইহার পর তিন-চার বৎসর আর আমরা রামরাম বসুর কোন সংবাদ পাই না। তবে মদনাবাটীর মত নির্জ্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পাঁচ বৎসরের উপর কাটাইয়া পুত্রপরিবার-সহ কেরী যখন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঐ বৎসরের মে মাসের শেষাশেষি রামরাম বসু আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কেরী তখন ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ফাউণ্টেন প্রভৃতির সাহচর্য্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মিশনরীরা সোসাইটির নামে শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী কিনিয়াছেন, একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, একটি বাংলা-বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজনও চলিতেছে। রামরাম বসুর মত গুণী লোকের সাহায্য পাইলে নানা দিক্ হইতে প্রচার-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইবে—ইহা ভাবিয়া কেরী যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ড লিখিয়াছেন,—

Mr. Ward's Journals.

Lord's-day, May 25, 1800. ..._Ram Boshoo_ having just received notice of our arrival, came up this day, and accompanied brother C. in the evening preaching. He is a very sensible man ; speaks English pretty well, though he cannot read it ; and knows

---

* **Eustace Carey : _Memoir of William Carey, D. D._, p. 264.**

enough to despise the superstitions of his country. Brother C. talked to him very closely, and has translated Dr. Ryland's letter to him.

* * *

Lord's-day, June 29, 1800...Ram Boshoo is with us on a small allowance.*

রামরাম বসু মিশনরীদের একাধিক পুস্তিকা ও গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তিকা বহুল বিতরণের ফলে হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার সর্ব্বপ্রথম বাঙালীদের মধ্যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হয়।

রামরাম বসুর খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লিখিত খ্রীষ্ট-স্তবটির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অনুরোধে তিনি 'হরকরা' † ('গস্‌পেল মেসেঞ্জার') নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ওয়ার্ডের 'জর্ণালে' প্রকাশ,—

> *Lord's-day, June* 22, 1800. ...Ram Boshoo has written a piece, which is printed : we call it the Gospel's Messenger.‡
>
> *Lord's-day, June* 29. ...The piece which he has written in recommendation of the Bible, is likely to be useful. The natives are fond of rhymes, and it is written in their own idom.

ইহা যে ১০০ পংক্তির একখানি কবিতা-পুস্তক, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে,—

---

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. II, pp. 62-63, 66.

† "...Ram Basu's *Harkara*, a poetical tract, intended as an introduction to the gospel, which this singular man had written and presented to the missionaries."—*The Life of Thomas*, (1873), p. 365.

‡ *Periodical Accounts*...Vol. II, pp. 65, 66.

> ...a very earnest and pertinent address to the natives, respecting the gospel. It was written by Ram Boshoo, and contains a hundred lines in Bengallee verse. (Missionaries to the Society, dated *Serampore*, *Aug*. 15, 1800.) *

'হরকরা' ('গস্‌পেল মেসেঞ্জার') ইংরেজী,† ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ‡

এই বৎসরের (ইং ১৮০০) শেষাশেষি রামরাম বসু আরও একখানি কবিতা-পুস্তক শ্রীরামপুর মিশনরীদের রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। § পুস্তকখানির নাম 'জ্ঞানোদয়'। ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির বিবরণীতে প্রকাশ,—

---

* *Ibid.*, p 69.

† এই ইংরেজী অনুবাদ করেন ফারনান্‌ডেজ (Fernandez)।—*A Vindication of the Hindoos* : ···By a Bengal Officer. Part II. London, 1808, pp. 165-75, 191-92 দ্রষ্টব্য।

‡ Murdoch : *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India*, pp. 36, 44.

§ "We have printed, besides a number of evangelical hymns, a piece ['Gospel Messenger'] written by a native, Ram Boshu, to usher in the bible...We have another piece nearly ready, written by a native (Ram Boshu), exposing the folly and danger of the Hindu system. This is peculiarly pointed against Brahmunism, something like those thundering addresses against the idle, corrupt, and ignorant clergy of the church of Rome, at the commencement of the reformation...—*Mission House, Serampore, Oct.* 10, 1800." (*Memoir of William Carey*, D. D., p. 408.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, অথবা পর-বৎসরের জানুয়ারি মাসে 'জ্ঞানোদয়' মুদ্রিত হইয়াছিল। পাদরি লঙের মতে (*Cat.*, p. 85) ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮০১।

Deep Chund's Journal

...On this we went to this house, and sat down in the midst of a number of brahmans, musselmans and others, to whom I read part of the *Gyan odoi, which says that "they who read and judge concerning the vedas will become *chundals.***

*** This book was written by Ram Bhose, who brings in this passage from the Hindoo writings.†**

ইহাতে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ ছিল। ওয়ার্ড লিখিতেছেন,—

From Mr. Ward's Journal

Lord's-day. Aug. 31, 1800. **After dinner, brother Carey read and translated to us a most cutting piece in verse against the brammhans, written by *Ram Boshoo.* "You may think you are gods, says he, and have no sin ; but when you leave the body you will be as light as the sun, and all your sins will be magnified in an inconceivable manner." We have the honour of printing the first book that was ever printed in Bengallee ; and this is the first piece in which brammhans have been opposed, perhaps for thousands of years... ‡**

খ্রীষ্ট-মহিমা-প্রচারে রামরাম বসুর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা বিলাতে ব্যাপ্‌টিস্ট-মণ্ডলীর অজ্ঞাত ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন—এরূপ আশাও তাঁহারা পোষণ করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা মাঝে মাঝে বসু-মহাশয়কে পত্রাদি লিখিয়া উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ একখানি পত্রের উত্তরে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রামরাম বসু যাহা লেখেন,

† ***Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.*** **Vol. III (1804-08), p. 271.**

‡ ***Periodical Accounts...,*** **Vol. II, p. 111.**

'তাহার ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; পত্রখানিতে অনেক কাজের কথা আছে।

RAM BOSHOO TO DR. RYLAND
(*Translated by Mr. Carey*)

Feb. 10, 1801.

Salutation !

The three books and affectionate letter which you sent me by Mr. Marshman and the other missionaries, I received with great joy. I also feel very thankful that you have so great a favour towards me, a poor creature. I had heard of you before from Mr. Carey, but now know much more of you from your letter.

After the missionaries had arrived a long time in Bengal, I heard of them, and went to Calcutta, where I understood that they resided at Serampore. I therefore went thither and visited them, where I heard all particulars, and remained with them some time. Soon after this, Mr. Forsyth* obtained me a place to live with Mr. Douglas to manage the Company's hemp experimental farm, where I have been four or five months. Rishera, the place where I reside, is near to Serampore ; on which account I have opportunity frequently to visit the missionaries and hear the gospel.

Oh sir ! I am most wretched. When the gospel was first published in this country, I heard it. Mr. Thomas had been here but a few days when I became his moonshi, and taught him the language of the country. After he had learned a little, he began to translate, and preach in many places, where he was much esteemed, and where the word was manifested to many people.

After this Mr. Carey came hither. I also taught him the language ; and the gospel was also proclaimed. But *as* I was under Mr. Thomas, *so* I remained. I understood something of the gospel, and can make it known a little to others ; but cannot leave my cast. This is my great difficulty. But what God hath said in Matt. vi. 7.—12, gives me hope. This I seek after, and

* ইনি লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির এক জন প্রচারক।

have hope from no other quarter. Whatever else relates to me, you will understand from Mr. Carey's letters.

You have sent me the great Word—the Bible : what can I send you ? Only for the purpose of ushering in the gospel I have written two little pieces, which the missionaries have printed. I enclose you a copy of them, the particulars of which will be given by Mr. Carey. The people of this country will read such little pieces. I have a desire to turn all the bible thus into verse ; but must labour to supply the wants of my family, so that I have much travelling from one place to another, and am seldom long at rest. Yet at my leisure I have written a little : when I have finished any subject, I will send you a copy. All other news Mr. Carey will send.

RAM BOSHOO. *

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু দুইটি ইংরেজী খ্রীষ্টসঙ্গীত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড তাঁহার জর্ণালে লিখিয়াছেন,—

From Mr. Ward's Journal.

March 5, 1802. Ram Boshoo came up to-day and brought with him some translations in bengalee verse, of "Jesus, I love thy charming name," &c. ; and of, "He dies, the friend of sinners dies," &c. We have now three-and-twenty hymns printed in a little book in bengalee. †

আমরা মূল-সহ রামরাম বসু-কৃত সঙ্গীত দুইটির অনুবাদ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, অনুবাদে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১

1. Jesus, I love Thy charming name,
'Tis music to my ear ;
Fain would I sound it out so loud,
That earth and heaven should hear.

* *Periodical Accounts...*, Vol. II, pp. 187-88.
† *Ibid.*, Vol. II, p. 245.

2. Yes, Thou art precious to my soul,
My transport and my trust ;
Jewels, to Thee, are gaudy toys,
And gold is sordid dust.

3. All my capacious powers can wish,
In thee doth richly meet :
Nor to mine eyes is light so dear,
Nor friendship half so sweet.

4. Thy grace still dwells upon my heart,
And sheds its fragrance there ;
The noblest balm of all its wounds,
The cordial of its care.

5. I'll speak the honours of Thy name
With my last labouring breath :
Then speechless, clasp Thee in mine arms,
The antidote of death.

Philip Doddridge. 1755.

হে খ্রীষ্ট যিশু মুকতিদ ।
পাপির পাপ কারাগারে হে খ্রীষ্ট যিশু ।
হেদে খ্রীষ্ট যিশু মুকতিদ ।
যিশু খ্রীষ্ট মুক্তি দাতা হে ।
হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য ।
সেই সেই জগৎ করতা হে খ্রীষ্ট যিশু ।

ওহে খ্রীষ্ট বর জগৎ ঈশ্বর
প্রেমী তব নাম গানে ।
কিবা মহানাম অতি অনুপম ।
সুশ্রাব্য আমার কাণে ।

মোর অভিলাষ করিতে প্রকাশ
এমতে তোমার নাম।
পৃথ্বীতে যে জন করয়ে শ্রবণ।
সেই মত স্বর্গধাম।
মোর মন প্রেম তোমাতে অসীম।
আমার বিশ্বাস তুমি।
তুমি মহাশয় মহানন্দময়।
তুলনা কি দিব আমি।

রত্নানন্দ যত স্বর্গে সেই মত।
তুলনা করি হে যবে।
খেলানাব ন্যায় রত্নানন্দ হয়।
স্বর্গ ধূলীবত তবে।

মম বাঞ্ছা যত তোমাতে স্থাপিত।
আলো তব তুল্য নয়।
প্রীতি মিঠা বটে তাহা নাই টুটে।
তব তুল্য কোথা হয়।

অনুগ্রহ তোর হৃদয়েতে মোর
বসিবে আপন গুণে।
যেন ফুল হয় সুগন্ধি করয়।
বৃক্ষতলে সর্ব্ব স্থানে।

সব দুঃখ মোর অনুগ্রহে তোর।
পলায়ণ করে ক্ষণে।
কোঁকানি সন্তাপ আর অনুতাপ।
পলায় সব ঐ মনে।

শেষ শ্বাসাবধি নাম গুণনিধি
সম্ভ্রম করিব আমি।
তবে মৃত্যু কালে তব বক্ষঃস্থলে।
শোব জিনি মৃত্যু স্বামী।

২

1. He dies ! the Friend of Sinners dies !
Lo ! Salem's daughers weep around ;
A solemn darkness veils the skies !
A sudden trembling shakes the ground !

2. Come saints, and drop a tear or two
For Him who groaned beneath your load ;
He shed a thousand drops for you,
A thousand drops of richest blood !

3. Here's love and grief beyond degree,
The Lord of glory dies for men !
But lo ! What sudden joys we see !
Jesus the dead revives again.

4. The rising God forsakes the tomb ;
Up to His Father's court He flies :
Cherubic legions guard Him home,
And shout Him welcome to the skies.

5. Break off your tears, ye saints, and tell
How high our great Deliverer reigns ;
Sing how He spoiled the hosts of hell,
And led the tyrant, death, in chains.

6. Say, "Live for ever, wondrous king !
Born to redeem, and strong to save !"
Then ask the monster, "Where's thy sting ?"
And, "Where's thy victory, bosting grave ?"

Isaac Watts. 1706.

হে শুন পাতকিগণ।
ত্রাণের আছয়ে উপায় হে।
আছয়ে উপায় হে।
আছে ত্রাণেব উপায় হে।

খ্রীষ্ট অবতরিল পাতকির প্রায়শ্চিত্তের হেতু।
হে ও শুন।

পাপির বন্ধু মরে দেখ সর্ব্ব নরে।
কাঁদি শালমের রামা।
মেঘ আচ্ছাদন তিমির সঘন।
ঘন ভূমি কম্পমানা।

পুণ্যবান নর আইস রে সত্বর।
কাঁদিব তাঁহার হেতু।
যিনি কাতরাণ পাপির কারণ।
তিনি সে ত্রাণের সেতু।

বিন্দু সহস্রাবধি রক্ত মূল্য নিধি।
ফেলিতেছেন ধারায়।
দুঃখ অনুক্রম এখানে অসীম।
আর প্রেম দেখা যায়।

কিবানন্দময় মৃত্যু করি জয়।
পুনশ্চ য়িশু উত্থান।
সমাজি ছাড়িয়া ঈশ্বর উঠিয়া।
শূন্য পথে স্বর্গে যান।

দূতগণ যত সবাই ঐ পথ।
তাঁহার সঙ্গেতে যায়।
মহানন্দ মনে আনন্দ গায়নে।
স্বর্গপুর পূর্ণ হয়।

পুণ্যবান জন ত্যজিয়া ক্রন্দন।
সে প্রভু সম্পদ গাও।
তাঁহে প্রেম করি পাপ পরিহরি।
মৃত্যু পরে স্বর্গে যাও।

কর সে কীর্ত্তন কিমতে সে জন।
নর্ক সেনা নষ্ট করি।
মৃত্যুকে বাঁধিয়া নিজ রথে লৈয়া।
গতি কৈল স্বর্গ পুরী।*

রামরাম বসু শ্রীরামপুরের পাদরি ওয়ার্ডের অনুরোধে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় একখানি খ্রীষ্টচরিতও লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড তাঁহার জর্ণালে লিখিতেছেন,—

Mr. Ward's Journal.

Apr. 25, 1803...Yesterday at Calcutta Ram Boshoo called upon me at brother Carey's lodgings, by appointment. I wished to engage him to write for us a life of Christ in bengalee rhyme,

* ইংরেজী সঙ্গীত দুইটি *Psalms and Hymns with Supplement for Public, Social and Private Worship.* Prepared for the Use of the Baptist Denomination, (1908), pp. 79, 57 হইতে গৃহীত। বাংলা সঙ্গীত দুইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' পুস্তকের "তৃতীয় বাঙ্গালি স্বর" বিভাগে তৃতীয় ও দ্বিতীয় গীতরূপে যথাক্রমে ৪-৫ ও ২-৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

to give away, in the hope it might be useful. The Hindoos have been used to scarcely any thing but poetry ; and in consequence the bible is more strange, and unacceptable to them. They have their histories of Ram, Chreeshno, &c. in poetry ; and it is probable that these poems have contributed more than any thing else to fix and disseminate the peculiar notions and customs of the Hindoos. Ram Boshoo was of the same opinion, and entered very cheerfully into the work, promising to devote his nights to it till it was accomplished."*

'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।† পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।‡ স্বর্গীয় গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

---

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. II (1801-04), p. 379.

† "Serampore and Early Printed Tracts...In 1805, *Life of Christ in Verse.*"—Long's *Descriptive Catalogue...*, p. 85. কিন্তু লং এই তালিকার ২৬ পৃষ্ঠায় অন্যরূপ লিখিয়াছেন,—"In 1810, one Ram Bose, a Hindu, composed a LIFE OF CHRIST, in verse, which passed through two editions, and was translated into Uriya and Hindi."

‡ মারডক্ (Murdoch) তাঁহার *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' পুস্তকের অপর একটি সংস্করণের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—"The Immortal History of Christ, Verse. 12 mo. 250 pp. By Ram Basu. About 1810."

শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' আছে (Case G. Shelf 10. No. 57)। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৬। মূল পুস্তক ২৩৭ পৃষ্ঠায় শেষ; ২৩৮-৪৬ পৃষ্ঠায় একখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রখানির আরম্ভ এইরূপ :—"বঙ্গদেশস্থানাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি শ্রীকেরি সাহেব শ্রীমার্সমন সাহেবের নিবেদন মিদং।"

পুস্তক-সংগ্রহে এক খণ্ড 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' আছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই। পুস্তকখানি খণ্ডিত; মাত্র ৯৬ পৃষ্ঠা আছে। এখানির ছাপা দেখিয়া প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়া মনে হয়। রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা হইল,—

অথ খ্রীষ্টবিবরণামৃতং স্তবং লিখ্যতে।—

যুড়িয়া উভয় কর বন্দি যে জগদীশ্বর
স্বৃষ্টি স্থিতি যাহার কারণ
দয়াতে যে গুণময় অবতরি য়হোদায়
ত্রাণহেতু লভিল মরণ
যে প্রভু এদেন কৈল আদমেরে নির্ম্মাইল
খওয়া কৈল আদম কারণ
আদ্যে স্বৃজি দুই জনে তাহার সন্তানগণে
পরিপূর্ণ করিল ভুবন।
শয়তানের প্রতারণে এদেনের উদ্যানে
খওয়া ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ করি
প্রভুর নিষেধ ফলে আদমেরে খাওয়াইলে
তাহে সে হইল পাপকারী।
পাপ করি মহাদম ঈশ্বরাগ্রে হৈয়াধম
অধোগতি হইল দোঁহার
তাদের সন্তান যত পাপে রত অধোগত
কেহ নারে হইতে উদ্ধার।
পূর্ব্বে যবে স্বৃষ্টি হৈল প্রভু এই আজ্ঞা কৈল
পাপ পুণ্য করি নিরূপণ
যেই পাপ করিবেক নরকেতে পড়িবেক
পুণ্য স্বর্গে গমন কারণ।

আদম পাপেতে রত তাহার সন্তান যত
সেই পাপে সবে অধোগতি
দেখিলেন দয়াময় নব হৈল পাপাশ্রয়
তারদের নাহিক নিষ্কৃতি।
পূর্ব্ব-আজ্ঞা অনুক্রমে শাস্তি দিলে পাপাত্মনে
কভু তাদের নহিবে উদ্ধার
দয়াতে করুণাময় কৈল অন্য উপায়
মানবের করিতে নিস্তার।
প্রভু বলিলেন পাপ নরের দুস্তব তাপ
সহ্য তারা করিতে নারিবে
তাহার যন্ত্রণা যত মানবে অনন্ত খ্যাত
কভু তার শোধ না হইবে।
আমার দ্বিতীয় বাণী শুনহ সকল প্রাণী
পাপসম প্রায়শ্চিত্য করণে
নাহিক সন্দেহ তায় খণ্ডিবে নরক দায়
সর্ব্ব পাপ হইবে মোচনে।
এই মত নিরূপণ কৈলা অনাথের ধন
কিন্তু তার কি হবে উপায়
ঈশ্বর নিষেধ কথা হইয়াছে পাপ খ্যাতা
তার তুল্য প্রায়শ্চিত্য কোথায়।
অনন্ত ভুবন নরে যদি উৎসর্গিতে পারে
তথাচ সমান তার নবে
ঈশ্বর নিষেধ তুল্য দ্রব্য কোথা মহামূল্য
কিমতে প্রায়শ্চিত্য তার হবে।

তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, তখনকার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০৲ বেতনে আরও ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন; রামরাম বসু ইঁহাদের মধ্যে এক জন। অন্য পাঁচ জন পণ্ডিতের নাম:—শ্রীপতি [রায়], আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [মুখোপাধ্যায়], পদ্মলোচন * [চূড়ামণি]। †

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, বাংলা শিক্ষা দিবার উপযোগী কোন পুস্তক নাই। পাঠ্য পুস্তকের অভাব কলেজের কর্তৃপক্ষেরাও অনুভব করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা দেশীয়

---

* ইনিই জন্ টমাসের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন। কেরী কিছু দিন টমাসের সহিত কাটাইয়াছিলেন, কাজেই পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহারও পরিচয় দিল। পদ্মলোচন চূড়ামণির নিবাস নবদ্বীপে।—*The Life of John Thomas*, pp. 183, 248, 276, 313, 373.

† Proceedings of the College of Fort William. *Home Mis.* Vol. No. 559, p. 5.

পণ্ডিতদিগকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেরী নিজেই বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিলেন এবং রামরাম বসুকে দিয়া একখানি গদ্যগ্রন্থ লেখাইলেন—ইহার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। *

ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র দুইটি এইরূপ :—

The History of Raja Pritapadityu, *By Ram Ram Boshoo*, one of the Pundits in the College of Fort-William. Serampore, Printed at the Mission Press. 1802.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।—রাম রাম বসুর রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০১।—

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামপুরে

---

* "When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing. Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables,...which we are also going to publish."—Mr. Carey to Dr. Ryland, *Serampore, June* 15, 1801. (*Memoir of William Carey*, pp. 453-54.)

মরাঠী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা হইতে মরাঠীতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল। অনুবাদ করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত—বৈদ্যনাথ। এই মরাঠী-অনুবাদের জন্য কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৈদ্যনাথকে তিন শত টাকা পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন (*Home Dept. Miscellaneous* No. 559, p. 442)। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (Roebuck's *Annals of the College of Fort William*, Appendix, p. 31)।

মুদ্রিত হয়।* ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রামরাম বসু কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোষিক পান। এই সম্পর্কে কেরী কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা কলেজ-কাউন্সিলের ১৮ জুলাই ১৮০৩ তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়,—

To Charles Rothman Esqr.

Secretary to the Council of the College.

Sir,

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit language into Classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun which is a very useful class book—and also that Ram Ram Bose has composed a History in the same language called Pritapeadytta—which is used by the students. They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy's was eleven months employed on his work and Ram Ram Bose one year, six months.

I am, Sir,

Your most obedient Servant,

W. Carey

Bengalee Teacher.

---

* ইহার প্রকাশকাল ইংরেজী আখ্যাপত্রে ইং "১৮০২", কিন্তু বাংলা আখ্যাপত্রে "১৮০১" দেওয়া আছে। শেষোক্ত বৎসরটিই ঠিক। মার্শম্যান লিখিয়াছেন :—

"He, therefore, employed Ram-bosoo...to compile a History of King Pritapadityu, an edition of which was published in July, 1801. at the Serampore press, and this may be regarded as the first prose work—the laws and the tracts excepted—printed in the Bengalee language."—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward* (1859), i. 159-60.

P. S. Mritoonjoy the head Pundit in the Bengalee Department translated the Butteesee Singhasun into the Bengalee Language, which is an excellent class book. Ram Ram Bose also wrote the History of Raja Pritapaditya (the first prose work ever written in the language and an authentic history of the government of Bengal from the beginning of the reign of Achber to the end of that of Johangeer) and another book called Lippi Mala—which are also very useful class books. They have applied for rewards. I think about 400 Rupees will be a remuneration for Mritoonjoy, and about 600 for Ram Ram Bose.

Resolved that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy and 300 Sicca Rupees to Ram Ram Bose as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey.*

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল :—

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা স্বৈকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখ চুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়া

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Mis.* Vol. No. 559, pp. 263-64.

মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুণ ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন। এইং মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।—

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণা পেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈব্য ভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহাব কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহাবকর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কব নতুবা ইহাব ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।—(পৃ. ৫২-৫৪)

রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচাব করেন আমি এক ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানেবদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পরং বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটাবর্ত্তি আরং

পট্টীদার যেং ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।—

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সর্ব্বক্ষম।—(পৃ. ১০৯-১০)

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র তৃতীয় সংখ্যক পুস্তকরূপে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপি মালা' নামে রামরাম বসুর আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Lippi Mala, or The Bracelet of Writing ; being a series of Letters on different subjects. *By Ram Ram Boshoo*, One of the Pundits in the College of Fort-William. Serampore : Printed at the Mission Press. 1802.

লিপি মালা পুস্তক।— রাম রাম বসুর রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০২।—

এই পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে,—

এ হেঁন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা

পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচণা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় বাজাগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থাক্রম দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। (পৃ. ৩-৪)

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুস্তকে ফার্সী শব্দের বাহুল্য আছে, কিন্তু 'লিপি মালা' সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'লিপি মালা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

…এই মতে প্রেমাশক্ত সতী ও মাত্যাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদ যুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর। নন্দি কহিল দক্ষ নিন্দার প্রতি ফল পাইবা যে মুখে শিব নিন্দা করিলা তাহা তোমার নাশ হইয়া ছাগল বদন হইবেক এই সকল বাক্যে দক্ষ

পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উথান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।—(পৃ. ১১১-১৩)

পূর্ব্বকালে বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব পৃথিবীতে অতি অল্প ছিল হরিভক্তি ব্যতিরেক জীবের মুক্তাভাব এতদর্থে আপনে কৃষ্ণ বৎসর শত চারি হইল নবদ্বীপ পুরিমধ্যে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে সচি ব্রাহ্মণির উদরে অবতার হইলেন তাহার নাম থুইলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র। পরে এই মতে বাল্যক্রিড়ায় অল্প কাল যাপন করিয়া নবদ্বীপের প্রধান ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাটিতে পঠেন যেমত আর২ পড়ুয়ারা ও পঠেন উনিও সেই মত পাঠ করেন বটে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহা একবার অধ্যায়ন করান তাহা তৎক্ষণাত অভ্যাস হয় এ মত উৎপন্ন মেধা এবং যাহা পাঠের মধ্যে আইসে নাই তাহাও শুনিয়া অবগত এমত শ্রুতিধর আর রূপবান এবং কমলাঙ্গ বাক্য অমৃত তত্তুল্য ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন এ বালক কদাচ সামান্য নহে ইহার তদন্ত আর কিছু থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই। এই চিন্তাতে ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা চৈতন্যের প্রতি তটস্থ থাকেন ইহার পরিক্ষার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সমস্ত পড়ুয়ারদের আজ্ঞা করিলেন তোমরা এক জন প্রতি দিবস প্রাতে আমার প্রাতঃস্নানের সময় ধুতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাজি ঘাটে লইয়া যাইও এই নিয়ম থাকিল। তদনন্তরে পড়ুয়ারা প্রতি দিবস সেই নিয়ম মত এক জন বস্ত্র ও পুষ্প ঘাটে লইয়া যান এই মত বারি চৈতন্যের পালার দিন তিনিও সেই মত করিলেন ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গগমন জানিয়া কটি পর্য্যন্ত জলে দাণ্ডাইয়া বস্ত্রের কারণ চৈতন্যেরদিগে হস্ত

বিস্তার করিলে তিনি জলে তিন চারি পাদার্পণ করিলেন তাহার পদবিক্ষেপের স্থলে এক২ পদ্ম প্রস্ফোটিত প্রতি পদের তলে হইল ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমতকৃত হইলেন কিন্তু তখন কিছুই বলিলেন না পরে সমায়ান্তরে ভট্টাচার্য্য কহিলেন গৌরাঙ্গ শুন আমার নিবেদন এত দিবস পর্য্যন্ত তুমি আমার পড়ুয়া ছিলা বটে আজি অবধি আর আবশ্যক নাই পাঠ করিতে আমার স্থানে যাহা হউক আমার সমস্ত পুথি প্রস্তুত আছে যদি আবশ্যক হয় তাহা সমস্ত দৃষ্টি কর ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবেক তুমি কেটা তাহা আমার সুগোচর হইল তুমি সামান্য মনুষ্য নহ তাহা আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ কুণ্ঠিত হইয়া কহিতেছেন মহাশয় আমি আপনকাব পড়ুয়া যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য অতএব সেই দিবস হইতে চৈতন্য ভট্টাচার্য্যের সমস্ত পুস্তক আপনি২ আবৃত করিতে২ অল্প কালেই মহা মহোপাধ্যায় হইলেন দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌবাঙ্গ সামান্য মনুষ্য নহেন ত্রিনি কোন অবতার হবেন তাহার সন্দেহ নাই এই রূপে কতক কাল গত হয় ইতি মধ্যে এেহার বিবাহ ক্রমে২ একের বিয়োগে অন্য হইল বয়ঃক্রম ও পচিশ বৎসর হইল তাবত সুন্দব রূপ প্রকাশ হয় নাই ইতি মধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিম হইতে আসিয়া চৈতন্যকে গোপ্ততে ডাকিয়া কহিলেন কহ তুমি নিশ্চিন্ত আছহ তোমার বুঝি কিছু মনে নাই যে কারণ তোমার আগমন বুঝি তাহা বিস্মৃতি হইয়াছ এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন আমি প্রকাশ হওনের অসঙ্গতিতে নিরস্ত আছি এবং আপনকার আপেক্ষিক পরে দুই জন নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া শান্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ তিনজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। (পৃ. ১২৪-২৯)

মৃত্যু

জীবনের অবশিষ্ট কাল রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত হিসাবেই কাটাইয়াছিলেন। কেহ কেহ কেরীর "অপ্রকাশিত কাগজ-পত্রের" উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে এবং কেরী যে এরূপ কোন উক্তি করিতে পারেন না, তাহা কেরীর নিজেরই নিম্নোদ্ধৃত চিঠি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়,—

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

Ram Ram Boshoo, one of the Pundits on the Bengalee Establishment died last week.

I beg to recommend his son, Nurottumo Boshoo, as a proper person to occupy his place. Nurottumo has been employed for the last eight years as a supernumerary or Certificate Pundit in the College, and has conducted himself so as to give universal satisfaction. He is fully competent to the duties of the office.

I am, Gentlemen

11 August, 1813. Obediently yours

Wm. Carey

Ram Ram Bose a Pundit of the fixed Establisment having died on the 7 August, 1813

Nuruttom Bose was appointed on the 8 August to succeed him. (*Home Mis.* Vol. No. 562, p. 487.)

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত, রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পরদিন হইতে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ঐ পদে নিযুক্ত হন।

রামরাম বসু ও রামমোহন রায়

রামরাম বসু ও রামমোহন রায়ের নাম একত্র যুক্ত হইয়া কতকগুলি কথা চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের একটি এই যে, রামরাম বসু রামমোহনের দ্বারা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাণ্ডুলিপি সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন। এই উক্তি প্রথমে নিখিলনাথ রায় মহাশয় করেন ও প্রমাণ-হিসাবে "শ্রীরামপুর মিশনে রক্ষিত কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্রের" উল্লেখ করেন। পরবর্ত্তী কোন কোন লেখক নিজেদের গ্রন্থে নির্ব্বিচারে উহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। আর একটি ধারণাও চলিয়া আসিতেছে যে, রামমোহন রায়ই না-কি রামরাম বসুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেন নাই। এই দুইটি বিষয়েরই একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীরামপুর মিশনে বর্ত্তমানে কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র কিছু নাই। কোন দিন ছিল কি না, সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে। এই তথা-কথিত কাগজপত্রের বলে যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহার একটি যে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। সুতরাং এই কাগজপত্র সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান না-হওয়া পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণের সাহায্যেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা উচিত।

প্রথমেই আমরা দেখি, রামরাম বসু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্ টমাসের বাংলা মুন্শী নিযুক্ত হন। তখন যে বাংলা ও ফার্সীতে রামরাম বসুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং কাজ চালাইবার মত ইংরেজীর জ্ঞানও ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামরাম বসুর আরও দুইখানি পুস্তিকা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের তারিখ যথাক্রমে ইং ১৮০০ ও ১৮০১। তাহা ছাড়া তিনি কেরীর

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে মনে হয়, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশের সময়ে তাঁহার অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক ছিল না। পক্ষান্তরে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন বাংলা পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন বলিয়া নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মজীবনী বলিয়া যে সংক্ষিপ্ত রচনাটি বিলাতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ষোল বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই আত্মজীবনী তাঁহার নিজের রচিত কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া রামমোহনের বাল্যরচনা সম্বন্ধে কোন উক্তি করা সঙ্গত হইবে না। তাহা ছাড়া এই পুস্তক বাংলায় রচিত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। রামমোহন সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভরযোগ্য যে-সকল সমসাময়িক প্রমাণ আছে, তাহা হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি কোন বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, তাহা প্রায় নিশ্চিতই বলা চলে। এ-পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদীন'ই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া মনে হয়। উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত ও ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর প্রায় সকল রচনাই ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত। সুতরাং তিনি বাংলা গদ্য লিখিতে রামমোহন-রচিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন পুস্তক দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বা রামমোহন দ্বারা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' সংশোধন করাইয়া লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখি না।

রামরাম বসু যে রামমোহনের বহুপূর্ব্বে বাংলা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ—১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে

প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত তাঁহার কবিতা (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত)। তখন রামমোহন নিতান্ত বালক। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে ১৬-১৭ বৎসরের বড় ছিলেন।

এইবার রামরাম বসুর খ্রীষ্টধর্ম্ম-অবলম্বনের কথা ধরা যাক। টমাস ও কেরীর অধীনে রামরাম বসু জীবনের শেষ কয় বৎসর চাকুরি করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি এরূপ বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন যে, টমাস ও কেরীর ধারণা হইয়াছিল, রামরাম বসু শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান হইবেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। রামরাম বসু মিশনরীদের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন—কেরীর অনুরোধে খ্রীষ্টতত্ত্ব বিষয়ে ও হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তিকাও লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরিবার-পরিজন ও স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম বরণ করিতে কখনই সাহসী হন নাই। এই মর্ম্মে একটি উক্তি ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা জন্ মার্শম্যানের। তিনি লিখিতেছেন,—

> He had a clearer perception of the truths of Christianity than any other native at the time, and he regarded the popular superstitions of the country with philosophical contempt, but he did not possess sufficient resolution to renounce his family connections, and avow himself a Christian ...But like those who assisted in the construction of the ark, and yet obtained no asylum in it, Ram-bosoo, though he contributed largely to the introduction of Christian truth into the country, never himself sought refuge in the doctrines of the Gospel.*

* John Clark Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward* (1859), i. 132.

এই কথাটাই টমাসের জীবনীতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।—

> This man, [Ram Basu] within the first year of Mr. Thomas's settlement at Malda, had given him hopes that he was a believer in the Lord Jesus Christ ; and, although he carefully preserved his caste, he appears to have professed a very hearty reception of the doctrines of the gospel. It may be feared that he was not sincere from the first ; and that the wily Munshi combined with other natives cruelly to impose upon the missionary, when, detached from all the world besides, he was laboring in longing hope that by his means a church of Jesus Christ might be gathered from amongst the natives of Bengal. Ram Basu was a clever man, with a pleasing address. He wrote Bengali hymns and, at a later date, some very effective tracts, and almost down to his death, in 1813, hopes were cherished that he might after all declare himself a disciple of Christ. *

দেখা যাইতেছে, রামরাম বসু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস অপেক্ষা আর্থিক ও সাংসারিক স্বার্থের দ্বারা অনেক বেশী চালিত হইয়াছেন এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে খ্রীষ্টিয়ান হইবার সঙ্কল্প না থাকিলেও বরাবরই মিশনরীদের মনে এই আশা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। এই ব্যাপার ইং ১৭৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৩ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইহার মধ্যে রামমোহনের প্রভাব কল্পনা করিবার হেতু মাত্র নাই।

তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী করার সময়ে রামরাম বসুর সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল, এরূপ মনে করা একেবারে অসঙ্গত হইবে না। রামমোহনের নিজের ও তাঁহার বন্ধু জন্ ডিগবীর উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত

* *Memoirs of the Rev. John Thomas*, (1871), p. 55.

রামমোহনের বিশেষ সংস্রব ছিল। অন্য প্রমাণ হইতে আরও জানা যায় যে, রামমোহন ইং ১৮০১ হইতে ১৮০৩ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে, রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত রামমোহনের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মোটের উপর মনে হয়, রামরাম বসু ও রামমোহনের কার্য্যকলাপের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় পরবর্ত্তী যুগে দুই জনকে লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ও উহার ফলে রামরামের উপর রামমোহনের প্রভাব আরোপিত হয়। নহিলে হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অন্দোলন সম্বন্ধে রামরাম বসু যে রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অন্দোলনে তিনি প্রধানতঃ মিশনরীদের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেও হিন্দু একেশ্বরবাদের সন্ধান একেবারে পান নাই তাহা বলা চলে না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার রচিত 'লিপি মালা' পুস্তকের ভূমিকায় আমরা পাই,—

> সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।

রামমোহনের প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য রামরাম বসুর না থাকিলেও তিনি যে রামমোহনের পূর্ব্বেই পৌত্তলিকতা হইতে ব্রহ্মোপাসনার দিকে ফিরিয়াছিলেন, তাহা এই ছত্রটি স্পষ্ট প্রমাণ করে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫

রামনারায়ণ তর্করত্ন

বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫

রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৮২২—১৮৮৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ —পৌষ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২·২—১৫।৮।১৯৪২



মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পূর্ব্বে দুই এক জন বাঙালী কবি ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে কাব্যরচনার সূত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আধুনিক পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম কবি হিসাবে সম্মান করিয়া থাকি, রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণকেও তেমনই দুই চারি জন পূর্ব্বগামী নাট্যকারের নাট্যপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যশিল্পীর সম্মান দিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে প্রাণহীন গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্ত্তির দ্বারা তাহা সর্ব্বপ্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহু-ভাষাবিৎ মাইকেল ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের এক জন অধ্যাপক ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহার এই সকল পরিচয় আজিকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির পুনরালোচনা সহৃদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বিবেচিত না হইতেও পারে।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতেই দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন" করেন।

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার গুণোদ্ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, 'তিনি শৈশবে আমায় মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত'।" †

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ১৮৪৩-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর যে-সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমি এই কয়খানি দেখিয়াছি:—'কুলরহস্য' (ইং ১৮৪৪), 'শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং' (ইং ১৮৪৫), 'ধর্ম্মসভা বিলাস' (ইং ১৮৫০) ও 'শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন' (ইং ১৮৫৪)।

তিনি যোগ্যতার সহিত কিছু দিন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

† "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি', ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৬।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। এই সময় রামনারায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত —দশ বৎসর তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে কলেজে তাঁহার সুনাম ছিল।

কর্ম্মজীবন

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপটীর ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্‌স কলেজ ও ডেবিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল। এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত রাণী রাসমণি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।* কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয় "১৮৫৩ সালের ২রা মে সোমবার"।† রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা

* 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মে ১৮৫৩। † 'সংবাদ প্রভাকর,' ৩০ এপ্রিল ১৮৫৩।

> শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।—'সংবাদ প্রভাকর,' ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩।

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-বিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য আছে। তিনি বলেন :—

> তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে॥

রামনারায়ণ দুই বৎসর অতীব যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অন্যূন সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কখন কি পদে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
অধ্যাপক, ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণী	৪০৲	১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মার্চ ১৮৬০
ঐ ৪র্থ ঐ	৩০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩
	৪৫৲	১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মার্চ ১৮৬৪
ঐ ৩য় ঐ	৫০৲	২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩
দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল	৬০৲	১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
প্রথম ব্যাকরণ-পণ্ডিত ঐ ঐ	৬০৲	১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪
সহকারী অধ্যাপক—সংস্কৃত, অলঙ্কার প্রভৃতি, সংস্কৃত কলেজ	৮০৲	৮ জুন ১৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯
	৮৫৲	১ আগষ্ট ১৮৭৯ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮০
	৯০৲	১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১
	৯৫৲	১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২
	১০০৲	১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রামনারায়ণ পেন্‌সনের জন্য যথারীতি আবেদন করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ

হইতে রামনারায়ণের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণের শূন্য পদে নিযুক্ত হন—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর রামনারায়ণের শেষ দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকাশ :—

> ···কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা কবিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অভিশপ্ত হরিনাভি

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিভাগকে রামনারায়ণের পেন্‌সন-সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রামনারায়ণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। পেন্‌সন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে রামনারায়ণের আকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে :—"Height—5 feet 6 inches. Marks—Perpendicular wrinkle between the eye-brows leaning on the right side etc."

গ্রামের—সৌভাগ্য সুখ সুদূরস্থ—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬ মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।*

১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন।—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় ৬ মাস কাল উদরীরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইহাঁর সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। এইজন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রসিদ্ধ দেশীয় নাটক অভিনয়ের সময়ে ইনি একমাত্র সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক এবং এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক নাটক আছে। "নবনাটক" "ধর্ম্মবিজয়" 'বেণীসংহার" "চক্ষুদান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন

* "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল ইহাঁকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইহাঁর এতদূর যত্ন ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার জন্মভূমি হরিনাভিগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছিল। নিজে অধ্যাপকতা করিয়া অনেক দিন উক্ত চতুষ্পাঠীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইহাঁর অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভিস্থ প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও

কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া [পুঁড়া ?] নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহারই নিকট অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হয়েন। অধ্যাপকতা বিষয়ে উক্ত কালেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে প্রায় দুই বৎসর হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর কাল পেন্সনভোগ করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ', ১৩ মাঘ ১২৯২।

রচনাবলী

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারাণ' বলিত। সেকালে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পাওয়া যাইবে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ?) প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস', ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন', এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী

চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটকে'র নাম করা যাইতে পারে। এগুলির কোনটিই যে রঙ্গমঞ্চে বা সমসাময়িক সুধীসমাজে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই বোধ হয়, সামাজিক সমস্যা লইয়া রচিত সামাজিক নাটকের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কেই কেহ কেহ সর্ব্বপ্রথম নাটকের মর্য্যাদা দিয়াছেন।

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিল্‌হার্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও 'হরকুমার ঠাকুর কনক-কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এই উপলক্ষে রামনারায়ণকে প্রদত্ত মান্‌পত্রখানি এইরূপ :—

THE BENGAL PHILHARMONIC ACADEMY.

PATRONS :

The Hon'ble Sir Ashley Eden, K. C. I. E.
Lieutenant-Governor of Bengal.

A. W. Croft, Esq. M. A.
Director of Public Instruction, Bengal.

Founder—Rajah Comar Sourindro Mohon Tagore,
Mus. Doc. Sangita Nayaka.
Companion of the Order of the Indian Empire.
Diploma of Honour No. 14.

The Executive Council of the above named Academy has, at its sitting of the 9th March 1882, conferred upon Pandita Ramnarayan Tarkaratna of Harinavi the title of Kavyopadhayaya together with a gold Harakumar Tagore Kayura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Sourindra Mohon Tagore, Founder and President
শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী Director

Calcutta,
Pathuriaghata Rajbati
The 22nd August, 1882.

Baikunthanath Basu,
Honorary Secretary.

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।" 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন; তিনি বলিয়াছেন :—

> সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে [পৃ. ১১০] যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—
>
> অতিরক্তবপুঃ স্খলদ্গতি-
> র্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
> পততি প্রতিবারি বারুণী-
> বহুসেবাফলমেতদেব হি ॥
>
> এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।
>
> প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে মন্দগতি হ'য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল।
>
> দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ'য়ে উঠেছে, সে চল্‌তে গিয়ে হোচট্ খাচ্চে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা

থেকে খসে পড়্ছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৯৫।

রামনারায়ণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা দেখিয়াছি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

বাংলা রচনা

১। **পতিব্রতোপাখ্যান**। জানুয়ারি ১৮৫৩। পৃ. ৯৪।

নমো জগদীশ্বরায়। পতিব্রতোপাখ্যান। জিলা রঙ্গপুরান্তঃপাতি কুণ্ডী নিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি মহাশয়ের আদেশে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। ইংরেজি ১৮৫৩ শাল ২৩ জানুআরি। Printed by Shibe-krist Mitter.

এই পুস্তক রচনার একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী পুরস্কার ঘোষণা করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন

৫০ টাকা পারিতোষিক

বঙ্গীয় ভাষায় প্রবন্ধ রচনা

এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' ইত্যভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্‌যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্ত্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাস শেষ হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর — শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।
বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল — কুণ্ডী পং জমীদার।
তারিখ ৬ কার্ত্তিক।

প্রতিযোগিতায় রামনারায়ণের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ ঃ—

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পতিব্রতোপাখ্যান' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্র ব্যক্তি এক্ষণে স্বস্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন, পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সৎসঙ্গে সদালাপনে সময় যাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয় অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা কন্যা সন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান্ না এমত নহে

অস্মদ্দেশীয়েরা অতি ধনলোভি, ইহাঁরা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাঁহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ বিধুর উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রতারূপ চন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণ কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিক ব্যাপারের সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এই সকল ফল কি তাঁহারা দেখিতে পান্ না অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দৃষ্ট দোষ আছে...। (পৃ. ২৪-২৫)

২। **প্রকাশ্য বক্তৃতা**। অক্টোবর ১৮৫৩। পৃ. ২০।

প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা। ৭ কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল। কলিকাতা ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়। বহুবাজারীয় ১৮৫ সংখ্যক ভবনে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পুস্তিকাখানি দুষ্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। আমি তাহার ফোটো-প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ

প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে ॥... ... ...

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে ॥

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায় ; ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত ॥

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলতঃ

অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার্ না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধা করো না॥

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নতি হইবে তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতিপৌর্ব্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন্, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন্, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্রদিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা পিতাও তদ্বিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইহাঁরা স্ব স্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক

ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড় অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালকদিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে ? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাঁদিগের এত অরুচি কেন ? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইহাঁদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে ; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন ? কখনই করিতেন না ॥

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজী টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয় ? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু ইহাঁরা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন ? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইহাঁদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয়দিগের কি বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ নাই এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইহাঁরা দেশভাষা

ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম ॥

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎ-প্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহাঁরা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা ॥

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, যে স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অন্যাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায়

আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন; কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইহাঁদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারিকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্‌সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না॥

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

৩। **কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক।** ইং ১৮৫৪। পৃ. ১২৭।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ্‌ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সম্বৎ ১৯১১।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ:—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমিদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ

রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।···২৮ ফাল্গুনস্য।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ

প্রধানাধ্যাপকস্য।

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই নাটক প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৩৫ খণ্ড) ইহার সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

···এইক্ষণে···সহৃদয় ব্যক্তিগণ বঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটক-খানি রচনা করিয়াছেন; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। (পৃ. ২৫৫-৫৬)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতি-কথায় বলিয়াছেন, "বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৯৫)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মাঝে মাঝে কবিতা আছে। বিবাহ-উৎসবে মেয়েদের সাজসজ্জার বর্ণনা এইরূপ :—

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে ॥
মনোমত সজ্জা করে বিভবানুসারে।
এই প্রথা সর্ব্বকালে সকলি সংসারে ॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা ॥
কেহ কেরাপাত করে কেহবা চৌদানী।
না ছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী ॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল ॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি।
যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি ॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা।
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা ॥
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয় ॥
বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ূর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর ॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন্ কাটা চিক্।
দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিক্‌চিক্ ॥

পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পারে॥
কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার।
বিবহি যুবার মন করিতে সংহার॥
কাহার চরণে ঢেয়ুতরঙ্গের মল।
রজত নিৰ্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল॥
কেহবা খোপাব মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন॥ (পৃ. ৪২-৪৪)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে' উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন প্রকার ফলারের বর্ণনা আছে। ইহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্‌ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।

অনন্তব বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

মধ্যম ফলার।

সরু চিড়ে সুখো দই, মত্তমান ফাকাখই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলাব।

গুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই,
পেট ভবা যদি নাই হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয় ॥ (পৃ. ৮৮-৮৯)

৪। **বেণীসংহার নাটক**। ইং ১৮৫৬। পৃ. ৯৬।

বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা: সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১৩।

'বেণীসংহার নাটক' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩"। 'বিবিধার্থ-সঙ্গহে' (৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৭) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন:—

কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।...

৫। **রত্নাবলী নাটক।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ৯২।

রত্নাবলী নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৪।

'রত্নাবলী' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা"র তারিখ "২৮ ফাল্‌গুন, সম্বৎ ১৯১৪"।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> ··অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।···তাঁহাকর্ত্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

এই নাটকখানি পাইকপাড়া-রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ৩১ জুলাই ১৮৫৮। 'রত্নাবলী' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদন কর্ত্তৃক 'রত্নাবলী' ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ভাবে মান্দ্রাজ-প্রবাস হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ হিসাবে 'রত্নাবলী'র অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে।

৬। **অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।** ইং ১৮৬০। পৃ. ১৩২।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। চতুষ্টয়োঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ মৎকৃতিঃ। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৭।

ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের অনুবাদ, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত"। পুস্তকের "মঙ্গলাচরণ"-এর তারিখ "১০ আশ্বিন ১২৬৭"।

৭। **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।** প্রহসন। [ইং ১৮৬৫ ?]

৮। **নব-নাটক।** ইং ১৮৬৬। পৃ. ১৫৮।

বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। মূল্য এক টাকা।

'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার একটি ইতিহাস আছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—উভয়েরই বাল্যকালে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। গোপাল উড়ের যাত্রা দেখিয়া তাঁহাদের অভিনয়-বাসনা জাগ্রত হয় এবং তাঁহারা ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন

দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (তৎকালে পাক্ষিক) পত্রে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়:—

> The subject on Polygamy which was advertized in the *Indian Daily News* of the 22nd instant [June ?] is, after due consideration, withheld from public competition, as the Committee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Turkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—
>
> Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
> Baboo Raj Krishna Banerjee.

ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক' রচনার ইতিহাস।

৯। **মালতীমাধব নাটক।** [১৮ নবেম্বর ১৮৬৭] পৃ.১৭৯।

মালতীমাধব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন"।

১০। **উভয় সঙ্কট।** [১৯ নবেম্বর ১৮৬৯] পৃ. ২৭।

উভয় সঙ্কট। প্রহসন বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৬ সাল।

১১। **চক্ষুদান।** [২৫ নবেম্বর ১৮৬৯] পৃ. ২৬।

চক্ষুদান। প্রহসন বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৬ সাল।

১২। **রুক্মিণীহরণ নাটক।** ইং ১৮৭১। পৃ. ৯৯।

রুক্মিণীহরণ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৭৮ সাল।

১৩। **স্বপ্নধন নাটক।** [৮ নবেম্বর ১৮৭৩] পৃ. ৮৩।

স্বপ্নধন নাটক। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র কলিকাতা,—সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। সম্বৎ ১৯৩০।

১৪। **ধর্ম্ম-বিজয় নাটক।** [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ১১৪।

ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" হরিনাভি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮২।

'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ১০ই ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামনারায়ণ এই নাটকখানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গনাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন; তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।...হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২।"

১৫। **কংসবধ নাটক**। [৬ ডিসেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ৭২।

কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮২ সাল।

সংস্কৃত রচনা

১। **মহাবিদ্যারাধন**। ইং ১৮৭০ (?)

ইহা দশ মহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং ১২৭৮ সালে রচিত বলিয়া রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তারিখটি ঠিকমত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১২৭৮ সালের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত। এই পুস্তিকাখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

২। **আর্য্যাশতকম্**। ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২। পৃ. ১০।

আর্য্যাশতকম্ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যাপকেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। কলিকাতা মৃজাপুর, অপরসরক্যিউলর রোড, নং ৫৮।৫ গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে তেনৈব মুদ্রিতঞ্চ। ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি।

পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

এষা মুধৈব বার্ত্তা ন সুধা বসুধাতলে সুলভ্যেতি।
নবরসরসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥৭
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা সুবর্ণরত্নানাম্।
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥৮
কোমলমিহ নবনীতং সমধিককোমলতরং সতাং চেতঃ।
আদ্যং স্বস্মিংস্তাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোঽপ্যন্যম্ ॥৯

ধরণী ধরতি সমস্তং ধরণিমনন্তঃ শিরোভিরপি ধত্তে।
যো হি বহতি পরভারং তস্য তু পতনং ন সম্ভাব্যম্ ॥১০
কস্ত্বাং শিরসি নিদধ্যাৎ কো বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে।
ছত্র স্বয়মপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয়সি ॥১১

৩। **দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্),** সর্গ ১-৫। ইং ১৮৮১। পৃ. ৪৩।

দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্) কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরস্য অধ্যাপকান্যতমেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্ কলিকাতা-রাজধান্যাম্ নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন, গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, প্রকাশিতঞ্চ। ইং ১৮৮১।

৪। **দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্),** সর্গ ৬-১০। ইং ১৮৮২। পৃ. ৪১।

দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্) কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরস্য অধ্যাপকান্যতমেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্ কলিকাতা-রাজধান্যাম্ নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন, গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, প্রকাশিতঞ্চ। ইং ১৮৮২।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

হরো ব্রহ্মচারী কলঙ্কাপহারী
শশাঙ্কার্দ্ধধারী শ্মশানপ্রচারী।
বিপৎপাতবারী সদস্তর্ব্বিহারী
ভবত্রাণকারী স্মৃতো মেঽস্তু নিত্যম্ ॥৩৩
ভবানীশমীশং সুরেশং গিরীশং
জনেশং মহেশং শিবং ব্যোমকেশং।
মহাভীমবেশং সুবেশৈকবাসং
সতাং সুপ্রকাশং স্মরামি স্মরামি ॥৩৪

ত্বয়া যদ্‌বিধেয়ং তথা তদ্‌বিধেয়ং
বিধের্নাস্তি শক্তিস্তদন্যদ্‌বিধাতুম্ ।
অতঃ প্রার্থয়েঽহং ভবাম্ভোধিমগ্নঃ
ত্বয়া রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্যঃ ॥৩৫
নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বধর্ত্রে
নমো বিশ্বভর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে ।
নমো বিশ্ববীজস্বরূপায় নিত্যং
ত্রিনেত্রায় তুভ্যং নমঃ শঙ্করায় ॥৩৬
তদন্যন্ন চাস্তে ভবে বস্তু কিঞ্চিৎ
ত্বমেবাদিমশ্চান্তিমো মধ্যমশ্চ ।
বিধাতুং স্তবং তে বিধাতুর্ন শক্তিঃ
কথং বক্তুমীশো ভবেয়ং ভবেশ ॥৩৭

—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ সর্গ, পৃ. ২৮-২৯

*　　*　　*

সংস্কৃত কলেজের কাব্য-শ্রেণীর অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ছাত্রবর্গকে সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন। এই সমস্যা পূরণ প্রসঙ্গে যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা একটি পুস্তকে লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্যাকল্পলতা',* ১৭৬৭ শকে (ইং ১৮৪৫) ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ের কয়েক জন ছাত্রের দ্বারাও এই পুস্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। 'সমস্যাকল্প-লতা'য় রামনারায়ণের কতকগুলি রচনা আছে।

*　　*　　*

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক

---

* ১৩০৭ সালে জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী 'সমস্যাকল্পলতা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

দুইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্তু এগুলির রচনায় যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালিদাস-প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মর্ম্মানুবাদ করেন। নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

> রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে…বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন…। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫৫)

মহেন্দ্রনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রথম সংস্করণে (১২৬৬ সাল) অনুবাদকের নাম ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনায় রামনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। ৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হয়। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন ঃ—

> আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গলানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র

> মোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।…

(খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত' (১২৭৭ সাল) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা। দত্ত-মহাশয় রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কথাও অমূলক না হইতে পারে; কারণ, পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে "ডব্লু অব্রাএন স্মিথ" নাম থাকিলেও ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ ঃ—

> …ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ 'ধর্ম্মর্ভঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।*

রামনারায়ণের অপ্রকাশিত পুস্তক ও মুদ্রিত প্রবন্ধাদির উল্লেখ তাঁহার আত্মকথায় পাওয়া যাইবে।

রামনারায়ণের আত্মকথা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মকথা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুল ভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

* "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন* তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়. উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত

* তারিখটি "১৫ই জুন" হইবে। সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের মাহিনার-রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সনের জুন মাসের বেতন বাবদ ২১।/৪ পাইয়াছিলেন।

হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানা স্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকো-বাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন* অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

---

* এই প্রহসন তিনখানি অনেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ…দয়…[সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র] নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেরলীকুসুম* নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।

"বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি"—আত্মকথার এই কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয়, সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতকম্'-এর প্রকাশকাল "ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি", সুতরাং রামনারায়ণের আত্মকথা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহ। এই আত্মকথা লিখিত হইবার পরেও রামনারায়ণ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা হইতে সেগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

* ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে পর-বৎসর ১২৮০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

•

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। মূল্য : ১ম খণ্ড ৪।০

২য় খণ্ড ৬৲

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সচিত্র সংস্করণ।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সুরু করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস। মূল্য ২।০

বাংলা সাময়িক-পত্র

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য ৩৲

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ

নূতন উপকরণের সাহায্যে লিখিত, শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের কথা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। মূল্য ১৲

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০, কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ।৷০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলি‌ং ... (মে‌ং ... পা‌ ... ৭। গৌর-

মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামো ... হালদার,

*১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ... কান্ত দেব,

২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। ... সূদন দত্ত,

২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র ... সুরেন্দ্রনাথ

মজুমদার, বলদেব পালিত, ... ন্দ্র মিত্র,

২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ... । মশাররফ

হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কা ... র বিদ্যারত্ন,

লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১ ... সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র ... ্যোপাধ্যায়,

৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কা ... পাধ্যায়,

৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৮৭—১৮৪৮

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২.২—৭।৮।১৯৪২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে নূতন পদ্ধতিতে বাঙালী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারী, শ্রীরামপুর চুঁচুড়া বর্দ্ধমান মালদহ ও কলিকাতার কয়েক জন ইউরোপীয় মিশনরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও চেষ্টায় নূতন পথে বাঙালী যে জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিল, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন দেশহিতৈষী তাহাতে যোগদান করেন। নিজেদের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া নিজেরাই একটা পথ করিয়া লইবার প্রবল প্রবৃত্তি ও আগ্রহ তখন হইতেই বাঙালীরা দেখাইতে সুরু করে। এই চিন্তাশীল দেশনায়কদের মধ্যে তৎকালে যে দুই চারি জন প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। রামমোহন ও রাধাকান্তের নাম পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ভবানীচরণের সমসাময়িক প্রতাপ ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলেন, তাহা জানিতে হইলে সমাজ-বিপ্লবের মূল সূত্রটি ধরিয়া আলোচনা করিতে হইবে। আমরা তাহা না করিয়া, ভবানীচরণ তাঁহার সমসাময়িক সমাজে ও সাহিত্যে কতখানি প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাস হইতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই সকল অধুনা-বিস্মৃত

ইতিহাস হইতে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, সাংবাদিক ও সুলেখক হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে এই সকল বিষয়েও এই যুগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভবানীচরণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান লাভ করেন নাই। এক শত বৎসর অতীত হইতে-না-হইতেই আমরা তাঁহার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি।

সুতরাং বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, সাহিত্যিক ভবানী-চরণের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার সার্থকতা আছে। এই বিবরণ-সঙ্কলনে ভবানীচরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত একখানি জীবনচরিত হইতে আমরা বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বাল্যজীবন

"...পরগনা উখ্ড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

"উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্ত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক [অর্থাৎ, আদর্শ শিশু] হইয়া প্রিয়ভাষে ও শান্ত স্বভাবে সর্ব্বথা জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহক্রীড়ক বয়স্য বালকাবলির আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে

একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভ দিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যেই সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,…। তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।" (জীবনচরিত, পৃ. ১-৩)

"মান্য মহাশয় নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশম বর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখ্‌ড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশ বর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন,…জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নীগর্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।" (জীবনচরিত, পৃ. ১১)

বিষয়কর্ম্মের বিবরণ

"বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্য্যালয়ে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্য্যপারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ঐ হৌসের মুৎসদ্দি হইলেন, এই রূপে কিয়ৎকালযাপন *

* "Bhobanichurn Bannerjee served me 11 years in the capacity of a Sircar."—J. Duckett. 21 Novr. 1814.

পরে শুভ কালের উদয়ে তাঁহার হৃদয়ে দিগ্‌দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল··· তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম ক্যার সাহেরের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন,···পরে সাহেবের সহিত মিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে২ তীর্থাদি ভ্রমণ করত মনস্থ করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমাদি যেসকল দূরস্থ দুর্গম তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন কিন্তু এক দিবস মিরাটের মধ্যে কস্যচিৎ তীর্থাশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকরণে জ্ঞাতা হইলেন যে পিতৃ মাতৃ সেবনে ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহির সর্ব্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক্ ফলোদয় হয়, পিতৃসেবাবিমুখ ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থ দর্শনে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে পরিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থা প্রগল্‌ভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম বৎসরে স্বধামে পুনরাগত হওত পিত্রাদির আনন্দবর্দ্ধন হইলেন, অনন্তর সর উলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাট হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের মেজর জেনরলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসর্দ্দি হন, কিয়ৎকালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্য্যাভিষিক্ত হইলেন, কালাত্যয়ে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করাতে তিনি সর চারল্‌স ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক২ লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবের পাটনা গমন ও ক্যার সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত পরমিটের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবের নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশাপ মিডিলটন সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পরে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস সর হেনিরি ব্লাপেট সাহেবের নিজের মুৎসর্দ্দি হইলেন, এক দিবস লার্ড বিশাপ হিবর সাহেব তাঁহার কার্য্যদক্ষতা নির্লোভিতা সত্যবাদিতাদি সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবম্প্রকারে কিছুকাল গত হইলে সর

ক্রাইষ্টফর পুলর সাহেব চিফ জুষ্টিসীপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রসঙ্গায়ত্ত তাঁহার গুণানুরাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লার্ড বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত নিজ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য উভয় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল, কএক মাস পরে চিফ জুষ্টিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লার্ড বিশাপের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ্‌স কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কার্য্য করিয়া পরে শোলা দানার নিমক এজণ্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী পদে নিযুক্ত হন [জানুয়ারি ১৮২৬], কালক্রমে তথাকার বায়ুবারি তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যকারি না হওয়াতে তিনি বাটী আইসেন, পরে ঐ কাছারি এবালিস হইলে কিছু কালের জন্য হুগলির কালেক্‌টরী খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসম্যান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মেং ইষ্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষৈকত্ব পদে নিয়োজন করেন, কএক বৎসব পরে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া টেক্স আফিসের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন, তদনন্তব মিং হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালয়ে প্রধান পদস্থ হইয়া কার্য্য করিতে২ অকস্মাৎ তাঁহার জীবন ও কার্য্যালয় সম কালেই কাল কর্ত্তৃক অবকলিত হয়। তিনি যে২ স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্ত্তাদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্র * প্রাপ্ত হন, তদ্দারা প্রকাশ হইবেক যে উক্ত তাবৎ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্যং প্রধান২ স্থানেও বিষয় কর্ম্ম ছিল। তিনি অন্যায়াবলম্বনে কখন কোন স্থানে ধনার্জনের যত্ন করেন নাই, ন্যায়ার্জিত বিভবে সর্ব্বদা সুসন্তোষ থাকিতেন, তন্নিকট অন্য২ প্রচুর ধনোপার্জনের এবং অধিক সুখ সম্ভোগের কথা কহিলে তিনি হাস্য করিয়া কহিতেন যে 'সুখের কারণ ধন নহে কেবল নির্ব্বিকল্প মনোমাত্র, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও সুখী হইয়া থাকেন, সে রূপ ধনলুব্ধ

* ভবানীচরণের জীবনচরিতের ৩৫-৪০ পৃষ্ঠায় এই সকল প্রশংসাপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

চঞ্চলমনা মনুষ্যেরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও হইতে পারেন না যেহেতু আশার পার নাই' এই কথা কহিয়া মৌনী হইতেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৩-৭)

ভবানীচরণ কিছু দিন বিশপ হেবারের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন—উপরি-উদ্ধৃত অংশে তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে হেবার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—

> *October* 10. [1823]...Over this plain drove to the fort, where Lord Amherst has assigned the old Government-house for our temporary residence...
>
> Then all our new servants were paraded before us under their respective names of Chobdars, Sotaburdars, Hurkarus Khansaman, Abdar, Sherabdar, Khitmutgars, Sirdar Bearer, and Bearers, cum multis aliis. Of all these, however, the Sircar was the most conspicuous,—a tall fine looking man, in a white muslin dress, speaking good English, and the editor of a Bengalee newspaper, who appeared with a large silken and embroidered purse full of silver coins, and presented it to us, in order that we might go through the form of receiving it, and replacing it in his hands... it was the relic of the ancient Eastern custom of never approaching a superior without a present, ...(i. 25.)
>
> ...My wife and children went by water, and I took our Sircar with me in the carriage. He is a shrewd fellow, well acquainted with the country, and possessed of the sort of information which is likely to interest travellers. His account of the tenure of lands very closely corresponded with what I had previously heard from others...(i. 86.)—*Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825.* By the Late Right Rev. Reginald Heber, D. D. (1828.)

তীর্থযাত্রা বিবরণ

"প্রশংসিত মহাশয় সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগ্‌দর্শনেচ্ছু হইয়া ১২২১ সালে প্রথম বার দিগ্‌ভ্রমণে যাত্রা করেন, গমন কালে গঙ্গার উভয় তটস্থ সমস্ত

দেবালয় ঋষ্যালয় দেখিতে২ রাজমহালে উপস্থিত হইয়া মেং ক্যার সাহেবের স্থানে কয়েক জন রক্ষক লইয়া বিন্ধ্যাচলে নানাস্থলে পর্য্যটন করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বতনী মগধরাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোষ্ণ জলে স্নানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে যানারোহণে ত্রিলোকজননী সীতাজনক জনক রাজর্ষির রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত দেবাগার ও দেবাদিদেব মহাদেবের ভগ্ন কার্ম্মুক দর্শনে প্রফুল্ল মনে পাটনায় প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম শিলাগর্ভা গণ্ডকীসলিলে কৃতস্নাত হইয়া কহল গ্রামের অদূরে গঙ্গাগর্ভে উন্নত পবিত্র বারি প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাগ্রে শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথাখ্য শিব সন্দর্শন পূর্ব্বক পাটনায় উপস্থিত হইয়া ধানগ্রামীয় পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কথিত আছে দ্বাপরযুগের রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধের কারাগার উক্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল অদ্যাপি ঐ স্থানে প্রাচীন ভগ্নাট্টালিকার নানা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ বর্ত্তমানে গয়া গমনের সার্থকতা বিরহপ্রযুক্ত তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া শোণাখ্য নদে স্নানাবগাহন করত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্ব্বক উত্তরবাহিনী সুরদীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা নীরে শুদ্ধচিত্তে সুস্নাত হইয়া কারুণ্যনিধান বিশ্বনিদান নির্ব্বাণপ্রদ ভগবান বিশ্বেশ্বর পূজা সমাধান পূর্ব্বক বিশ্বাদ্যা বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বজননী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা দ্বারা অভীষ্ট পূর্ণ করত পঞ্চক্রোশ মুক্তি ক্ষেত্রের দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরঃসর তীর্থবিহিত নিয়মাচারে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া মৃজাপুর গমন করিলেন, তথায় বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মোক্ষপ্রদ পাদপঙ্কজে মনোমধুপ নিবেশ করাইয়া ভক্তি মকরন্দ পানে তৃপ্তচেতা হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দান শিরোমুণ্ডন দ্বারা নির্ধূতপাপ হওত বেণীমাধব অক্ষয়বট দর্শন পূর্ব্বক মিরাট যাত্রা করেন, তথায় কিয়ৎকাল অধিষ্ঠিত হইয়া পরে মুক্তিধাম মথুরা গমন করেন, তথা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোপেশ্বরাদি দেব দর্শন এবং কালিন্দীতরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য গুণযুক্তানিল দোলাইত ক্বণন নির্জিত কোকিল কোকিলাবলি কুহূকল কলিত

কেলিকেকা বিঘূষিত বিকসিত কুসুমাবলি গলিত মকরন্দ পানাকুল অলিকুল গুঞ্জরিত সৌরভামোদিত মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমণে, কোকিল বন, কাম্যবন, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থ দর্শনে, এবং চতুরশীতি ক্রোশাবচ্ছিন্ন মথুরা মণ্ডল পরিক্রমণে পরম সুখানুভব করিলেন, তদনন্তর কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করত আলমোরার পর্ব্বত পর্য্যটন পূর্ব্বক কেদারনাথে গমন করেন, এইরূপে প্রথম বার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে আইসেন, অনন্তর ১২৩০ সালে স্বীয় পিতার গঙ্গালাভ হইলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিয়া দ্বিতীয় বার তীর্থযাত্রা করেন তৎপ্রথমে গয়া গমন করত শ্রীশ্রীগদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান পূর্ব্বক পাদ গয়া চন্দ্রনাথ গমন করত কামাখ্যা দর্শন করিয়া বাটী আইসেন, পরে ১২৫১ * সালে তৃতীয় বার তীর্থযাত্রা কালে রথযাত্রা সময়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রয়াণ করত পথিমধ্যে যাজপুর নাভিগয়ায় পিণ্ডদানদ্বারা ত্রিগয়া সমাপন করিয়া পিতৃঋণ মোচিত হইয়া ভুবনেশ্বরে পুরুষোত্তমে এবং কোণার্কে তীর্থবিহিত নিয়মে স্নান তর্পণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে যেসকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণিত হইলে একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তাঁহার পরোপকারিতা ও বিচক্ষণতার কথা কি কহিব যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছেন তখন সে তীর্থে নিগূঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাণ্ডারা প্রতারণা দ্বারা লোকনাথাখ্য শিবের অন্নভোগ বাজারে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ বলিয়া বিক্রয় করিত এবং বহুকালাবধি সন্ধান না জানিয়া যাত্রিরাও তাহা ভোজন করিতেন কিন্তু শাস্ত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রসাদভিন্ন অন্য দেবতার অন্নভোগ ভক্ষণের বিধি নাই, তিনি চতুরতা দ্বারা ঐ কার্য্যের

* তারিখটি সম্ভবতঃ ১২৪১ সাল হইবে। ভবানীচরণ যে ১২৪১ সালেই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন, তাহা ২৬ ভাদ্র ১২৪১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি হইতে জানা যাইবে :—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষয়ক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

সন্ধান পাইয়া প্রথমত বিক্রেতাদিগকে নিষেধ করেন সে কথায় তাহারা মনোযোগ না করাতে পুরীর কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রকার বুঝাইয়া রাজকীয় শাসন দ্বারা ঐ কুপ্রথা চিররহিতা করিলেন, এই ব্যাপারে ক্ষেত্রের রাজা স্বয়ং প্রতিবাদী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এই বিষয় সাধারণের কি প্রকার হিতকর তাহা সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। অপব তিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বহুতর নদীমধ্যে পারাবারকারি তরিবাহকদিগের অত্যাচার দৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমিস্তনর সাহেবকে তদ্দৌরাত্ম্যমূলক বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এমত আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ পরবানা বাহির করাইলেন যে তদ্দারা যাত্রিকেরা বিনা ক্লেশে বিনা ব্যয়ে নদী পার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৭-১১)

ধর্ম্মসভা সংস্থাপন

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। পুরাতন এবং নূতনের সংঘর্ষে আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরিয়াছিল, তিনি পুরাতনের পক্ষ হইতে অমিতবিক্রমে তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকাটিপ্পনী-সমেত পুথির আকারে তুলট কাগজে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার-ব্যবহারের ত্রুটি প্রতিপাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে সে-যুগের ছাত্রসমাজের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের এই সকল ছাত্রই উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং

বিরোধী ভবানীচরণের কীর্ত্তি ন্যায্য মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন যখন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখনও ভবানীচরণ মসীযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সহমরণ-নিবারণ-আইন জারি হইলে ভবানীচরণ ঐ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এবং "স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ" কলিকাতায় ধর্ম্মসভা নামে সমাজ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সভার সম্পাদকের কার্য্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। ভবানীচরণের জীবনীতে ধর্ম্মসভার একটি বিবরণ আছে; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যে২ হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, যদিও এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য সতী সহগমন ধর্ম্ম নিবারণের আইন নিবারণ কুটিল কাল সহকারে না হউক তথাচ বিলাত হইতে অন্য২ ধর্ম্ম বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্ত ন্যাস নিষেধে স্পষ্টাদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং কলনাইজ অর্থাৎ এতদ্দেশে বিনাদেশে ইংলণ্ডীয় সাধারণের প্রতিবাসিতারূপে বসবাস করণ যাহা এতদ্দেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবারণ হইয়াছে, এই সভার দ্বারা ভ্রষ্টাচারি কুপথ-বিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানেরদিগের মতগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম বিষয়ে নির্যাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখা সভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা দানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে২ স্থাপিতা হইয়া ধার্ম্মিকবর্গের ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষিণী হইয়া থাকেন, পাদ্রি সাহেবেরা বিদ্যাদানচ্ছলে

হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবারণ কারণ শীল্‌স ফ্রি কালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুর বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভাদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন. ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভাদ্বারা হইয়া থাকে, এবম্ভূত ধর্ম্মসভার সৃষ্টিকর্ত্তা উক্ত মহাশয় তজ্জন্য ইহার সভ্যেরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন ইতি। (জীবনচরিত, পৃ. ১৬-১৮)

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসভা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতীত সম্পাদক ভবানী-চরণের একখানি জীবনচরিত সঙ্কলন করাইয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* এই কারণে ভবানীচরণের এই তথ্যবহুল জীবনচরিত-খানির বিশেষ মূল্য আছে।

* ভবানীচরণের এই জীবনচরিতখানির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নাম 'ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ', পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়; ১৪ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

"গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে,...।"

সাহিত্য-কীর্ত্তি

সংবাদপত্র-পরিচালন

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ভবানীচরণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন :—

> ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবাব প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।—'সমাচার দর্পণ', ২৩ মার্চ ১৮২২।

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—১৫ মার্চ তারিখে ইংরেজী সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জর্ণালে'ও ভবানীচরণ একই মর্ম্মে একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে পরবর্ত্তী ২৩এ মার্চ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক হরিহর দত্তের যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> The Editor of the *Sungbad Coumudy* observing an Advertisement, inserted in the *Calcutta Journal* of the 15th instant, by one Bhobanee Churn Bunnerjee, asserting that the first 13 Nos. of the *Coumudy* were edited by him, deems it indispensably necessary to state, for publication, that this declaration is a wicked and malicious fabrication of falsehood, advanced through sinister motives; for he was no more than the real Editor's Assistant, and as such he was introduced to the notice of the gentlemen, under whose immediate and sole patronage and support the paper has been established.
>
> March 21, 1822. HURREE HUR DUTT.*

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশে ভবানীচরণ সম্পাদকই থাকুন বা সম্পাদকের সহকারীই থাকুন, পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে তাঁহার যে হাত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই সকল বিজ্ঞাপন হইতে 'কৌমুদী'-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভবানীচরণের রীতিমত বিবাদের আভাস পাওয়া যায়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য, ভবানীচরণের জীবনীতে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপসূচক অশোভন নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। ৩০ মার্চ ১৮২২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এক জন পত্রপ্রেরক লিখিলেন :—

* *India Gazette* for March 22, 1824. শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> …সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাঁহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।…

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবানীচরণ নিজে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন ; তাঁহার সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক (অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত) পত্রে পরিণত হয়। সে-যুগে ইহা একখানি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

ভবানীচরণের জীবনচরিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোন২ ব্যক্তির সংস্পৃষ্টতায় প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মপক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকা লিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যূন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি

ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গরাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্তা হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্ লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদী পত্রে ব্যক্ত করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্যরসরহিতা হইত না, এক২ সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। (জীবনচরিত, পৃ. ১৪-১৫)

রচিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে খ্যাতনামা সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায) তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল হইতেছি গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণশুদ্ধ গদ্য পদ্য লিখিতে এবং সৎপ্রসঙ্গ

কহিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে ভবানী বাবুর সহিত লিপিযুদ্ধে আমরা ভীত হইতাম, এবং অনেক বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিক্ষকরূপে মান্য করিয়াছি,···। (জীবনচরিত, পৃ. ২১)

ব্যঙ্গরচনায় ভবানীচরণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সরস ব্যঙ্গ-রচনায় সে-যুগে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের যুগে তিনি বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচিত হইলে সে-সংবাদ বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গদ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "বাবুর উপাখ্যান" "শৌকীন বাবু", "বৃদ্ধের বিবাহ", "ব্রাহ্মণপণ্ডিত", "বৈষ্ণব" ও "বৈদ্য-সম্বাদ" এই কয়টি বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।* এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা, অন্ততঃ "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" চিত্রটির লেখক যে তিনিই, তাৎকালিক সাময়িক পত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে।† ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৮-২৬।

† "We close this slight and imperfect sketch with a humorous description of the brahmuns and pundits in Calcutta, drawn up, we suspect, by the same able pen to which we are indebted for "The amusements of the modern baboo" [*Nava Babu Bilas.*] It was sent for insertion in the Bengalee Newspapar [*Sumachar Durpun.*]—"The Hindoo Priesthood"—*The Friend of India* (Quarterly), March 1826, p. 324.

ভবানীচরণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা দেখিয়াছি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। কলিকাতা কমলালয়। ইং ১৮২৩। পৃ. ৮+৯১।

শ্রীশ্রীহরি।—স্মরণ পূর্ব্বক।—শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গ কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩০

পুস্তকের বিষয়—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কলিকাতার রীতিবর্ণন। পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভবানীচরণ "ভূমিকা"য় বলিতেছেন :—

> পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহাব রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যন্যায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাঞি এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন,···।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'কলিকাতা কমলালয়' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেখ এ স্থানে যেসকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।—পৃ. ১১

বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ···।—পৃ. ৬৭-৬৮

ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপন২ উদর পূরণ হয়, যদি কাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখন২ বাবু কিছু২ দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহ২ পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল নিস্তার কর্ত্রীকেই দিয়া থাকে বাটীর পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।—পৃ. ৮৯-৯০

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র প্রথম গ্রন্থরূপে 'কলিকাতা কমলালয়' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। হিতোপদেশ। ইং ১৮২৩। পৃ. ৩৪৫।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০

ইহার "ভুমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

হিতোপদেশ গ্রন্থভাষা সংগ্রহকারের বিজ্ঞাপনমিদং অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেবি উপকাব জনক এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমাব শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত মুল শ্লোক বাখিয়া তাহাব অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল এই গ্রন্থ যাঁহাবদিগ্যের উপস্থিত থাকে তাঁহাবা সকল বিষয়ের উত্তম অধম বিবেচনা করিতে পাবেন এবং এই গ্রন্থ মতে কর্ম্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ স্পর্শে না যেহেতু এ গ্রন্থ অভ্যাস হইলে লোক ইহলোকে সভ্যভব্য ধাম্মিক হয়, ইহা বিজ্ঞদিগের বিদিত আছে ইহাতে যাঁহার সন্দেহ হয় তিনি গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ইতি।

৩। নববাবুবিলাস। ইং ১৮২৫ (?)

ভবানীচরণ পুস্তকে "প্রমথনাথ শর্ম্মণ" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, 'নববাবুবিলাস'ই তাঁহার প্রথম রচনা।*

* পাদরি লঙের মতে (*Catalogue*, p. 82) 'নববাবুবিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (অক্টোবর, ১৮২৫) "১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে" প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যানবস্তুর আভাস দিয়া, "The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825" নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। লঙের তালিকামত 'নববাবুবিলাসে'র

অনেকের ধারণা, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু 'আলালে'র বহু পূর্ব্বে ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাস' রচনা করিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাসে'র সহিত 'আলালে'র যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়া গিয়াছেন। বাংলা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে তিনি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> ...যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে "নববাবুবিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল এক জন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।...
>
> পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নামক এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে।...ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস...। (শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র)

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ, সম্ভবতঃ নির্ভুল নহে। এখানে বলা প্রয়োজন, 'নববাবুবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৬ দ্রষ্টব্য)।

'নববাবুবিলাসে'র নায়ক কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। ইহাদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই 'নববাবুবিলাস' রচিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতে বলা হইয়াছে, এই পুস্তকের দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবেই কাহারও কাহারও উপকার হইয়াছিল। এই জীবনচরিতের ১৫ পৃষ্ঠায় আমরা পাঠ করি,—

> তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত একটি পত্রেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—…এক্ষণে নূতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বন্ধীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন…।* ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রীম, বি,।

---

* 'নববাবুবিলাসে' গ্রন্থকাররূপে "প্রমথনাথ শর্ম্মণ" এই নাম আছে। ইহা যে ভবানীচরণেরই ছদ্ম নাম, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদকরূপে তাঁহাকে লিখিত এই পত্রখানি তাহার আর একটি প্রমাণ।

'নববাবুবিলাস' যে একখানি উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-চিত্র, তাহা অন্য সমালোচকেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং সাহেব লিখিয়াছিলেন, ইহা "One of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago." 'নববাবুবিলাস' প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে উহার যে আলোচনা ও পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহাতেও 'নববাবুবিলাসে'র চরিত্রচিত্রণের প্রশংসা আছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন,—

> It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as well as its allusions and similes, are purely native, and this imparts a value to it superior to that which could be attached to a similar representation from a European pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical, and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however, is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other; its episodes are occasionally dull and languid, and its poetry often inharmonious as well as prosing; but with all its defects, it is a valuable document; it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords us a glance behind the scenes.—"The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825."—*The Friend of India* (Quarterly Series), October, 1825, p. 289.

এই সকল গুণের জন্য 'নববাবুবিলাস' খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। লং সাহেবের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উনবিংশ

শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে উহা নাটকাকারেও রূপান্তরিত হয়। ১১ জুলাই ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই,—

'বিদ্যাভূষীকৃত বাবুনাটক'।—কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগেব ব্যবহার ও তাঁহারদিগেব কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথনও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকাবে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আবস্ত হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, ।

'নববাবুবিলাস' হইতে রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

অমাত্যবর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমবা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া একপ্রকাব হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়াইলে ভাল হয় কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন…।

…অনন্তর চট্টগ্রামনিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্ত্তার

যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন ; কর্ত্তা কহিলেন হাঁ২ আছে বটে, কোন্ সাহেবের কর্ম্ম করিতে, আজ্ঞা কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি-প্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্তি করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিংরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না,··· ।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৭ম গ্রন্থরূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক 'নববাবুবিলাস' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। দূতীবিলাস। ইং ১৮২৫। পৃ. ৮+১৩২।

'দূতীবিলাস' "সুকোমল পয়ারাদি নানাচ্ছন্দ রচিত···আদিরস ভক্তিরস ঘটিত···সুরসিক রসদায়ক পুস্তক"।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে বড় ঘরের মেয়েদের মজলিসের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা করি।
তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি ॥

গোপী দাসী সাজি আনি দিল পান দান।
কত মত ভ্রূকুটি করিয়া পান খান॥
কাহারো আল্‌বোলা এলো কার গুড়গুড়ি।
সকলে তামুক খায় নবীনা কি বুড়ি॥
এ সব হইলে পরে রাত্রি কিছু ছিল।
প্রেমিকারা প্রমারার খেলা আরম্ভিল॥
যাও থাক এই শব্দ কেহ কেহ কহে।
কেহ মৌরেস্ত ডাকে কেহ তাহা সহে॥
সাবাসি কাগজ বলে কোন রসবতী।
শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতী॥

যুবতীদের অলঙ্কারের বর্ণনা :—

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সিঁতি অতি শোভাকর॥
কাণবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে।
মনোহর মুক্তা লচ্ছা তাহাতে দিয়েছে॥
মুক্তায় মুণ্ডিত নত্‌ নাসায় ঝুলিছে।
মঞ্জনে মার্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে॥
মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি।
হীরাপান্না ধুক্‌ধুকি আছে শোভা করি॥
বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও।
পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও॥
ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে।
নবরত্ন অঙ্গুরীয় শোভা করে তাতে॥
হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত।
কটীতে কনক চন্দ্রহার মনোনীত॥

চাবিশিক্লি তাহে পুন দিয়েছে ঝুলায়ে।
পদাঙ্গুলে আছে চুট্‌কি ছাল্লাতে মিশায়ে॥
সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায়॥

বর্ণনীয় বিষয়কে বিশদ করিবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বারখানি লাইন-এনগ্রেভিং চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

৫। নববিবিবিলাস। ইং ১৮৩১ (?)

'নববিবিবিলাস' সম্ভবতঃ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রে ["বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমব সিংহ চৌধুরীর বাটীতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে"]...বিবিবিলাস...যন্ত্রিত হইবে এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ করিবেন...বিবিবিলাস ১৲ ইতি।—'সমাচার দর্পণ,' ২৮ আগষ্ট ১৮৩০।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিবিবিলাস' তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়*; এই সংস্করণে গ্রন্থকাররূপে কাহারও নাম ছিল না। কিন্তু ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে; ইহা ছদ্ম নাম।

'নববিবিবিলাসে'র ভূমিকায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভবানীচরণই ইহার লেখক ছিলেন :—

* 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'—মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৬।

যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই ; এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াসপূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।—পৃ. ৩

কোন বাবু আপন আশার সুসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্যাস মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন ; ···।—পৃ. ৬

বস্তুতঃ ভবানীচরণ যে 'নববিবিবিলাস' রচনা করেন, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবু বিলাস বিবি বিলাস দূতী বিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে,···।—'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), পৃ. ৪৭

কলিকাতার রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নববিবিবিলাস' পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

৬। শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ইং ১৮৩১।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ; তাহা হইতে উভয় সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যাইবে :—

শ্রীশ্রী৺গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শূদ্রাদির

সকল পাঠ্য নহে।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকস্য।... ৩ বৈশাখ।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ২২ এপ্রিল ১৮৩১।

শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এ যন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোন২ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল...। বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধামগামিদিগের উপকারজনক বটে।—'সমাচার চন্দ্রিকা,' ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩।

৭। আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইং ১৮৩৫। পৃ. ২০।

আশ্চর্য্য উপাখ্যান অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। ক্ষমতাদিকীর্ত্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন। কলিকাতা নগরে সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল।

যশোহর, নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী এই পুস্তিকায় পয়ার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে—

শ্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুকৃতির পুণ্য কীর্ত্তি রচিলা ভাষায়॥

৮। পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। ইং ১৮৪৪। পৃ. ৭৭।

শ্রীশ্রীজগন্নাথঃ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতা পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রধামের বিবরণ। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল ইতি। ১৭৬৬ শকাব্দ ১২৫১ সাল।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে…। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যে২ প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যে২ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তে যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যত২ নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াসুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্প মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে প্রকাশ :—

> তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষ্যদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক ঊনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা করিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন।—পৃ. ১৬

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমি যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের নাম, প্রকাশকাল প্রভৃতি উল্লেখ করিতেছি :—

১। **শ্রীমদ্ভাগবত। ইং ১৮৩০। পত্র ৫৩০।**

ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে দুই খণ্ডে মুদ্রিত। ইতিপূর্ব্বে বোধ হয়, এই ধরণে আর কোন গ্রন্থ ছাপা হয় নাই। ভবানীচরণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে এই গ্রন্থের যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকা-যন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের

নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নান্য গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি··· ।—
'সমাচার দর্পণ,' ২৫ আগষ্ট ১৮২৭।

গ্রন্থের পুষ্পিকায় ভবানীচরণের বংশ-লতা এবং মুদ্রণসমাপ্তিকাল (৩১ বৈশাখ ১৭৫২, শক = ১২ মে ১৮৩০) দেওয়া আছে। এই গ্রন্থ জোড়াসাঁকো-রাজবাটীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

২। **প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং। ইং ১৮৩৩। পত্র ৫৪।**

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থশেষে মুদ্রণসমাপ্তিকাল (২০ শ্রাবণ ১৭৫৫ শক) এই ভাবে দেওয়া আছে :—

শরহয়াশ্বভূধরধরণিপরিমিতশকাব্দীয়শ্রাবণস্য বিংশতিবাসরে কলিকাতানগরে বন্দ্যঘটীয়শ্রীভবানীচরণশর্ম্মণা পরমকরুণাবদগ্রগণ্যমান্যবদান্যবংশপ্রসূত নড়ালনিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণরায়মহাশয়মহোদয়স্যানুমত্যা প্রবোধচন্দ্রোদয়নামধেয়নাটকমিদং সমাচারচন্দ্রিকাযন্ত্রেণ মুদ্রাঙ্কিতং॥

৩। **মনুসংহিতা। ইং ১৮৩৩। পত্র ২৬৫।**

গ্রন্থের পুষ্পিকায় মুদ্রণসমাপ্তিকাল—২০ ফাল্গুন ১৭৫৪ শক = ২ মার্চ ১৮৩৩ দেওয়া আছে। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। সাতক্ষীরার জমিদার (তৎকালে কাশীপুর-নিবাসী) প্রাণনাথ চৌধুরীর আনুকূল্যে মনুসংহিতা মুদ্রিত হয়।

৪। **উনবিংশ সংহিতা। ইং ১৮৩৩ (?)**

সংহিতাগুলির নাম—অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, অত্রি, শঙ্খ, শাতাতপ, দক্ষ, গৌতম, হারীত, কাত্যায়ন, লিখিত, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উশনা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, যম ও বশিষ্ঠ সংহিতা। এই সকল সংহিতার কোনখানিতেই মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আনুমানিক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এগুলি পুথির আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত হয়।

৫। **শ্রীভগবদ্গীতা। ইং ১৮৩৫।**

ইহাতে প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—"সিন্ধুশরধরাধর-ধরাশাকীয়াশ্বিনস্থ তৃতীয়বাসরে" (৩ আশ্বিন ১৭৫৭ শক)। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত হয়।

৬। **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।**

তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। গ্রন্থে মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। খুব সম্ভব ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।

মৃত্যু

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

সে-যুগে জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার কি প্রতিষ্ঠা ছিল, সমসাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়া-ছিলেন :—

অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সৎপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। (১৮ জানুয়ারি ১৮৩২)

ভবানীচরণের মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৮ জুন ১৮৪৮) লেখেন :—

"Friday, June 2...the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age ; ..."

জে. সি. মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০) ভবানীচরণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

...Bhobany Churun, a Brahmin of great intelligence and considerable learning, though no pundit, but remarkable for his tact and energy, which gave him great ascendency among his fellow-countrymen...

ভবানীচরণের জীবনচরিতে তাঁহার চরিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

কথিত মহাশয় অতিসদাশয় ও নির্ম্মলাশয় ছিলেন. দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম যজনে তাঁহার নিশ্চলা মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করত স্নান তর্পণ দেব পূজনাদি নিত্য কর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয়কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, অবকাশ মতে আত্মীয় সজ্জনের সহিত সদালাপ করিতেন, নিরালম্বে তাঁহার বৃথা

কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিষয় কর্ম্মে আবৃত থাকিলেও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমাদরের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন, অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার প্রিয়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্ব্বথা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাদিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিয়া দূরে হইতে প্রফুল্লবদনে প্রিয়বচনে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পরদূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাহার গুণানুবাদে নিন্দককে নতশিরা করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন২ বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় সজ্জনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িতজনের ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ পূর্ব্বক প্রফুল্ল হইতেন, তিনি দেবীমাহাত্ম্যে পাঠ শ্রবণে নিয়তানুরক্ত ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, যে বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না। এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম্ম ও স্বভাবানুরাগী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্‌যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি দেবনিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল যে তিনি যেসভায় গমন করিতেন তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নব নব রস বিকসিত বাক্‌শ্লেষে আর্দ্রীভূত হইতেন, তজ্জন্য তিনি ভূরি২ সভায় সুবক্তৃতা দ্বারা অগণ্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ং সন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নগরীয়

যাবদীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন ইতি। (জীবনচরিত, পৃ. ১১-১৩)

১২৮০ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভূষণ' নামক পুস্তকে সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে প্রশস্তি-কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা যথা নিশারে যতনে
বিশদ বিভায়, মরি সাদরে সাজায় ;
তেমতি "চন্দ্রিকা" তব আজো বাঙ্গালায়
সাজাইছে রাজ-নীতি-বিভা বিতরণে।
দেশ-হিতে ব্রতী হয়ে যুঝিলে বিস্তর
বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অস্ত্র-বল
আছিল "চন্দ্রিকা" রব ; গদাতে সম্বল
করি যথা ভীম দলে অরুকুনিকর।
যা কিছু সম্বাদ পত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা-প্রকাশিত বঙ্গের ভিতরে,
তোমাব "চন্দ্রিকা", দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নির্ব্বিঘ্নে আজিও বঙ্গে নিয়ত বিহরে।
এ বঙ্গে বিরল লোক তোমার মতন,
তাই ত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে।

উপসংহার

ভবানীচরণের মত মনীষীর কীর্ত্তি ও কর্ম্মজীবনের এই ইতিহাস অত্যন্ত অসম্পূর্ণ; সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাঁহার যে কি পরিমাণ প্রতিষ্ঠা ছিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। সমগ্র হিন্দুসমাজ এক দিন সামাজিক ব্যাপারে মতামতের জন্য তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিত—তিনি সর্ব্বত্র নেতৃত্ব করিয়া ফিরিতেন। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টির দিক্ দিয়াও ভবানীচরণের দান নগণ্য নহে। সাহিত্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার স্থাপনা করেন; তাঁহারই স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরসতরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি বাঙালীকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন; পথভ্রান্ত বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাঁহার রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই। শতাব্দীর পরপার হইতে এই মনস্বী বাঙালীকে তাঁহার সমকালিক সকল গরিমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইবে, তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদিত হইবে।

ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের কীর্ত্তিসমেত কালগর্ভে বিলীন হইয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার দান অবহেলিত হইবার নহে। বাংলা-সাহিত্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে ভবানীচরণের প্রতিভা ও অধ্যবসায়-রচিত ইষ্টকরাজি এক দিন সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল; সেই হর্ম্ম্য যত দিন না ধ্বসিয়া পড়িবে, তত দিন ভবানীচরণকে আমরা স্মরণ করিতে বাধ্য থাকিব। বাংলা-গদ্যে রসরচনার প্রথম শিল্পী হিসাবে ভবানীচরণের নাম চিরকাল কীর্ত্তিত হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। মূল্য: ১ম খণ্ড ৪৷৹

২য় খণ্ড ৩৲

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সচিত্র সংস্করণ।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সুরু করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস। মূল্য ২৷৹

বাংলা সাময়িক-পত্র

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মূল্য ৩৲

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ

নূতন উপকরণের সাহায্যে লিখিত, শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের কথা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। মূল্য ১৲

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল ১৬ নং ॥০

১।	কালীপ্রসন্ন সিংহ	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২।	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	...	ঐ
৩।	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (২য় সংস্করণ)		ঐ
৪।	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ)		ঐ
৫।	রামনারায়ণ তর্করত্ন	...	ঐ
৬।	রামরাম বসু	...	ঐ
৭।	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	...	ঐ
৮।	গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	...	ঐ
৯।	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী		ঐ
১০।	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	...	ঐ
১১।	তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ		ঐ
১২।	অক্ষয়কুমার দত্ত	...	ঐ
১৩।	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার		ঐ
১৪।	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত		ঐ
১৫।	উইলিয়ম কেরী	...	শ্রীসজনীকান্ত দাস
১৬।	রামমোহন রায়	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭।	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার		ঐ

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

১৭৬২—১৮১৯

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৭
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯
তৃতীয় মুদ্রণ—কার্ত্তিক ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—২৩।১০।১৯৪৩

আজিকার বাঙালী পাঠকের মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ত্তমানে বিস্মৃত এই স্মরণীয় ব্যক্তিটি কে ছিলেন, বাংলা-সাহিত্যের সহিত ইঁহার সম্পর্কই বা কি ছিল এবং অধুনাই বা তাঁহার স্থান কোথায়। আমরা আত্মবিস্মৃত অনৈতিহাসিক জাতি বলিয়া এ প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয় এবং এই বিস্মৃতির জন্য এ যুগের বাঙালীকে দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, আজ প্রায় এক শত তেইশ বৎসর হইল, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইহধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিবার সুযোগ পান নাই। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। এক, ইউরোপের নূতন ভাবধারা আসিয়া বাঙালী সমাজকে ঠিক এই সময়ে এমন ভাবে আলোড়িত করে যে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজ যখন সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, মৃত্যুঞ্জয় তখন বিস্মৃতপ্রায়। নূতনের পূজারী যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা মত প্রথমটা পুরাতনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নূতনকেই সর্ব্বপ্রকার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-গৌরবও মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি যাঁহারা সত্যকার অধিকারী, তাঁহাদিগকে না দিয়া পরবর্ত্তীয়দের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনেও ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, এবং

অপেক্ষাকৃত সঙ্গত কারণ এই যে, মৃত্যুঞ্জয় কেবলমাত্র “অভিনব যুবক সাহেবজাতে”র নিমিত্ত রচিত পাঠ্য পুস্তকের লেখক, এই ধারণাই প্রচলিত থাকাতে সে যুগের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত হন নাই। তাঁহাদের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে সে যুগে কিছুই চলিত না, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ও সাধারণভাবে চলেন নাই। এত দিনেও যে এই ভুল ভাঙিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল। প্রারম্ভে সাধারণভাবে একটি সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি— মৃত্যুঞ্জয় আজিকার দিনে যত অজ্ঞাতই হউন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদার্দ্ধে তাঁহার তুল্য সম্মাননীয় পণ্ডিত দ্বিতীয় ছিলেন না এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম অব্যবহৃত অপ্রচলিত এবং সদ্য-গড়িয়া-তোলা বাংলা-গদ্যের একটা সচল মহনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যে ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আজ আমরা বিশ্বসংসারে গৌরব বোধ করিতেছি, সেদিন সেই অপোগণ্ড ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনার চিত্র তাঁহার মানস নেত্রেই প্রতিভাত হইয়াছিল; মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে বাংলা-গদ্যের সেই মৃত্যুঞ্জয়-ইতিহাসেরই সূত্রপাত হইয়াছে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে যাঁহারা বাংলা-গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর

তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই দলের প্রধান। গোলোক শর্ম্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ, রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া, এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্যবিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিখানি গ্রন্থ—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এখানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত গ্রন্থগুলির তেমন প্রচার ছিল না। আসলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্য্যন্ত তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে ঐ পুস্তকের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

শুধু রচিত পুস্তকের সংখ্যাধিক্যই নয়, পাণ্ডিত্য ও ভাষা-জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাধান্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না; উক্ত লেখক-সম্প্রদায়মধ্যে একমাত্র তাঁহারই ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যবুদ্ধি এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, লিখিতে বসিয়াই তিনি লেখার একটা স্টাইল খাড়া করিতে পারিয়াছেন; সাধু ও চল্‌তি—এই দুই ভিন্ন রীতির

পার্থক্য বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনিই বাংলা-গদ্যের সর্ব্বপ্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট (conscious artist)। বাকী যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্নধর্ম্মী নানা শব্দ জোড়া দিয়া অর্থপূর্ণ বাক্য গঠনে প্রাণান্তকর প্রয়াস করিতে হইয়াছে ; তাঁহাদের অসমঞ্জস ভাষার মধ্যেই এই প্রয়াসের ইতিহাস বর্ত্তমান। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদান্ত, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে এমনই পারঙ্গম ছিলেন যে, সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় বিভিন্ন স্টাইলের কৌশল ও সহজ পারদর্শিতা তিনি অক্লেশে প্রদর্শন করিয়াছেন ; পাঠকেরা তাহার অসংখ্য নিদর্শন মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাইবেন। "শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়" শিরোনামায় আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা-গদ্যের সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি ; সেই অধ্যায় পাঠ করিলে বাংলা-গদ্যের প্রথম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না।

আর একটি বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব আমরা ভুলিয়াছি। সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রীয় কি না, ইহা লইয়া যখন প্রবর্ত্তক ও নিষেধক, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের আর শেষ ছিল না, তাহারও বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয়ের মত এক জন গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনের অকৃত্রিম উদারতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সংস্কৃত ভাষায় যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নিষেধকেরা তাহাই মূল প্রমাণস্বরূপ মান্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার

Some Remarks etc. পুস্তকে মৃত্যুঞ্জয়ের মতই প্রমাণ-স্বরূপ দাখিল করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল সংস্কৃত "পাতি" আর পাওয়া যায় না, তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (*Friend of India*) পত্রে তাহার যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়, তাহাতেই দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় বলিতেছেন—

> Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent.

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কি ওড়িয়া ?

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম হয় ; মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মার্শম্যানের মতে মৃত্যুঞ্জয় উৎকল-জাত ("a native of Orissa")।* কেরীর চরিতকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের মাতৃভাষা ওড়িয়া, এই ওড়িয়া ভাষায় তিনি বাইবেল অনুবাদ করেন।† হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও জর্জ স্মিথের প্রতিধ্বনি

* John Clark Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward,* (1859), i. 180.

† "The chief pundit, Mritunjaya, skilled in both dialects, first adapted the Bengali version to the language of the Ooriyas which was his own."—George Smith : *The Life of William Carey, D. D.,* (1885), p. 257.

করিয়া তাঁহাকে "জাতিতে উড়িয়া" বলিয়াছেন।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন নাই;—এই অনুবাদ করেন পুরুষরাম নামে একজন ওড়িয়া পণ্ডিত।† আসলে মৃত্যুঞ্জয় কুলীন ব্রাহ্মণ—চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত, এবং তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুরে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি বহু দিন কলিকাতা-নিবাসী ছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) সংবাদপত্রে কুলীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নিন্দার প্রতিবাদ করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখেন :—

> ...ত্রিবেণীনিবাসি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ধর্ম্মদবহির্গাছি নিবাসি নবদ্বীপের রাজগুরু ভট্টাচার্য্য ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুর্ভুজ-ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পিতামহ কলিকাতানিবাসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগকে পূর্ব্বের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপণ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল এবং তত্তুল্য বা ন্যূনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে কুলীনকে কন্যাদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি

* "বাঙ্গালা সাহিত্য"—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৯৬।

† ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ—

READY FOR THE PRESS.

82. The New Testament in the Orissa Language translated by Poorush Ram the Orissa Pundit, revised and compared with the original Greek by Mr. Wm. Carey.

তৎসন্তানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত তবে তাঁহারাই যথাশাস্ত্র লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন…।

—২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

(খ) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি নাট্যকার ও অভিনেতা বিহারীলাল নহেন) ৫২ নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি নিজকে মৃত্যুঞ্জয়ের "পৌত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তৎসম্পাদিত 'নবজীবনে' (মাঘ ১২৯৫) "মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার"* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র "বেহারীবাবুর অনুগ্রহেই আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিতে পারিলাম। ইঁহাদের বর্ত্তমান বাস, রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার কলিকাতা।" এই প্রবন্ধে প্রকাশ :—

১৭৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে একভাগ বাঙ্গালা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই মার্শমান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যা-জাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন।

* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম লইয়াও অনেক লেখক ও গবেষক বরাবর ভুল করিয়া আসিতেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ইং ১৮৫৪) এই ভুলের প্রবর্ত্তক এবং 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (ইং ১৮৭৩) গ্রন্থের লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান প্রচারক।

বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খণের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান।

মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনীপুরে, বিদ্যা শিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে। নাটোর তখন অর্দ্ধবাঙ্গালার রাজধানী।

...কৈশোরে তিনি নাটোরে, এবং যৌবনে কলিকাতায় বাস করাতে,...

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সব ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এদেশে পাঠাইতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এ-দেশীয় ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্য-প্রয়োজন, ইহা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা (পরে সংস্কৃত ও মরাঠী) বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, পাঠনার উপযোগী

কোন বাংলা গদ্যগ্রন্থ নাই। পাঠ্য পুস্তকের অভাব কলেজ-কর্তৃপক্ষও অনুভব করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতদিগকে গদ্যগ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া এই সকল রচনা প্রকাশের আনুকূল্যার্থ কলেজ-কাউন্সিল পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড কলেজের জন্য ক্রয় করিতেন। বলা বাহুল্য, তখন পুস্তক-মুদ্রণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করিয়া পারিশ্রমিক-স্বরূপ কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন।* ইহা ছাড়া কলেজের জন্য এক শত খণ্ড 'বত্রিশ সিংহাসন' ছয় শত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল।

* To Charles Rothman Esqr.
Secretary to the Council of the College.

Sir,

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit language into Classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun...They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy's was eleven months employed on this work...

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
W. Carey
Bengalee Teacher.

P. S. Mritoonjoy the Head Pundit in the Bengalee Department translated the Butteesee Singhasun into the Bengalee Language, which is an excellent class book...

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ব্যবস্থানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক জন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষায় পারদর্শী ত ছিলেনই, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। কেরী তাঁহাকেই এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন :—

> I take the liberty to recommend Mritoonjoya Vidyalunkuru who till the present time has been first Pundit in the Bengalee language, to be the Sangskrit Pundit, under the new arrangement. He is one of the best Sangskrit scholars with whom I am acquainted. Both he and Ram Nath [Vidyavachaspati, second Pundit] have always afforded me every necessary assistance in teaching that language, though they derived no emolument therefrom. Mritoonjoya has uniformly conducted himself with the greatest propriety, and is willing to go through any examination respecting his abilities, and knowledge of the Sangskrit language which the College Council may think proper.—Procdgs. of the College of Fort William, dated 4 Sept. 1805.

বলা বাহুল্য, কেরীর সুপারিশ গ্রাহ্য হইয়াছিল।

RESOLVED that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy,...as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey.—Procdgs. of the College of Fort William, dated 18 July 1808.

সুপ্রীম-কোর্টে পণ্ডিতী

মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে ঐ কোর্টের পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় দীর্ঘ ১৫ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু কেরীর বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার কোন আর্থিক উন্নতি হয় নাই; তাহার কারণ, সিবিলিয়ানদের জন্য বিলাতে হেলিবেরি কলেজের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় গবর্মেণ্ট ক্রমেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয় ও কার্য্যপরিধি সঙ্কোচ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম-কোর্টের পণ্ডিতী গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ৯ জুলাই ১৮১৬ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে পদত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন। পত্রখানি এইরূপ :—

> মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌনসলের সাহেবান বরাবরেষু।—লিখিতং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণঃ উপেক্ষাপত্রমিদংকার্য্যঞ্চাগে সুপরোম কোর্টের প্রধান জজ সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ঐ কোর্টের পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহেন একারণ আমার কালেজের প্রধান পাণ্ডিত্যকর্ম্ম আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উপেক্ষা করিলাম অতএব সাহেবলোককর্ত্তা কৃপাপূর্ব্বক আমার উপেক্ষাপত্র গ্রাহ্য করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদনমিতি ১৮১৬ সাল তারিখ ৯

জুলাই—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণঃ।—Home Dept. Miscellaneous No. 564, p. 181.

৯ই জুলাই তারিখেই এই পদত্যাগ-পত্র কলেজ-কাউন্সিলে পেশ করিবার সময় কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন :—

> ...I beg leave on this occasion to observe that the conduct of Mritoonjuya during the long time in which he has held his office in the College, has conducted himself to my entire satisfaction. In point of learning very few are his equals, and no one with whom I have any acquaintance exceeds him.
>
> In case of his resignation being accepted by the College Council, I beg leave to recommend Rama Natha, who has hitherto been second Pundit, as a proper man to succeed to his office, and Rama Juya the son of Mritoonjuya to the office of the Second Pundit instead of Rama Natha. Ram Juya is very little inferior to his father in general science, and will probably in a few years be his equal, and perhaps will exceed him.—*Ibid.*, p. 180.

মৃত্যুঞ্জয়ের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত এবং কেরীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছিল (১৩ জুলাই ১৮১৬)।

সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে মৃত্যুঞ্জয় পারদর্শিতার সহিত জজ-পণ্ডিতের কাজ

করিয়াছিলেন। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে রীতিমত জ্ঞান না থাকায় তৎকালে ইউরোপীয় বিচারকেরা হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। মৃত্যুঞ্জয় এই কার্য্যে ম্যাক্‌নক্‌টেনের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তখনকার দিনে সুপ্রীম-কোর্টে ধনী হিন্দুদের মকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না।

এই সকল মামলা-মকদ্দমার অনিবার্য্য ফল সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' আরও লেখেন :—

> পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ

নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের যোগ ছিল। কলিকাতায় হিন্দুকলেজের স্থাপনার জন্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের

২১ মে তারিখের একটি সভায় এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী লোক লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় এই সমিতির এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়। মৃত্যুঞ্জয় ইহার পরিচালক-সমিতির (Committee of Managers) এক জন হিন্দু সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কয়েক মাসের অবসর লইয়া মৃত্যুঞ্জয় তীর্থভ্রমণে বাহির হন। ১২ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয় কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে মুর্শিদাবাদের নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তারিখ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার দর্পণ' ১৯এ জুন তারিখে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> মরণ।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ

করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেকং বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন, পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।* এই সকল গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণের তারিখ সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

* পাদরি লং লিখিয়াছেন, আনুমানিক ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া 'দায়রত্নাবলী' প্রকাশ করিয়াছিলন। "About 1805, (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, *Dayratnabali*, by Mritunjoy Videalankar."—Long's *Descriptive Catalogue*…(1855), p 55. আমি এই পুস্তক কোথাও দেখি নাই।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে (Home Misc. No. 559, p. 490;

১। বত্রিশ সিংহাসন। ইং ১৮০২।

বত্রিশ সিংহাসন।—সংগ্রহ ভাষাতে।—মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০২

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২১০) ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৪৪) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে "লন্দন মহা নগরে চাপা" একটি সংস্করণ "শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষাতে" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। হিতোপদেশ। ইং ১৮০৮।

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত। মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।—বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। বাঙ্গালা ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৮।—

July 26, 1805) "Literary Notices" শিরোনামায় দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় হিন্দুদিগের আচারব্যবহার-সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

PREPARING FOR THE PRESS.

A View of the Manners and Customs of the Hindoos, as they exist at the present time; in which many popular practices are contrasted with the ancient observances prescribed by the Vedas; an original work in the Bengalee language, composed by Mritoonjoy Vidyalankar, head pundit in the Sanscrit and Bengalee Languages in the College of Fort William.

মৃত্যুঞ্জয়ের এই পুস্তকখানি খুব সম্ভব মুদ্রিত হয় নাই; ইহার উল্লেখ অন্য কোথাও দেখি নাই।

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২৪৩) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

৩। রাজাবলি। ইং ১৮০৮।

রাজাবলি।—সংগ্রহ ভাষাতে।—মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৮।—

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২৯৫) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২২১) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি'তে কলির আরম্ভ হইতে ইংরেজ-অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।

৪। An Apology for The Present System of HINDOO WORSHIP. Written in the Bengalee Language, and Accompanied by an English Translation. Calcutta: Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette Press, No. 1, Mission Row. 1817.

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার-হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম পুস্তকে না থাকিলেও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' যে তাঁহারই রচনা, তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি।

(ক) কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) বিবরণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা আছে; এই তালিকার ৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ,—

> 34. Vedanta-chondrica....On the Vedant System; (in defence of Hindoo Idolatry, against

the observations of Rammohun Roy,)...Mrityonjoy Bidyaloncar.

(খ) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে "Vedantism ;—What is it ?" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁহার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Of the first work [*The Vedanta Chandrika* ; —an Apology for the present system of Hindu worship]...., less is known ; indeed, very few appear to have ever heard even of its existence. As the original production of a native of our own day, on a very abstruse and metaphysical subject, it is at once curious and important. It was published, in 1817, anonymously ; and the following are the only scanty particulars which we have been enabled to glean concerning the author and his work. His name was Mirtyunjaya Vidyalankara. He was head Pandit of the College of Fort William ; and afterwards Pandit of the Supreme Court under Sir Francis Macnaghten. He died, about 1820, at Moorshedabad, on his return from Benaras ; bearing universally the character of a very learned man in all the Darsans or systems of Sanskrit learning and philosophy. He was himself wholly unacquainted with the English language. His son, who succeeded to his station at the Supreme Court, has been known to ascribe the credit of having

aided his father with the English translation to the late Sir W. H. Macnaghten. Of the work itself two hundred and fifty copies were originally struck off; and there has been no second edition, it has long been difficult, if not impossible to obtain a copy; indeed, we have never seen one except that which has fallen into our own possession. (Pp. 44-45.)

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা। ইং ১৮৩৩।

প্রবোধ চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১৮৩৩।

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ১৯৫) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৮৯) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৮৯) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সেকালে কলেজের সিনিয়র ডিবিসনে পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা ইউনিবর্সিটীর অনুমত্যনুসারে" ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৮৮।

আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় এই পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার অনুরোধে ৫ জানুয়ারি ১৮১৯ তারিখে উইলিয়ম কেরী নিম্নোক্ত পত্রখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখেন:—

Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-chundrika. It is a

sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein. He requests something by way of reward, or rather as an acknowledgment of the sense the College Council entertains of his labours. The work is now in the Serampore Press and will be printed without any application for a subscription. I consider it, however, as a work which as a class book will be of great value in the College.

Mritoonjuya discharged the duties of Chief Pundit of the College from its commencement till the time he was removed to the Supreme Court, in a manner honourable to himself and satisfactory to me. He translated some work from the Sunskrit, and composed other from other materials which are used in College as class books ; for none of these did he ever receive any reward more than the pay of his office. This his last request will not therefore, I hope, appear unreasonable. I think 300 Rupees would be a proper testimony of the value of his labours. I expect the book will sell for about Rs. 8 a copy.

5 Jany. 1819. Wm. Carey.*

কলেজ-কাউন্সিল ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ৫০ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করিতে স্বীকৃত হন।† কিন্তু ইহার

* Home Dept. Miscellaneous No. 565, p. 289.

† *Ibid.*, pp. 288-89.

কয়েক মাস পরেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই ; ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই সকল রচনা 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায় উইলিয়ম কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ করেন।

(খ) ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণ রচনায় মৃত্যুঞ্জয় তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।*

(গ) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসাবে পুস্তকে রামজয় তর্কালঙ্কারের† নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই অনুবাদকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

* ভূমিকায় কেরী লিখিয়াছেন :—"He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received···from Mrityoonjuyu Vidyalunkaru, and Ramunathu Vasuspati,···who have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony."

† রামজয় তর্কালঙ্কার আরও একখানি গ্রন্থের রচয়িতা ; উহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দায়কৌমুদী এবং দত্তককৌমুদী এবং ব্যবস্থাসংগ্রহঃ'। ৩ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে রামজয়ের মৃত্যু হয়।

...The Sankhya Pruvuchuna has been also published by them in Bengalee; but for the translation the world is indebted to Mritoon-juya and Ram-juya Turkulunkara, the late and present Chief Pundits in the Supreme Court.—*The Friend of India* (Quarterly Series), Vol. II, No. VIII, p. 567.

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারের বাসগৃহে রীতিমত শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। রামমোহন রায় তাঁহার 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন—

> আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ ৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ আচার্য্যের ভাষ্যের অনুসারে করিয়াছি...ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে...।

ওয়ার্ডের গ্রন্থে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল; ১৫ জন ছাত্র তথায় অধ্যয়ন

করিত।* এই চতুষ্পাঠীতে মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তখন ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের তুলনায় বেদান্তের চর্চ্চা কম হইত; কিন্তু একেবারেই যে হইত না, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত ও উপনিষদে যে পারঙ্গম ছিলেন, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে২ বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদীনদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও অবশ্য বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবা তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না সর্ব্বত্রস্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটনপটুতরা অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণস্বরূপা অতএব তাহাকে

* William Ward : *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, Vol. IV (1820), 3rd ed., p. 495.

মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বরশক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন। এবম্বিধপরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন।—'বত্রিশ সিংহাসন' ('মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী') পৃ. ৪৭-৪৮।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ও বেদান্তে তাঁহার গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের কথা রাজপুরুষদেরও অজ্ঞাত ছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম ঃ—"চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।"*

---

* সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।—Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifices in India.—The Eng. Works of Raja Rammohun Roy, pub. by Sadharan Brahma Samaj. (1934). pp. 73-74.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। রামমোহন রায়ের সহমরণবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সহগমন যে অবশ্যকর্ত্তব্য নয়, বরং ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ—এই অভিমত মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছিলেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরেজীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পুরাতন সংখ্যাগুলি সহজপ্রাপ্য নহে বলিয়া আমরা ঐ সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

> ...We intreat permission to subjoin a few extracts from a document in our possession, drawn up in Sungskrita about two years ago by Mrityoonjuya-Vidyalunkura, the chief pundit successively in the College of Fort William, and in the Supreme Court, at the request of the Chief Judge in the Sudder Dewanee Adawlut, who wished him to ascertain from a comparison of all the works extant on the subject, the precise point of law relative to burning widows, according to those who recommend the practice. This document, as the Compiler of it, from his own extensive learning and the assistance of his friends, had an opportunity of consulting more works on the subject than almost any pundit in

this presidency, may be regarded as possessing the highest legal authority according to the Hindoos. After having consulted nearly thirty works on the subject current in Bengal and the northern, western and southern parts of Hindoosthan, among which are all those quoted for the practice by the author of this pamphlet, he says, "Having examined all these works and weighed their meaning, I thus reply to the questions I have been desired to answer." He then states Munoo having directed the following formula to be addressed to the bride by the priest at the time of marriage, "be thou perpetually the companion of thy husband, in life and in death." Hareeta, a later writer, says that it is the inheritance of every woman belonging to the four casts, not being pregnant or not having a little child, to burn herself with her husband. The Compiler afterwards quotes *Vishnoo-moonee* as speaking thus, "Let the wife either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile;" but he forbids the latter to the unchaste. He then enumerates particularly the various rules laid down by him and others who have followed him on the same side of the question, relative to the time and circumstances in which a woman is permitted to burn herself, and in what cases she is even by them absolutely forbidden. These extracts shew that binding the woman, and the other acts of additional

cruelty which the author of this pamphlet justifies, are totally forbidden. The *Soodheekoumoodee* as quoted by the Compiler says, Let the mother enter the fire after the son has kindled it around his father's corpse; but to the father's corpse and the mother let him not set fire; if the son set fire to the *living* mother, he has on him the guilt of murdering both a woman, and a mother. Thus the possibility of a woman's being bound to her husband's corpse is taken away: while the act is left perfectly optional, the son is not to be in the least degree accessary to the mother's death; if she burn herself at all, it must be throwing herself into the flames already kindled. And the *Nirnuya-sindhoo* forbids the use of any bandage, bamboos, or wood by way of confining the woman on the funeral pile; nor before she enter it must the least persuasion be used, nor must she be placed on the fire by others. Thus the practice as existing in Bengal and defended in this work, is deliberate murder even according to the legal authorities which recommend burning as optional.

Mrityoonjuya however shews from various authors, that though burning is termed optional, it is still not to be recommended. To this effect he quotes the *Vijuyuntee*, "While Brumhachurya and burning are perfectly optional, burning may arise from concupiscence, but Brumhachurya cannot; hence they are not equally worthy, how

then can they be equally optional? By Brumhachurya the widow obtains bliss though she have no son." He then quotes several authors, as declaring, that women ought not to burn, because it is merely a work of concupiscence; the *Julwamala vilas* and others as declaring that the practice is merely the effect of cupidity and not the fruit of a virtuous and constant mind; and the *Mitakshura* as declaring, that by embracing a life of abstinence the widow by means of divine wisdom may obtain beatitude; and hence, that a woman's burning herself is improper; adding, that in former ages nothing was heard of women's burning themselves: it is found only in this corrupt age.

The following is the conclusion drawn by this able pundit and jurist from the perusal of the whole of these works. "After perusing many works on this subject the following are my deliberate and digested ideas; Vishnoomoonee and various others say, that the husband being dead, the wife may either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile; but on viewing the whole I esteem a life of abstinence and chastity, to accord best with the law; the preference appears evidently to be on that side. Vyasa, Sungkoo, Ungeera, and Hareeta speaking of a widow's burning, say, that by burning herself with her husband she may obtain connubial bliss in heaven; while by a life of abstinence and

chastity, she, attaining sacred wisdom, may certainly obtain final beatitude. Hence to destroy herself for the sake of a little evanescent bliss, cannot be her duty : burning is for none but for those who despising final beatitude, desire nothing beyond a little short lived pleasure. Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent.—In the Shastras appear many prohibitions of a woman's dying with her husband, but against a life of abstinence and chastity there is no prohibition. Against her burning herself the following authorities are found. In the Meemangsha-durshuna, it is declared that every kind of self-inflicted injury is sin. The Sankhya says, that a useless death is undoubtedly sinful. The killing for sacrifice commanded by the Shastras has a reasonable cause and is yet sinful in a certain degree because it destroys life. And while by the Meemangsha, either of the two may be chosen ; by the Sankhya, a life of abstinence and chastity is alone esteemed lawful. But by the Vedanta, all works springing from concupiscence, are to be abhorred and forsaken ; hence a woman's burning herself from the desire of connubial bliss, ought certainly to be rejected with abhorrence."

He further adds, "No blame whatever is attached to those who prevent a woman's burning. In the Shastras it is said, that Kundurpa

being consumed to ashes by the eye of Shiva, his wife Rutee, determined to burn herself; and commanded her husband's friend Mudhoo to prepare the funeral pile. Upon this the gods forbad her; on which account she desisted, but by Kalee-dasa no blame is attached to them for this conduct. Thus also in the Skree-Bhaguvuta: a woman, Kripee, had a son, a mighty hero, from love to whom she forbore to burn herself with her husband; yet she was deemed guilty of no sin therein. Now also we hear of sons and other relatives attempting to dissuade a woman from burning; yet they are esteemed guilty of no crime. It is also evident that a woman in thus burning herself, dies merely from her own self-will, and from no regard to any shastra; such the command of a thousand shastras would not induce to die. They merely reason thus, "By the death of my husband I have sustained an irreparable loss; it is better for me to die than to live;" hence a woman determines to die; and her relatives seeing this mind in her, provide the funeral pile, and say, "if you are determined to die, to die by falling from a precipice would be tedious, die in this manner:" thus a father who has a son determined to go to a distant country, finding all dissuasion vain, at length sends a guide with him who knows all the rivers and dangerous places. The various shastras therefore, describe this action as being merely that

of one who having received an incurable wound, is determined to die whether by falling from a precipice, by fire, or by water.—*The Friend of India* (Monthly Series) for October 1819, pp. 473-76.

শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়

বাংলা-গদ্যের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্ক পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিলে একটি বিষয়ে বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকা যায় না—তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভাগ্যপরিবর্ত্তন। জীবিতকালে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও লেখক বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছেন, কেরী যাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনাক্ষমতায় মুগ্ধ ছিলেন এবং নিজে চাকুরীতে প্রধান হইয়াও যাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন,* দেওয়ান রামকমল সেন যাঁহাকে পণ্ডিতসমাজে "the most eminent" বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান যাঁহাকে "colossus of literature" বলিতে দ্বিধা করেন নাই—উনবিংশ শতাব্দীর

* "Mr. Carey sat under his instructions two or three hours daily when in Calcutta, and the effect of this intercourse was speedily visible in the superior accuracy and purity of his translations."—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 180.

শেষার্দ্ধেই দেখিতে পাই, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা রচনা লইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা উপহাস করিতেছেন!

মৃত্যুঞ্জয়ের অধিকাংশ রচনাই এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং আন্দাজে বা লোকশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার রচনার বিচার করা আর চলে না। এই রচনাগুলি পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাংলা-গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। ঐ শিশু ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই মানস নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল এবং কোনও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনি নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত রীতিকে যত দূর সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা যখন উপকরণ লইয়া পরীক্ষা করেন, তখন সমগ্র ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিতে পান না বলিয়া কোনও একটি বিশেষ প্রকরণকেই একান্ত করিয়া দেখিতে পারেন না। মৃত্যুঞ্জয়ও কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রীতিকেই একমাত্র রীতি বলিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই; শিল্পিসুলভ প্রেমে সবগুলিকেই ভবিষ্যৎ বিচারকের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন,' 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি,' 'বেদান্তচন্দ্রিকা' এবং বিশেষ করিয়া 'প্রবোধ

চন্দ্রিকা'র ভাষায় এইরূপ নানা শিল্পনিদর্শন আছে। আমরা সেগুলি চয়ন করিয়া পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

সহৃদয় পাঠককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে বলি যে, মৃত্যুঞ্জয়ের সমগ্র পুস্তকের রচনাকাল ১৮০২ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, মাত্র ষোল বৎসর। এই কয়েক বৎসরের ইতিহাসই বাংলা গদ্যের ইতিহাসের 'দি বুক অব জেনেসিস'। সুতরাং একটু যত্নবান্ হইয়া বাক্যের অন্বয় নির্ণয় করিয়া বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, বাহিরের কঠিন রূপই কাঠিন্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নয়। বিরামচিহ্নের অভাব অথবা চিহ্ন-বিপর্য্যয় যথার্থ রসিককে প্রতিহত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

> এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া

বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাই। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তার পর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল।—'বত্রিশ সিংহাসন' (ইং ১৮০২), পৃ. ৯-১০।

হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগারহইতে মুক্ত হন।—ঐ (ইং ১৮০২), পৃ. ২৭।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিট্টিভেরা স্ত্রী পুরুষে বাস করে তাহাতে প্রসব কাল নিকট হইলে টিট্টিভী পতিকে বলিল হে নাথ প্রসবোপযুক্ত নির্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে এই স্থান সে বলিল এ স্থান সমুদ্রবেলাকর্তৃক আক্রান্ত হয় টিট্টিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন টিট্টিভী হাসিয়া

বলিল হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর টিট্টিভ বলিল যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই. সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আছে সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না অনুপযুক্ত কার্য্যের আরম্ভ ও অন্তরঙ্গের সহিত বিরোধ ও বলবানের সহিত আস্পর্দ্ধা ও স্ত্রীলোকেরদিগেতে বিশ্বাস এই চারি মৃত্যুর দ্বার অনন্তর পতির বাক্যহেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল। এই সকল শুনিয়া সমুদ্রও তাহার সামর্থ্য জানিবার নিমিত্তে সেই অণ্ড সকল অপহরণ করিলেন। তাহার পর টিট্টিভী শোকাতুরা হইয়া ভর্ত্তাকে বলিল হে প্রাণনাথ দুঃখ উপস্থিত হইল আমার সেই সকল অণ্ড নষ্ট হইল টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে ভয় করিও না ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিলন করিয়া পক্ষিরদিগের প্রধান গরুড়ের নিকট গেল সেখানে যাইয়া টিট্টিভ সকল বৃত্তান্ত ভগবান্ গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল হে প্রভো আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধ ব্যতিরেকে সমুদ্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান্ নারায়ণ প্রভু বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে অণ্ড দানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন তাহার পর সমুদ্র ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণ্ড সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিলেন।—
'হিতোপদেশ' (ইং ১৮০৮), পৃ. ৮৪।

যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্ম-বিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী

বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল।—'রাজাবলি' (ইং ১৮০৮), পৃ. ৩৩৪।

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমানপুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদ মুনিকে নিবেদন করিলেন। হে ঈশ্বরদর্শি মুনি বহু কাল ব্যতীত হইল আমি তপস্যা করিতেছি তপঃসিদ্ধি হয় না কত কালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বর সন্নিধানে গিয়া তাহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতিবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের যত পত্র তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে।—'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৫৫।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব। তৎপত্নী কহিল মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় দেখিদেকি হাঁড়িকুঁড়া খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘরহইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভাল বটে লোডাটা যা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা কহিয়া

খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল বাটা তো এক প্রকার হইল আলুনি পিঠা খাইবা না লুণ তেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথাহইতে গোরুহ গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছালিয়াকে আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল কিরূপে তৈল লবণ আনিলি ঠক কহিল এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল হাঁ মোর বাছা এই তো বটে না হবে কেন আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা ক্ষুধাতে বাঁচি না।—ঐ (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৬০-৬১।

এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথা-হইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। স্বুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল বাঁরদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস

কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কহেরা হংসকে হী হী করিয়া উপহাস করিল।—ঐ (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৬৬।

দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্যস্থরাজরাজী-শিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরীনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দগুতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন।—ঐ, (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৭১-৭২।

তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে

ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আধ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্‌না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনীপর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া

বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্ তোর কি ভাতের পাত্রে আমরাই ছাই দিয়াছি।—ঐ, পৃ. ২৮৯-৯০।

দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার-কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়।—'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (ইং ১৮১৭), পৃ. ২০৯।

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।—ঐ, পৃ. ২১৩।

যথেচ্ছভাবে আহৃত উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে রচিত ও সঙ্কলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল। অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভা তাঁহার ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি লিখিতে পারিতেন—

মৃত্যুঞ্জয় বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।···মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই দিতে হয়।

যে কারণেই হউক, পণ্ডিতী ভাষা লইয়া মৃত্যুঞ্জয়কে পরবর্ত্তী কালে অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। এই অপবাদ মিথ্যা, এত দিনে তাহার ক্ষালন হওয়া আবশ্যক।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার "উৎকটত্ব" দেখাইতে গিয়া রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ* পণ্ডিতগণ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র "কোকিলকুল-কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" এই বাক্যটিই বারংবার উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এই অতিসমাসবদ্ধ বাক্যের সুকঠিন বাহ্য রূপই পাঠক-সম্প্রদায়কে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। এই বিরূপতা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-প্রধানকেও ভীত চকিত করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিংবদন্তী অনুযায়ী চিল কর্ত্তৃক কর্ত্তিত এবং ঊর্দ্ধে নীত কর্ণখণ্ডের প্রতি ইঁহারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়াই ধাবমান হইয়াছেন, স্বীয় মস্তকসংলগ্ন কর্ণে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা কেহ করেন নাই। কিন্তু আসলে যে মৃত্যুঞ্জয় "মধ্যমপ্রাণাক্ষর-বহুলা বাণী"র উদাহরণ স্বরূপই উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এই সামান্য তথ্যটি কেহ হিসাবের মধ্যে আনেন নাই। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র যে-অংশে উক্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হইল :—

> বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর য ব ল এই আঠার অক্ষর অল্পপ্রাণ হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত মহাপ্রাণ হয়। কোন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বর্ণ তিন প্রকার হয় মহাপ্রাণ মধ্যপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ। বর্গের ঘকারাদি পাঁচ চতুর্থবর্ণ আর তকার ও রেফ

* 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (ইং ১৮৭৮), পৃ. ২১-২২।

ও বিসর্গযুক্ত অনুস্বারযুত ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ এই সকল মহাপ্রাণ হয়। বর্গের আদি ককারাদি পাঁচ পঞ্চম বর্ণ ঙকারাদি পাঁচ য ব ল ও ককারাদি এই সকল অক্ষর অল্পপ্রাণ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণভিন্ন যে অক্ষর সে মধ্যপ্রাণ হয়…।

আচার্য্য প্রভাকরনামা গুরু রাজপুত্রকে কহিলেন হে রাজপুত্র তোমার চিত্তের বিলাসের নিমিত্তে কথা প্রস্তাবে কিছু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কহিলাম সম্প্রতি বাক্যের দশবিধ গুণ হয় তাহার বিশেষ কহি শুন।

শ্লেষ। প্রসাদ। সমতা। মাধুর্য্য। সুকুমারতা। অর্থ-ব্যক্তি। উদারত্ব। ওজ। কান্তি। সমাধি এই দশ প্রকার গুণ সকল বাক্যের প্রাণ হয় কেননা এই গুণব্যতিরেকে যে ভাষা সে মৃতপ্রায়। এই সকল গুণের বৈপরীত্য কোন২ ভাষাতে দেখা যায়। এই সব গুনের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদাহরণ শুন।…

বাক্যপ্রবন্ধেতে যে অবৈষম্য সে সমতাখ্য গুণ হয়। বাক্যপ্রবন্ধ মৃদু ও স্ফুট ও মধ্যম এই তিন ভেদেতে ত্রিবিধ হয়। অল্পপ্রাণাক্ষরময় বাক্য মৃদু বাক্য হয়। মহাপ্রাণাক্ষর প্রচুর বাক্য স্ফুট বাক্য হয়। মধ্যম প্রাণাক্ষরবহুলা বাণী মধ্যম হয়। "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী-করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"। এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়। ('মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী,' পৃ. ২২৯, ২৪৩-৪৪).

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সহিত তুলনায় রামমোহনের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সেদিনও পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রিকায় আন্দোলন হইতে দেখিয়াছি। এ প্রসঙ্গে আমরা

নিজেরা কোনও প্রতিবাদ করিব না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ সালে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন—

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই [পণ্ডিত] শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ [১৮৩৩ ?] খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে—

"গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন—"

বঙ্গভাষাসম্বন্ধে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন—

"অস্মদাদির ভাষার যুগবৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ-ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত।..."

ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কারমহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।...নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি একদিকে যেমন সাধু-ভাষার আদি-লেখক—অপরদিকেও তিনি তেমনি চলতি-ভাষারও

আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি-ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুখ গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি, খুদ কুঁড়া ফ্রেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই, সে দিন তো জন্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথা খানা ছালিয়া গুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে

না। এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দামং বুঝিয়া লয়, কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বর্কনা কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধূচনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কতো বা সাধ্য সাধনা করি, হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।"

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত ;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।...আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।

কিন্তু তাঁহার [রামমোহন রায়ের] অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়।

পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।—'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১।

চিত্র

রবার্ট হোম-অঙ্কিত "কেরী ও তাঁহার মুনশী" চিত্রখানি সুপরিচিত। এই চিত্রে অঙ্কিত পণ্ডিতটিকে এ-যাবৎ অনেকেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রতিকৃতি বলিয়া চালাইয়াছেন।* এই ভুলের সূত্রপাত হয় কেরী সম্বন্ধে ডক্টর উইল্‌সনের রচনার একটি পাদটীকা হইতে। পাদটীকাটি এইরূপ :—

> Mritunjaya pundit...is the individual whose portrait is included in the picture taken by Mr. Home of Dr. Carey, and which has been engraved.—Eustace Carey : *Memoir of William Carey*, D. D., (MDCCCXXXVI), p. 597*n*.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নদীয়ার পণ্ডিত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ওরফে গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের চিত্র—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চিত্র নহে। এ-কথার প্রমাণ কেরীর একখানি পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। কেরী লিখিতেছেন :—

> In compliance with your wish though not my own, I have sat for my portrait. Ward has

---

* কেদারনাথ মজুমদার আবার ইহাকে রামরাম বসুর চিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

greatly desired that I should be drawn as engaged in the work of translating the Scriptures. So the artist, Mr. Home, has introduced the pundit, whom I employ as my amanuensis, as sitting by me. His likeness is a very good one. His name is Gopal Nyayalankara.—S. Pearce Carey : *William Carey*, 8th ed., p. 302.

আরও একটি কথা, মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আকৃতির বর্ণনায় "unwieldy figure" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রবার্ট হোম-অঙ্কিত পণ্ডিতের আকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত।

উপসংহার

বাংলা-গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়ের বিলুপ্তপ্রায় জীবনী ও কীর্ত্তির সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল। তিনি যে অসাধারণ কীর্ত্তিমান্ এবং বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা কালধর্ম্মে আমরা আজ বিস্মৃত হইলেও তাঁহার কালে তিনি উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিলেন না। বৃহৎ সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন-দিনে আমরা উৎসব করিয়া থাকি, কিন্তু সৌধ-সমাপ্তির পর যুগ যুগ অতীত হইলে সেই ভিত্তির কথা কয় জন স্মরণ রাখি? স্মরণ রাখি, আর নাই রাখি, তাহার অস্তিত্ব ও প্রাধান্য সহৃদয় লোকের কাছে চিরদিনই সত্য রহিয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সেই জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি সেই যুগন্ধরের প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তাঁহার মত বৈদেশিক প্রধানের উক্তি শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিবেন, কি অসাধারণ আত্মবিস্মৃতির ফলে এমন লোককে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি! মার্শম্যান বলিতেছেন,—

> At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Bœotia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.—J. C. Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 180.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ॥০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, *২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন। ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত

১৫। উইলিয়ম কেরী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত

২০। রাধাকান্ত দেব।

শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত

*২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৪৬
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.২—২৫।৪।১৯৪৩

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

১৮৪০—১৯৩২

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। এই কৃতী পুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে কথিত তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধও হইয়াছে। বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্ররূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। এগুলি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী রচিত হইল।

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। রামজয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, তিনি মালদহের অধিবাসী ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই

রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।...

ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম।...তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি [রামগোবিন্দ গোস্বামী] মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম।...এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।...অঙ্কের অধ্যাপক...শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৩৩-৩৬।

ছয় সাত বৎসর বয়সে নয়, কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী এফ. জে. ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to report that since my letter No. 378 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	* *	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের

ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ১৭৬ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল এইরূপ :—

সাহিত্য ৪৮; অলঙ্কার ৪৮; অনুবাদ ৪০; সংস্কৃত রচনা ৪০। মোট ১৭৬।*

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪র্থ শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কৃষ্ণকমল বারো টাকা সিনিয়র বৃত্তি ("Promoted to Senior Scholarship") লাভ করেন। তিনি মোট ২৫০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ২০১.৭৫ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত সাহিত্য ৪৫; দর্শন বা স্মৃতি ৩৭.৫; ইংরেজীর মৌখিক পরীক্ষা ৪৭; ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদ ২৫; বাংলা রচনা ৩৭.২৫। মোট ২০১.৭৫।†

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি হেতু কৃষ্ণকমল এক বৎসরের জন্য ষোল টাকা সিনিয়র বৃত্তি পাইয়াছিলেন।‡

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা

* General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, *From 30th Sept.* 1852, *to 27th Jan.* 1855. App. D, p. cccxxiv.

† General Report... ... *From 27th January to 30th April* 1855. Pp. 31, 34. App. XCV.

‡ Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57, App. C, p. 12.

দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 161

GOVERNMENT SANSCRIT COLLEGE OF CALCUTTA.

We hereby certify that Krishna Kamal Bhattacharjee has attended at the Sanscrit College for eleven years [?] and studied the following branches of Sanscrit Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric and Philosophy; that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies; that he has made creditable progress in the English Language and Literature; and that his conduct has been in every respect satisfactory. At the time of leaving the College he held a senior scholarship two years.

W. Gordon Young
Director of Public Instruction

Fort William
The 24th July 1857

Eshwar Chundra Sharma
Principal, Sanscrit College

পরীক্ষার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই কৃষ্ণকমল ১৬৲ টাকা বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম।...আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৩৭, ১১৯।

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৪১।

কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

> বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

এই পলাতক-জীবনে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতি-কথায় বলিয়াছেন :—

> কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এনট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম,...।—পৃ. ১০৩।

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয় ; তাহাতে প্রকাশ :—

2nd CLASS

4th—Kristocompul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College.

চাকুরী-জীবন

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কৃষ্ণকমল খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ২৬ মে ১৮৬০ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :—

> ...আমাদের এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা না হইয়া ইংরেজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন ভাষারই শিক্ষা হইয়া থাকে।...দুই বৎসর হইল [বৈশাখ ১২৬৫] এই স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে।... বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইলেই গিরিশচন্দ্র গুপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।...এখানে দেড় বৎসরকাল বাস করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।...গিরিশ বাবুর মৃত্যুর পর অবধি দুই জন শিক্ষকের আবশ্যক হয়। শিক্ষক মহাশয়দিগের কলিকাতা হইতে যতদিন না আসা হইয়াছিল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত কাশীনাথ চৌধুরী বিনা বেতনে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।...কাশীনাথ বাবু কিছুদিন কর্ম্ম করিলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রধান শিক্ষকের পদ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।...কৃষ্ণকমল অল্প দিন হইল নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল আর কিছুদিন আমাদের এখানে থাকিলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইত। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ অতি অল্পলোক সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ অধিকারী হইয়াছেন। বালকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে

তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল।...কৃষ্ণকমলের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই বিত্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

এ বৎসরও ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। পরীক্ষা-কার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুত রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং এখানকার তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহাঁরা দুই জনে সম্পাদন করেন।...

* * *

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া বিশ্ববিত্যালয়ে ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতির পরীক্ষা দানান্তে বি এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। —'সোমপ্রকাশ', ১৮ জুন ১৮৬০।

দেখা যাইতেছে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানের অল্প দিন পূর্ব্বেই কৃষ্ণকমল কর্ম্মত্যাগ করেন।

নর্ম্মাল স্কুলের অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে তিনি হঠাৎ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকমল নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন।

ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্

ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্ উড্‌রো সাহেব কৃষ্ণকমলকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট (?) মাসে মাসিক ১০০৲ বেতনে

কৃষ্ণকমল কলিকাতার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌সের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশ :—

> এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত। নিয়োগ।......কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অফিসিএটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ডেপুটি ইনস্পেক্টর' হইবেন।—'সোমপ্রকাশ', ২৭ আগষ্ট ১৮৬০।

১ জুন ১৮৬১ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "......Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanscrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English."—Extracts from the Report of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B. A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. App. A., pp. 58-60.)

শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে হাবড়ার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে পুনর্ব্বার শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম চারি মাস পুনর্ব্বার খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ২৯ মে ১৮৬২ তারিখে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার

অনুষ্ঠান হয়। পরবর্ত্তী ৭ই জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সভার যে-বিবরণ মুদ্রিত হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

> খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।...শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।...
>
> এই চারি বৎসরকাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।...বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।...
>
> আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ কবেন।...শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।...শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়... কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি

তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি স্বচ্ছন্দ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।...

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান

অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার।...পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন,...। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়্‌দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।...

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণকমল ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। শান্তস্বভাব এবং ব্যবহারে অমায়িক হইলেও তাঁহার চরিত্র ছিল দৃঢ় ও অনমনীয়। যেখানে মনে করিতেন, কোনরূপ অন্যায় আচরিত হইয়াছে, সেখানে তিনি অর্থ বা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেন—আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন

না। তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

> সাপ্তাহিক সংবাদ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাওড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি,…।—পৃ. ১২০।
>
> [বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহাব এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি।—পৃ. ৭২।

কৃষ্ণকমল যখন ওকালতি করিতেন, সেই সময় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকখানির নাম 'নাকে খৎ'।* ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন :—

> হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচ শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার

* ইহা প্রথমে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৮, পৃ. ২০৪-২০) প্রকাশিত হয়; পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম পর্য্যায়) পুস্তকের ২৪১-৭৩ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেম বাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।		আমি
ধনুদ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর'	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধুম্‌খালি'	...	উমাকালী
চাঁদকবি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'ঠাকুর-আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনরারী ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক জীবন

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

কৃষ্ণকমল অল্প বয়স হইতেই বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

> আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।...তাঁহার বাড়ার দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল —কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে না কি?' (পৃ. ৮৪-৮৫)

'বিচারক'

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বিচারকে'র প্রথম

তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন :—

> 'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।...সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

তারাধন ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন।...উক্ত বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রের নিঃস্বার্থ-উন্নতি সাধনার্থ উদারচেতা বালক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

"বিচারক" নামে একখানি সারপূর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পত্রিকা ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি অতি মনোরম পুস্তক মুদ্রিত করেন। তিনি এই উভয়েরই উপস্বত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল আমারই নিঃস্বার্থ উপকারার্থ উহা মুদ্রিত করিতেন। বাঙ্গালিরা যে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য-প্রিয় ও অন্তঃসারবান্ পদার্থে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, তাহাই কেবল দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে এ অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের অবতারণা। অর্থাৎ উক্ত মহাচেতা কৃষ্ণকমলের লিখিত "বিচারক" ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ", উভয়ই একজন বিদ্যালয়ের পোগণ্ড ছাত্রের লেখনী প্রসূত বলিয়া নিতান্ত অসার বোধে উহাদের প্রত্যক্ষ গুণগ্রামেও কেহ আর লক্ষ্যই করিলেন না। সুতরাং উহাদের উভয়েরই বাল্য-মৃত্যু হইল।—তারাধন তর্কভূষণ: 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি' (১৮৯৩), পৃ. ৫৩-৫৪।

'ত্রৈমাসিক সমালোচক'

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে কৃষ্ণকমল 'ত্রৈমাসিক সমালোচক' নামে একখানি "সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচন" প্রচার করিবার সঙ্কল্প করেন। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; বিজ্ঞাপনটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি:—

আগামী ১লা মাঘ হইতে প্রকাশিত হইবে।

লেখক।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধে লেখকের নাম প্রকাশ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত। F. H.

Skrine Esq. C. S. এতদ্ব্যতীত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের অধিকাংশ লেখকগণ।

সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

এ পত্রে কখন কখন ইংরাজি প্রবন্ধাদিও লেখা হইবে।...

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস (ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক।)

সহকারী সম্পাদক।

'ত্রৈমাসিক সমালোচক' শেষ-পর্য্যন্ত বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই; অন্ততঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এরূপ কোন সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

'হিতবাদী'

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ মে (?) কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।* তিনি তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত এই 'হিতবাদী'তেই :—

> সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।—২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র। ('আত্মপরিচয়' দ্রষ্টব্য)

* কৃষ্ণকমল-সম্পাদিত ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা 'হিতবাদী' দেখিয়াছি। ইহার তারিখ—৮ আগষ্ট ১৮৯১।

নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কৃষ্ণকমল বেশী দিন সম্পাদকের কার্য্য করিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

> সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচ জন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৭৬-৭৭।

গ্রন্থাবলী

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দিলাম।

১। **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ**। ইং ১৮৫৮ (?) পৃ. ৬২।

> **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। কলিকাতা। ১৭৭৯ শকাব্দা। টামস লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।**

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, এই "গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল" (পৃ. ২০০)। পুস্তকখানি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। ১৭৮০ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সমালোচনা করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম না থাকিলেও উহা যে কৃষ্ণকমলের রচনা, তাঁহার একাধিক প্রমাণ আছে।* কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় (পৃ. ৩৮-৩৯) বলিয়াছেন :—

যোলো সতের বৎসর বয়সে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম।

যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উদ্দাম,
লিখেছিনু গল্প এক "দুরাকাঙ্ক্ষ" নাম।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতেও তাহা জানা যাইবে :—

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি। কালেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন।...নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।৴০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত)	...	।০
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।০
বিচিত্র বীর্য্য (ঐ কৃত)	...	।০

গুপ্ত ব্রাদর্শ।

পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি,
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি,
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ,
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।
এইরূপে সবে তার নিন্দা একটি করে,
পয়সা দিয়া কিনিল না কেহই সাদরে।
তা' বোলে কি ছেড়ে দিব লেখা একেবারে,
যখন বোকার দল ঘেরিল সংসারে ?
ক অক্ষর গোমাংস যাহাদের পেটে,
বানান করিতে যারা মরে দম ফেটে,
যা' দি'কে দেখিলে মোরে দংশে যেন অহি,
এরূপ লোকের সব বিকাইছে বহি !

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এক্ষণে আমরা বাহুদামে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে বিহরমান হংসযূথে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আম্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির অতিপাত করিতাম, নগ্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া নির্ঝরের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া ময়ুর ময়ুরীর কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তার দর্শন করিতাম, শরৎ কালের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সহিত কমলাদীর কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, গ্রীষ্মের যূথিকা লইয়া তাহার ভ্রমর নীল অলকে বসাইয়া দিতাম, হেমন্তের বান্ধুর আপাণ্ডু গণ্ডস্থলে পরাইয়া দিতাম, মধু মাসের মধু বায়ু সেবন করিতে করিতে তাহার বদনসুধা পান করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম। আর

কত বলিব, সংস্কৃত কবিরা যে স্থানে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা সে সকলের স্বাদগ্রহ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই। যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত, তবে আমি কমলাদ্বীর সহিত অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিতাম। প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শনা ভার্য্যা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবর্ত্তিতা, প্রকৃতির অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে। আমার সে সকলই ছিল। নিবিড় অরণ্যমুকুটিত শৈলমালা প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম আনন্দ দান করিত, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে স্রুতিশীল বারি বীণা অপেক্ষাও অধিক মধুধারা কর্ণে বমন করিত, ঘন পত্রাচ্ছন্ন তরুমালায় সূর্য্যতাপ হইতে ছাদিত নদীর তটভাগে হংসতূল অপেক্ষা সমধিক কোমল নব শষ্প শয়নীয় বিস্তার করিয়া রাখিত, কলকণ্ঠ পতত্রিরা মধুর স্বর আবিষ্কৃত করিয়া নাগরিকাদের আমোদদায়ী গায়কবর্গকে ধিক্কার করিত, কস্তুরী মৃগদিগের অধ্যাসনে সুরভীকৃত শিলাতল শ্রমহারী বিষ্টরস্বরূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আবার এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রণয়, যেরূপ শুচারিত্র ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই সুরলোক অপেক্ষা রমণীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন পাত্র বলিয়াছে, যে যথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত অনিমিষে চাহিতে হয়। (পৃ. ১৭-১৯)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে, "দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।" তিনি তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যে আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী. নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।...বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।...আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।...আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে, 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটী গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে জটাঘটাসজ্জটিত —এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন,

তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটী বিভিন্ন সময়ে, * বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ হইল। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৫২৫-২৮।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র একাদশ সংখ্যক গ্রন্থরূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য**। জানুয়ারি ১৮৬২। পৃ. ৭৬।

Bichitrabyrya A Heroic Tale By Krishnakamal Bhattacharya. বিচিত্রবীর্য্য নামক বীররসাশ্রিত আখ্যান। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত ইং ১৮৬২ সাল।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

'বিচিত্রবীর্য্য' হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিয়াছিলেন,—"It would do credit to a veteran writer",—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনা একই লেখনীপ্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

হয় নাই ; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০২-২০৩।

রচনার নিদর্শন :—

জনমেজয়ের সর্পসত্র সমাপিত হইলে তিনি কিছুকাল সাবধানে রাজ্যকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বহুদিন তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী নয়নের অগোচর থাকাতে দেশের দুরবস্থার শেষ ছিল না। পথ, ঘাট, নগর, গ্রাম সর্ব্বস্থানই দুর্দান্ত দস্যুবর্গে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রামের ভিতর দিবাভাগে মানুষ হত্যা হইত। পথিকেরা অতিসামান্য সামগ্রী লইয়া যাইতে, লুব্ধক হস্তে পতিত হইবার শঙ্কা করিত। কাহারও গৃহে রূপবতী রমণী থাকিলে লম্পটেরা ছলে, বলে, বা কৌশলে অপহরণ করিয়া লইত। সৈন্য সমূহ বহুদিন উপেক্ষিত থাকিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নিয়মের দাম হইতে মুক্তবন্ধন হইয়া প্রজাগণের উপর নানা অত্যাচার করিত। দেশের গুপ্তি অতি দুর্ব্বল হওয়াতে শান্তি রক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাঘাতে কত সমৃদ্ধ পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে দারিদ্র্য গহ্বরে নিপতিত হইল। রাজস্বের অতিশয় ন্যূনতা হইল। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রজাদিগের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইত। দুর্ভিক্ষের সহচর মরক, যেন সম্মার্জ্জনী দ্বারা কত গ্রাম নগর শূন্য করিয়া গেল। যথায় যাও, সেইখানেই ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠশ্বাস প্রাণীর মরণ যাতনা দেখিতে পাও। যেস্থান পূর্ব্বে জনসমাকীর্ণ ধনপূর্ণ নগরের অধিষ্ঠান থাকিয়া ক্রয়বিক্রয়ের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তথায় নির্জ্জনবাসী পেচকের কর্ণকঠোর চীৎকার, ঝিল্লীরব, সর্পের ফুৎকার, ও পূতিগন্ধী পবনের বিষাদজনক হুহূধ্বনি শ্রবণ গোচর হইত। রাজপথের উপর নিবিড় জঙ্গল, কঙ্কালরাশি ও হিংস্র জন্তুর নখপদ দেখিয়া পথিকেরা উদ্বিগ্নমানসে, সভয় পদসঞ্চারে, বসনে নাসা আচ্ছাদন করিয়া

ত্বরিত পরিহার করিয়া যাইত। "যেসকল সোপান পূর্ব্বে রমণীরা পাদালক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিত, এখন তথায় সদ্যোনিহত হরিণের উষ্ণ রুধির ছল্ ছল্ করিত। গৃহদীর্ঘিকার জলে আরণ্য মহিষেরা শৃঙ্গাঘাত করিত। গৃহের চিত্রপটে লিখিত হস্তীকে পারমার্থিক সিংহ নখাঘাত করিত"। হস্তিনাপুরী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রাম আফ্রিকার শাহারামরুতে অবাকীর্ণ ওশিসের ন্যায় হইয়াছিল। দেশের ত এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। (পৃ. ১-২)

৩। **নাগানন্দম্**। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সহকৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ. ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

4. *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law.* Calcutta, 1877.

5. *Tables of Succession under the Bengal School of Hindu Law* with an Introduction on some unsettled Questions. By Krishna Kamal Bhattacharya, B. L., Vakeel, High Court, Calcutta. 1885. pp. 37+xii.

6. *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.

7. *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), Calcutta, 1887. pp. 82.

ইহা ছাড়া তিনি ভট্টিকাব্য, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, ঋজুপাঠ প্রভৃতি কলেজ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বা তাহাদের অংশ-বিশেষের ছাত্রোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের বঙ্গানুবাদ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Lecture-notes) ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আরোহণী' নামে সংস্কৃত-শিক্ষার্থিগণের প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ

'পূর্ণিমা', 'অবোধ-বন্ধু', 'ভারতী' প্রভৃতি তৎকালীন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

> সুহৃদ্বর কবি বিহারিলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।...ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।...
>
> কিছুদিন পরে বিহারিলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে

পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।

স্মৃতিকথায় কৃষ্ণকমল তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত যে-কয়টি রচনার সন্ধান দিয়াছেন, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির তালিকা :—

"জুঁইফুলের গাছ"—পূর্ণিমা', ৫ম সংখ্যা। ১২৬৬ সাল। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা।

"পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

"নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

"ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

এই সকল রচনার মধ্যে "পৌল ভর্জ্জীনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রচনাটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিহারিলাল" প্রবন্ধে ('সাধনা', ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ) ও 'জীবন-স্মৃতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

> এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল! (পৃ. ৮২)

"পৌল ভর্জ্জীনী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist; আমি নাস্তিক।" গিরিশচন্দ্র

ঘোষ-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে কোঁতের ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। *

১২৯২ সালের 'ভারতী'তে (শ্রাবণ, আশ্বিন) তিনি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন; প্রবন্ধটির নাম—"Positivism কাঁহাকে বলে?" কৃষ্ণকমল এই সময়ে অধ্যাপনা করিতেন না,—ওকালতি করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম" নামে তিনটি প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল যে সুতার্কিক ছিলেন, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন:—

> আপনি দুইটি বিষয়ে বেজায় চুপ করিয়া গিয়াছেন—কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এবং কৃষ্ণকমলী সংগ্রাম। লেখনীর ছিটাগুলি বর্ষণ করুন—আমি ধৈর্য্যের ঢাল ধরিয়া বসিয়া আছি। আমি আপনারই তো champion, আমাকে যত উৎসাহিত করিবেন ততই কোমর বাঁধিয়া লাগিব। It costs me a good deal of labour নিতান্ত ছেলেখেলা নয়, কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.—'সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭।

কৃষ্ণকমলের স্বাক্ষরিত আরও দুইটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সেই দুইটি:—

* কোঁতের শিষ্য ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এস্. লব্ ১০ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন:—"I am glad Professor Krishna Kamal is going to write an article from a Comtean point of view. I am very anxious to see Positivism discussed from a a purely Hindu point of view, a task to which of course I am myself inadequate..." *Life of Grish Chunder Ghose*, p. 239.

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

"জান্তব চুম্বক শক্তি"—'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৮।

ইহা ছাড়া কৃষ্ণকমলের পাণ্ডিত্যের সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থে (ইং ১৮৮৫) লিখিয়াছেন :—

> আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।—ভূমিকা, পৃ. ।•

কৃষ্ণকমলই রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ—"ধর্ম্মশাস্ত্র" (ইং ১৮৯৫) সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> এই ভাগে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনেক অংশ, ও যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দক্ষ, পরাশর ও ব্যাসের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এবং সংস্কৃত ভাষায় মদীয় শিক্ষাগুরু মহানুভব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই ভাগ সঙ্কলন করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির বিখ্যাত 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে

কৃষ্ণকমল সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে 'বিদ্যাম্বুধি'. উপাধি দিয়াছিলেন।

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগস্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের ইহার অধিক পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় এবং তাঁহার রচিত পুস্তক ও গ্রন্থাবলী হইতে এইটুকু অনুভব করিতে পারি যে, যে-কারণেই হউক, তিনি তাঁহার যথার্থ কীর্ত্তি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সম্ভবতঃ পাদপীঠের সম্মুখে আসিতে তাঁহার নিজেরই সঙ্কোচ ছিল। নতুবা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান পরিমাণে অল্প হইলেও, বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের সেই অল্প পরিমাণ দানই আজ আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তাঁহার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমসাময়িক, অথচ রচনাশিল্প হিসাবে 'দুরাকাঙ্ক্ষ' যে 'আলাল' হইতে উচ্চ শ্রেণীর, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিম যে বিরাট্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণকমলের মধ্যে তাহারই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই সম্ভাবনাও অত্যাশ্চর্য্য।

কৃষ্ণকমল সে-যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রসমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার

স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় হইবার দাবী করিতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কোন দিনই গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৩১৮ সালে কৃষ্ণকমলকে "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন করিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য পালন করেন। এই পদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

সাহিত্য পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

পরিষদ্ আমাকে বিশিষ্ট
সভ্যপদে বরণ করিয়াছেন
অবগত হইয়া যার পরনাই
সম্মানিত বোধ করিতেছি
এবং কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।
দুঃখের বিষয় এই যে
রোগে ও বার্দ্ধক্যে আমার
শরীর এরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও
অপটু হইয়াছে যে পরি-
ষদে উপস্থিত হইয়া
তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে
লিপ্ত হওয়া কিংবা সহায়তা

কৃষ্ণকমল সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি দিয়াছিলেন।

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগস্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের ইহার অধিক পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় এবং তাঁহার রচিত পুস্তক ও গ্রন্থাবলী হইতে এইটুকু অনুভব করিতে পারি যে, যে-কারণেই হউক, তিনি তাঁহার যথার্থ কীর্ত্তি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সম্ভবতঃ পাদপীঠের সম্মুখে আসিতে তাঁহার নিজেরই সঙ্কোচ ছিল। নতুবা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান পরিমাণে অল্প হইলেও, বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের সেই অল্প পরিমাণ দানই আজ আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তাঁহার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমসাময়িক, অথচ রচনাশিল্প হিসাবে 'দুরাকাঙ্ক্ষ' যে 'আলাল' হইতে উচ্চ শ্রেণীর, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিম যে বিরাট্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণকমলের মধ্যে তাহারই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই সম্ভাবনাও অত্যাশ্চর্য্য।

কৃষ্ণকমল সে-যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ জ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রসমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা

স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় হইবার দাবী করিতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কোন দিনই গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৩১৮ সালে কৃষ্ণকমলকে "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন করিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য পালন করেন। এই পদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

সাহিত্য পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়

পরিষদ আমাকে বিশিষ্ট
সভ্যপদে বরণ করিয়াছেন
অবগত হইয়া যার পরনাই
সম্মানিত বোধ করিতেছি
এবং কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।
দুঃখের বিষয় এই যে
রোগে ও বার্দ্ধক্যে আমার
শরীর এরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও
অপটু হইয়াছে যে পরি-
ষদে উপস্থিত হইয়া
তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে
লিপ্ত হওয়া কিংবা সহায়তা

করা আমার দ্বারা ঘটিবে না।
আমি কেবল নামমাত্র
সভ্য হইলাম। যাহা হউক
শেষাবস্থায় দেশের মধ্যে
গণ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের
নিকট এপ্রকার সমুন্নত
সম্মান লাভ করিয়া আমার
অন্তঃকরণে একটা
অপরিসীম তৃপ্তি আসিয়াছে
ইতি সন ১৩১৭ সাল
৫ই আশ্বিন

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

রামকমল ভট্টাচার্য্য

১৮৩৪—১৮৬০

রামকমল ভট্টাচার্য্য আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামকমলের মৃত্যুর পর, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'বেকন' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ; ইহার গোড়ায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" নামে যে অংশটি আছে তাহা কৃষ্ণকমলেরই রচনা। এই জীবনবৃত্ত নিম্নে মুদ্রিত হইল ; পাদটীকার মন্তব্যগুলি আমার।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকমলের জীবনবৃত্ত

এই গ্রন্থের অনুবাদের সহিত যাঁহার নামের সংস্রব আছে, সেই রামকমল ভট্টাচার্য্য একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। যদিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তাঁহার তেমন কোন মহৎ কীর্ত্তি অনুষ্ঠান করিবার অবসর হয় নাই, তথাপি তাঁহার সহিত যে সকল ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় ছিল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাদৃশ ধী-শক্তি-সম্পন্ন গুণবান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী না হওয়াতে হতভাগ্য বাঙ্গালা

দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। এ নিমিত্ত তদীয় জীবনবৃত্ত পাঠ করিতে লোকের অভিরুচি হইলেও হইতে পারে, ইহা আলোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত ও সংযোজিত হইতেছে।

১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটি বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন; সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ হয় নাই। তিনি স্বভাবত নির্ব্বিরোধী ও বিজনবাসপ্রিয় লোক ছিলেন, পাঁচ জনের প্রশংসা লাভার্থ তাঁহার তেমন দুর্দম ঔৎসুক্য ছিল না, এই বলিয়াই হউক; অথবা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিশেষ ভাবনা চিন্তা ছিল না, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের একমাত্র উপজীব্য ও অদ্বিতীয় কীর্ত্তিমার্গ যে সভাতে বিচার আচার করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বা আগ্রহের উদয় হইত না, এ কারণেই হউক; রামজয় একপ্রকার অপ্রকাশ ভাবেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয়

রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন।

এই রূপে অল্পবয়সে অনাথ ও অভিভাবক শূন্য হইয়াও রামকমলের জীবনবর্ত্ম কোন অংশে অন্যথাভূত হইল না। তিনি অবিলম্বে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই অবধি এরূপ প্রগাঢ় অভিযোগ, অক্লিষ্ট অধ্যবসায় ও দুর্দ্দম উদ্যম সহকারে সংস্কৃত শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ইংরেজীর অন্তঃপাতী বিস্তর বিদ্যার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাবৎ পরিচিত ব্যক্তির হৃদয়ে বিস্ময় ও চমৎকারের উদয় করিয়াছিলেন। তিনি তাবৎ পরীক্ষাতে স্বসমকক্ষ অশেষ সহাধ্যায়ীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন, সকল বিষয়েই অসাধারণ প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।* ঐ বিদ্যালয়ের যে যে অধ্যাপকের নিকট তাঁহার অধ্যয়ন হয়, তাঁহাদিগের

* রামকমল কিরূপ কৃতী ছাত্র ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি পরীক্ষায় মোট ৩০০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ২৬৪ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল :—

সাহিত্য ৪৮; অলঙ্কার ৪৮; দর্শন ৪৬; ইংরেজী সাহিত্য ৪৬; ইংরেজী গণিত ৩২; বাংলা রচনা ৪৪। মোট ২৬৪।—General Report on Public Instruction,...From 30th Sept. 1852, to 27th Jan. 1855.

প্রত্যেকেই তাঁহার নামে গদ্গদ হইতেন এবং অনন্তরাগত ছাত্রবর্গকে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইযা শাস্ত্রচর্চ্চা বিষয়ক সমুন্নতি করিবার উপদেশ দিতেন। ফলত তাদৃশ অনুপম বুদ্ধিমত্তার সহিত তাদৃশ অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহযোগ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ইতিহাস মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। তাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়েই কুণ্ঠিত হইত না, তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ কোন শাস্ত্রের প্রতিই অরুচি ধারণ করিত না। কি সুললিত কালিদাস, কি সুনিপুণ রসগঙ্গাধরকর্ত্তা জগন্নাথ, কি সুগভীর রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি সকলের প্রতিই প্রগাঢ় প্রীতিভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। কোন রূপ রমণীয়তা তাঁহার সহৃদয়তার নিকট অনাদৃত হইত না, কোন রূপ বুদ্ধিচাতুরীই তাঁহার ভাবগ্রাহিতার নিকট হেয় হইত না। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার এই এক চমৎকার গুণ ছিল যে, যাহা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না; পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার স্বভাবের নিতান্ত বহির্ভূত ছিল। তিনি যখন অলঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন, প্রচলিত সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ মাত্র পাঠে তৃপ্তি লাভ করেন নাই, রসগঙ্গাধর চিত্রমীমাংসা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থের আলোচনা করিয়া ঐ শাস্ত্রে এরূপ প্রবীণতা লাভ করিলেন যে, তাঁহার অধ্যাপককেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, শিক্ষকের অপেক্ষা ছাত্রের বহুদর্শিতা বলবত্তর। শেষাশেষি যখন তিনি দর্শন পড়িতেন, তখন আর সহাধ্যায়ী কেহ ছিল না: তিনি একাকী অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় শুদ্ধ তাঁহারই নিমিত্ত এক এক খানি প্রশ্নের রচনা হইত।

এই রূপে সংস্কৃত শাস্ত্র সমাপনের পর তিনি ঐ বিদ্যালয়েই ইংরেজী চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়েও অল্পকাল মধ্যে এরূপ ভূয়সী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ রচনাপারিপাট্য ও ভাবগ্রাহিতা

উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাতকীর্ত্তি তদীয় শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত আর্দ্র ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।* এই সন্দর্ভের প্রণেতা তাঁহাদের এক জনের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে রামকমল ইংরেজী রচনা বিষয়ে এরূপ বিশিষ্ট নৈপুণ্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষক নিজেও সে স্থলে সেরূপ নৈপুণ্য জুটাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক ইংরেজী অধ্যয়ন সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ না হইতে হইতেই এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার অবসান করিল।

তাঁহার চক্ষু স্বভাবত নিস্তেজ ছিল; তাহাতে বহুকাল রাত্রিজাগরণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ক সুগভীর চিন্তা দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ অপকার জন্মিয়া, বোধ হয় তৎসহকারে নেত্রজ্যোতি আরো দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিশেষে সেই রোগ এত দূর প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজী ১৮৫৬ শালে তাঁহাকে অধ্যয়নে ভঙ্গ দিয়া বায়ুপরিবর্ত্তের নিমিত্ত

---

* কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে ২৪ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে রামকমলকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ, তিনি ১০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তিনি ৬ বৎসর সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন।

গণিতশাস্ত্রে রামকমলের রীতিমত অধিকার ছিল। তিনি প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে 'পাটীগণিত' রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই 'পাটীগণিত' প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে; ইহার বিজ্ঞাপনে রামকমল সম্বন্ধে এই অংশটুকু আছে:—"রচনা সমাপ্ত হইলে সংস্কৃত কালেজের ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস ও সংস্কৃত কালেজের এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য, ইঁহারা উভয়ে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থখানি ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইল কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন।"

পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল। তথায় অল্পকাল থাকিয়া তাঁহার রোগের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল, তিনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৈদ্যকশাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা দ্বারা পুনর্ব্বার যৎকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ অধ্যয়নাদি করিবার সামর্থ্য আর প্রত্যাগমন করে নাই। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার বামচক্ষুর পুরোভাগে রক্তবর্ণ রেখাকৃতি ক্ষুদ্র এক প্রতিমূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজ করে। ইহাই তদীয় চক্ষুরোগের অসাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজীতে যাহাকে "হ্রস্ব দৃষ্টি" কহে, সেই রোগের রোগী ছিলেন, অর্থাৎ দূরের বস্তু দেখিতে পাইতেন না, কিঞ্চিদ্দূরে লোক চিনিতে পারিতেন না। ইহার সঙ্গে আবার অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, আকস্মিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্যের সহযোগ ছিল এবং মৃত্যুর অবহুকাল পূর্ব্বে অর্শোরোগেরও কিঞ্চিৎ সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল বিবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অগত্যা; এবং যার পর নাই অনিচ্ছার সহিত, দুর্নিবার জ্ঞানলালসাকে স্তম্ভিত রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সংসার নির্ব্বাহ বিষয়েও কিছু কিছু অপ্রতুল হইয়া উঠাতে তিনি ইং ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

তিনি তিন বৎসর ঐ পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই অবসরে যদিও নেত্র রোগ বৃদ্ধি শঙ্কাতে তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতে হইত, দীপালোকে অধ্যয়ন একেবারে রহিত করিয়াছিলেন এবং দিবা ভাগে বিশেষ ঘটা করিয়া পড়িতে তাঁহার সাহস কুলাইত না, তথাপি ইংরেজী ভাষার সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার যাহা কিছু রচনা বর্ত্তমান আছে, এই কয় বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত সমাধা করা হয়। তন্মধ্যে তৎপ্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে আপনার জ্যামিতিকে এক বিশিষ্ট গুণপনায়

কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতএব ইহার কিঞ্চিৎ আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

যৎকালে তাঁহার নেত্ররোগ দেখা দিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দেওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলে, সেই সময়ে সময়বিনোদনের নিমিত্ত তিনি জ্যামিতি বিষয়ক চিন্তাতে মনঃসংযোগ করিতেন। ইংরেজী জ্যামিতির সহিত পরিচয় হইবার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহার মনে এই এক সংস্কারের উদয় হয় যে, ঐ শাস্ত্রের প্রচলিত অনুশীলনপ্রণালী সম্যক্ যুক্তিসিদ্ধ নহে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত ইউক্লিড্ নামক গ্রন্থকর্ত্তার সংগ্রহগ্রন্থকে জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ করিয়া রাখাতে বিস্তর বৃথা সময় ব্যয় হয়, অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে পণ্ডশ্রম করিতে হয়, আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষাপক্ষে অনেক পুরাতন অমনোরম ও জটিল রীতির অনুসরণ দ্বারা নিরর্থ বুদ্ধিকে ক্লেশিত করা হয়, ইত্যাকার এক চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছিল। পরে অধ্যয়ন হইতে ঐকান্তিক অবসর গ্রহণ করিবার পর সেই চিন্তা ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত ও শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়া তাঁহাকে জ্যামিতি বিষয়ে এক নূতন সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত করিল। এই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে তিনি নিম্ন লিখিত কয়েকটী মূলতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; যথা, ত্রিকোণমিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পারকতা উৎপাদন ব্যতীত জ্যামিতির অন্য কোন উপযোগিতা নাই, জ্যামিতিকে অন্য কোন উদ্দেশে অনুশীলন করা বৃথা সময়ক্ষয় মাত্র, সেই অনুশীলন দ্বারা যদিও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা জনিত কিঞ্চিৎ প্রখরতা জন্মিলেও জন্মিতে পারে, কিন্তু সে প্রখরতা সর্ব্বসংগ্রাহিণী নহে, অর্থাৎ জ্যামিতি ব্যতীত আর কুত্রাপি সে প্রখরতার কাজ দর্শে না, বুদ্ধির ঈদৃশ প্রখরতা সাধনের উদ্দেশে অনন্যকর্ম্মা হইয়া

জ্যামিতি চর্চ্চা করা বা অধিক দিন উহাতে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাচীনকালের অনেক শাস্ত্র বুদ্ধিপরিচালনা বিষয়ে জ্যামিতির মত কিম্বা ততোঽধিক উপযোগী হইলেও, গুরুতর ও আবশ্যকতর বিষয় বিশেষের সহিত সে সকলের সংস্রব নাই বলিয়া, ক্রমে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যথা প্রাচীন উপনিষদ্ শাস্ত্র, প্রাচীন তর্কশাস্ত্র ও বেদান্ত ইত্যাদি। এই মতের পরতন্ত্র হইয়া রামকমল ইউক্লিড্ প্রণীত ষড়ধ্যায়ীকে গুটিপঞ্চাশেক সূত্র স্বরূপে পরিণত করিলেন এবং ইউক্লিডের প্রণালী ও ইউক্লিডের ব্যবস্থা অনেক অংশে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন সজ্জায় জ্যামিতিকে সজ্জিত করিলেন, ইউক্লিডের উপপাদনপদ্ধতিও অনেক স্থলে পরিহৃত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে কোথাও স্বরচিত, কোথাও বা অন্যান্য জ্যামিতি বেত্তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল।

জ্যামিতির রচনা বিষয়ে তাঁহার বিপুল ভাবনা ব্যয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা পরিগ্রহ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রণয়নের পর দু চারি জন সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকে দেখান হয়, কেহ বা তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা কহিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার দর্শিবেক না। কিন্তু রামকমল লোককে যেরূপে জ্যামিতি শিখাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইউরোপের দুএক জন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গণিতশাস্ত্র বিশারদ দর্শনকারের বচনভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগেরও তাহা অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি দর্শনকার অগস্ট্ কণ্ট্ স্বপ্রণীত "ধ্রুবরাজনীতি" নামক গ্রন্থে যে স্থলে "শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ সংস্কার" বিষয়ে লিখিতে বসিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্তে সেই স্থান পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হইবেক যে, রামকমলের জ্যামিতির মত গ্রন্থকে তিনি বিশেষ সমাদর করিলেও করিতে পারিতেন। যাহা হউক, শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ

সংস্কার বিষয়ে কঙ্ট্ যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে বিশ্বজনীনরূপে পরিগৃহীত হইতেছে না, তখন তাঁহার দোহাই দিয়া রামকমলের জ্যামিতির পার পাইবার যো নাই। অতএব এই গ্রন্থের গুণাগুণ এখনও অপ্রাব্যস্তই থাকিতেছে।*

বেকনের সন্দর্ভ রামকমলের দ্বিতীয় গ্রন্থ।† নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রবর্গকে লিখাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি বেকনের কয়েকটী সন্দর্ভ বাছিয়া অনুবাদ করেন। অদ্যাপিও সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরাই ইহার প্রধান গ্রাহক। গ্রন্থকার নিজে ইহার বিশেষ গৌরব করিতেন না, তিনি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিতে চাহিতেন না। সেই অমুদ্রিত অবস্থায়

* রামকমলের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যামিতি গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Elements of Geometry By Ramkamal Bhattacharya. Published after his death With an English Translation. জ্যামিতি। রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। Calcutta : The Presidency Press. 1862. [পৃ. ৶০+৩২+২৪+xx]

† রামকমলের 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বেকন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চ পদে অসুখ বিস্তর। উচ্চ-পদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও কর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট তরে পড়ে এবং

বাঙ্গালা ভাষার ধুরন্ধর দু এক ব্যক্তির নিকট পরীক্ষিত হইবার পর তাঁহাদিগের এই রায় হইয়াছিল যে, এরূপ নূতন প্রকারের বাঙ্গালা লোকের মনোরম হইবার বিষয় নাই। বাস্তবিকও বাঙ্গালাতে এখন যে দুই প্রকারের রচনা প্রচার আছে, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত সংস্কৃত কথা, ক্রিয়াগুলিও অৰ্দ্ধেক সংস্কৃত, এই এক প্রকার রীতি; আর শুদ্ধ চলিত কথার ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা লেখা কর্ত্তব্য, এরূপ যে এক মত আছে; এই দুই প্রকার রীতির কোন রীতিই বেকনে অনুসৃত হয় নাই। গ্রন্থকার, অতি দুরূহ ও সাড়ম্বর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিবার পরক্ষণেই সহজ সরল ও অতি সাধারণ বাঙ্গালা শব্দ সকল অকুতোভয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঘোরঘটা করিয়া শাস্ত্রীয় পদাবলীর ছটা বিস্তারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতি অর্ব্বাচীন ও প্রাকৃত শব্দবিন্যাস করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহাই বেকনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য অসাধারণ ধর্ম্ম। বাঙ্গালার ভবিষ্যতে এইরূপ রীতি বজায় হইয়া উঠিবেক কি না, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করা ভার। তবে যাঁহারা দুই তিন ভাষা আলোচনা পূর্ব্বক

কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোখ পড়ে এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্য রূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহনীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও শ্রীভ্রংশ সম্পর্কীয় সকল লক্ষণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে যদি বাঙ্গালা কখন বলবৎ হইয়া উঠে, যদি ইংরেজীর প্রতাপে ইহাকে অকালমৃত্যু আসিয়া না ধরে, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার অত চাটুকার এবং আসল বাঙ্গালার প্রতি অত বিমুখ হইলে চলিবেক না। যাহা হউক, বেকনের রচনা বাঙ্গালা পাঠকদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাইকেল মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত বেকনের রচনারও দু এক জন দুর্দান্ত ও বিজাতীয় পক্ষপাতী বিদ্যমান আছেন।

রামকমলের তৃতীয় গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় দর্শনকার জন ইস্টুয়র্ট মিল্ প্রণীত ন্যায় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্টে তিনি বাঙ্গালাতে এক ন্যায়শাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাকে তিনি "আন্বীক্ষিকী" নাম দিয়া গিয়াছেন। ইহার কত দূরই বা মিলের গ্রন্থ মূলক, কত দূরই বা তাঁহার নিজ কপোল কল্পিত, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ অদ্যাপি এই হস্তলিখিত গ্রন্থের পরীক্ষা বা মুদ্রাকরণে কেহ কৃতসংকল্প হয়েন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি অসমাপ্ত থাকাতে যার পর নাই আক্ষেপ ও পরীতাপের বিষয় হইয়া আছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই প্রকার দর্শনশাস্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ন আর এক জন লোক জন্মগ্রহণ করা ক্রমেই দুর্ঘট হইতেছে। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, অনন্যমনা হইয়া গুরূপদেশ সহকারে তিন চারি বৎসর কাল উহার প্রতি বিনিযোগ না করিলে প্রকৃতরূপে উহাকে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইংরেজী শিখিবার পর সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এরূপ অধ্যবসায় বাঙ্গালির সম্ভবে না, ফলতঃ উহা এক প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য বলিলেও বলা যায়। যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান সংস্কৃতবেত্তারা পর্য্যন্ত সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ সমূহের নিকট স্তব্ধ হইয়া যান, তখন অর্থকরী

বিদ্যায় বাইশ তেইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া সেই নীরস সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিতে পারে, ঈদৃশ শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি অদ্যাপি এতদ্দেশে হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজীতে সহজ সহজ ভাষায় সকল বিষয় পড়িবার অভ্যাস হইলে কঠিন ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য অনেক হ্রাস হয়, সুতরাং যাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা অসার অকিঞ্চিৎকর ও বৃথাবাগ্‌জালময় বলিয়া অনাদর জন্মে, এইরূপে ইংরেজী অধ্যেতারা দূর হইতে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রকে দণ্ডবৎ করিতে নিতান্তই বাধ্য হইবেন। রামকমলের পক্ষে সে সংকট দৈববশাৎ অপনীত হইয়াছিল। তিনি অগ্রে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, পরে ইংরেজী দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাষার লালিত্য বিষয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শনের যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ, তদ্দ্বারা তাঁহার পাঠলালসা আরো উত্তেজিতই হইয়াছিল। "ঘটত্বাবচ্ছেদক" "সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূত" প্রভৃতি কর্ণকঠোর বর্ব্বর পরিভাষা সমস্ত এক বার যিনি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, হিউমের সুমধুর পদবিন্যাস ও জন্ ইস্‌টুয়ার্ট মিলের উদার সরল ও পরিষ্কার রচনার অনুশীলন করিবার সময় তাঁহার এক প্রকার নিরূপম আমোদ বোধ হইয়া থাকিবেক। এ কারণে তিনি অচিরাৎ ইংরেজী দর্শনের এরূপ মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছিলেন যে, শেষাশেষি অগস্‌ট্ কঙ্‌ট্ ও মিলের সম্প্রদায়কে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করিতেন। পূর্ব্বদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় এই উভয়বিধ দর্শন শাস্ত্র আর কখন এরূপ পরিপাটী রূপে একাধারে বর্ত্তে নাই, অতএব তাদৃশ লোকের চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, লোকের এ কৌতুহল এখন কিছুকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত রাখিতে হইল। সেই অমূল্য চমৎকার সুযোগ রামকমলের চিতার উপরেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত কয়েক গ্রন্থ ভিন্ন আর যাহা কিছু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাদৃশ নির্দ্দেশযোগ্য নহে। "জীববৃত্ত" বলিয়া অসমাপ্ত কতিপয় পৃষ্ঠা পুস্তক, "শিক্ষাপদ্ধতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ আর ইংলণ্ডের ইতিহাসের* কিয়দংশ এই কয় নাম করিলেই তৎপ্রণীত সকল গ্রন্থের উল্লেখ সাঙ্গ হয়। শেষোক্ত দুইখানি খণ্ডগ্রন্থ অদ্যাপি হস্তলিখিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

তিন বৎসর কাল এই সকল ব্যাপারের সমাধানে ব্যস্ত থাকিয়া, ইং ১৮৬০ শালের ১১ই জুন তারিখে রামকমল অকস্মাৎ আত্মহত্যা দ্বারা মানবলীলা সংবরণ করেন।† এই অসম্ভাবিত ব্যাপারের কারণ কি, তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গ কেহই কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তবে তাঁহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ দু এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিয়া বোধ হয় যে, শরীরের রুগ্নাবস্থাই ইহার আদিকারণ। তিনি এক জন অত্যন্ত তেজীয়ান্ ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। নর্ম্মাল ইস্কুলে যে কাজ করিতেন, তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। বিশেষত তাদৃশ বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে কেবল বাঙ্গালা পড়াইয়া দিনপাত করা

* 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল পরবর্ত্তী কালে স্মৃতিকথায় (পৃ. ২০২) ভ্রমক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন।

† তারিখটি ১১ই জুন না হইয়া ১১ই জুলাই হইবে। ১৬ জুলাই ১৮৬০ (সোমবার) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' রামকমলের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লেখেন :—

> "আমরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া লিখিতেছি, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক রামকমল ভট্টাচার্য্য গত বুধবারে [১১ জুলাই] উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

এক প্রকার শয্যাকণ্টকের স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি আপনার পদকে ঘোরতর ঘৃণা করিতেন, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ পদের সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে যাইতেন, সে সকলের প্রতি তাঁহার যার পর নাই হেয়জ্ঞানের উদয় হইত। সেই সকল তুচ্ছ আইন জারী করিয়া কালক্ষয় করা তাঁহার মহাপাতকের মত জ্ঞান হইত। এ কারণ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ বনিবনাও হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যেরূপ গতিক দাঁড়ায়, তাহাতে ঐ পদ পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে একমাত্র পরামর্শ ছিল। কিন্তু শরীর যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ, তাহাতে পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। এই সকল ক্লেশকর চিন্তাজালে ব্যাকুলীভূত হইয়াই বোধ হয় তাঁহার বুদ্ধির বিকার ও আত্মহত্যাপথের পথিক হইবার অভিলাষ সঞ্চার হয়। তিনি একবার সেই চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়াস হয়েন, সেই অবধি তাঁহার পরিবারের সকলে তাঁহাকে চোকে চোকে রাখিয়াছিল। কিন্তু এই দুর্বুদ্ধি একবার সঞ্চার হইলে তদাক্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং যদি প্রকৃতিস্থ হন, তাহা হইলেই আত্মহত্যা ব্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখা যায়, নচেৎ তাঁহার নিজের মনে সেই সংকল্প নিরন্তর জাগরূক হইয়া থাকিলে, সাধ্য কি যে, কেহ চৌকি দিয়া থামাইতে পারে। সুতরাং প্রথম চেষ্টার এক মাস পরেই রামকমল পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া আপনার দুরন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। সন্ততির মধ্যে তিনি দুই কন্যা সন্তান রাখিয়া যান, তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটি তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়।

রামকমল দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও গম্ভীরমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ললাটদেশে তদীয় বিপুল বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তাঁহার মুখের ভঙ্গী অবলোকন করিলে জ্ঞান হইত যে তিনি অত্যন্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠাৎ দেখিলে

তাঁহাকে বিষণ্ণ স্বভাব ও নিরানন্দ বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সুললিত সৌহার্দ্দ সূত্রে যাঁহারা কখন বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার অতুল আনন্দ যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অদ্যাপি স্মরণ থাকিবেক যে, তিনি কিরূপ প্রসন্ন প্রফুল্ল পরিহাসরসিক ও অট্টহাসশীল লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত সুকুমার ছিল, তিনি আপন পরিবারের সকলের প্রতি এক প্রকার অতি মৃদু স্নেহ বাৎসল্যরসে নিরন্তর আর্দ্র হইয়া থাকিতেন। সে অংশে কোন কিছু ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলে বড় অধীর ও কাতর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই সুকুমারতাগুণ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে তিষ্ঠিতে গেলে সময়ে সময়ে যেরূপ অকুতোভয় অপ্রকম্প্য ও অবিচলিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়, পরের কথায় যেরূপ তুচ্ছজ্ঞান, দৈবের দৌরাত্ম্যে যেরূপ তাচ্ছল্য করিয়া চলিতে হয়, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে তদুপযোগী ধৈর্য্যগুণ ছিল না। তিনি অল্পেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি মানসিক কি শারীরিক কোনরূপ যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারিতেন না, সহজেই কাতরতা প্রদর্শন করিতেন, নিতান্ত নির্ব্বিরোধী লোকের মত থাকিতে ভাল বাসিতেন, লোকে কি ভাবিবে এ বিষয়ে বড় অধিক চিন্তা করিতেন এবং রোগের যন্ত্রণাকে বিজাতীয় ভয় করিতেন। তদীয় স্বভাবনিষ্ঠ এই সকল ধর্ম্মই পরিণামে তাঁহার নিদারুণ মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তিনি সংসারের প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতে সাহসী না হইয়া ভবিষ্যতের এরূপ ভয়াবহ ঘোরতর প্রতিমূর্ত্তি আপন চিত্তপটে অঙ্কিত করিলেন যে, উহার নিকট নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সংসারধাম পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল।

এস্থলে তাঁহার পারমার্থিক বিশ্বাসের কথাও কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। সে বিষয়ে তিনি ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর বা পরকাল

কিছুই মানিতেন না, শুদ্ধ এরূপ নহে, কিন্তু যাহারা মানে, নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন ও বালিশ বলিয়া তাহাদিগকে অকাতরে অবজ্ঞা করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে অত্যন্তাভাব কহে, তিনি ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে সেই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার আগস্ট্ কঙ্ট্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি আস্থা জন্মিয়াছিল এবং সময়ে সময়ে কহিতেন "যদি মানব জাতির কিছু শুভাশংসা থাকে, তাহা হইলে কঙ্টের উপদেশ হইতেই সেই আশা কদাচিৎ ফলবতী হইবেক।"

তাঁহার অনৈসর্গিক মৃত্যু নিবন্ধন র.জনিয়মানুসারে যখন শবচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তখন এই জনরব উঠিয়াছিল যে, ছেদকর্ত্তারা তাঁহার মস্তিষ্কের অত্যাশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা অবলোকনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাকি কহিয়াছিলেন যে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুসজ্জিত চতুরস্র মস্তিষ্ক এদেশের অতি অল্প লোকেরি দৃষ্ট হয়। এ কথার তথ্যাতথ্য বিষয়ে এই সন্দর্ভের প্রণয়নকর্ত্তা কোনরূপ সাক্ষ্য দিতে পারক নহেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৪০—১৮৭০



ালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯
পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৬·২—১৫।২।১৯৪৪

ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার-বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হইয়াছিল এবং মাত্র ত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবন যাপন করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভা এবং অসাধারণ বদান্যতাগুণে কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনকেই এমন মহিমমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ মনীষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে আজ গণনা না-করিয়া উপায় নাই। তিনি নিতান্ত কিশোর বয়সেই দেশের এবং দশের হিতকারী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কতকগুলি মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, অকাল-মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ কাল তাঁহার সেই কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা আমাদের নিকট উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতরই হইয়া উঠিতেছে। আজ দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া আমরা এই আক্ষেপই করিতেছি যে, তাঁহার সকল আরব্ধ কীর্ত্তি সম্পূর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই ; পাইলে বাংলা দেশ উন্নতিমার্গে আরও কিছু অগ্রসর হইতে পারিত।

তুলনার দ্বারা কালীপ্রসন্নের প্রতিভা পরিস্ফুটতর হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোক গমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপাল-কুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা শেষ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম

হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্ম্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি লাভবান্ হইত। আজ তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষের জীবনী ও কীর্ত্তির কথা সাধারণের গোচর করিতেছি।

বাল্য-জীবন

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, এবং নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র। অনেকে তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

কালীপ্রসন্নের জন্ম-উপলক্ষ্যে সিংহ-পরিবারে সমারোহের সহিত যে-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাহার বিবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে অনূদিত হইয়াছিল। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> **Nautch in Celebration of the Birth of a Child.**—Last night a a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur.*

শৈশবে কালীপ্রসন্ন হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল না। তিনি গৃহে বসিয়া উইলিয়ম

কার্কপ্যাট্রিক নামে এক জন সাহেবের সাহায্যে রীতিমত ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁহার আশৈশব অনুরাগ ছিল। এই দুই ভাষাও তিনি পণ্ডিত রাখিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় কালীপ্রসন্ন তাঁহার বাল্য-জীবনের যে অপূর্ব্ব বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ্ দিতেন ; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাক ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম ; আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটি সাদা বেরাল ছিল (আহা ! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে—বাচ্চাও নেই) বাকী সে প্রসাদ পেত। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো ; টিকি, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচাষ্যি দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম ; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো—কখন

বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন ? না ! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায় ? হাঁ, এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পারবো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে !

হায় ! অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্‌লামো করেচি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায় ;···

ছয় বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন পিতৃহীন হন। ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ওলাউঠা রোগে তাঁহার পিতা নন্দলাল ওরফে ছাতু সিংহের মৃত্যু হয়। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-বংশের লোকনাথ বসুর ভ্রাতা বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে প্রকাশ :—

> গত শনৈশ্চর বাসরীয় যামিনীযোগে আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে··· ।—৮ আগষ্ট ১৮৫৪।

কিছু দিন পরে স্ত্রীবিয়োগ হইলে কালীপ্রসন্নের চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যার সহিত পরিণীত হন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি মাত্র তের বৎসর বয়সে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে পরিচিত। কালীপ্রসন্নের অনেক কীর্ত্তি এই বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৪ জুন ১৮৫৩ (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।...৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমাবস্থায় এবং পরেও অনেক দিন কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকরূপে পাই; ইঁহারা উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

* ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়, এই কারণে সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই; এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম তিনটি সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইলেও, তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল ১৪ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। কালীপ্রসন্নও স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে (১৬-১৭ আগস্ট ১৮৫৫) যে বিবরণ প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম···। ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্ম মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত। সভায় কি ধরণের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত, তাহার আভাস দিবার জন্য সেকালের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) আগামি শনিবাসরে সি, জে, মনটেগিউ [ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি "Labour its importance dignity piety and triumphant results" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কি ?" এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুত প্রিয়মাধব বসুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

(২) অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। শ্রীউমাচরণ নন্দী। কর্ম্মাধ্যক্ষ।— 'সংবাদ প্রভাকর', ১৫ মার্চ ১৮৫৬।

(৩) আগামি শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব "Sentiments proper to the age and Country" অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত সময়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার।

সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা মাঝে মাঝে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হইতে দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "জগতে সুখি কে ?" এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার, ১

করমার ন্যূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৬।

(২) "হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা" বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ নবেম্বর ১৮৫৬।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনা-কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল না। গণ্যমান্য সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনাদি দ্বারা সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যানুসারে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant, at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ [?] অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অত্যুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার

সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্।*

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এপ্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।—

'সোমপ্রকাশ', ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির সম্বর্দ্ধনা করিয়াই তিনি নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে

সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এজগতে !"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মাইকেলকে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় এই দুইটি কবিতা আছে :—

হে শারদে ! কোন্ দোষে তুমি দাসী ও চরণতলে ?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?
এ কুৎসিতে ! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দূষিবে জগৎ—হাঁসিবে
সতিনী পোড়া ; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার—সে সময় মনে যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে !

হে সজ্জন ! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাঁহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পাদরি লঙকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ্‌রূপে পাদরি লঙকে তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সুপ্রীমকোর্টে গিয়া মকদ্দমার অবস্থা লক্ষ্য করিতেন। এই মকদ্দমায় বিচারপতি সার্ মর্ড্যাণ্ট ওয়েল্‌স যখন লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই ১৮৬১), তখন কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে সহস্র মুদ্রা আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কালীপ্রসন্ন শুনিলেন—লঙ স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই উপলক্ষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

Saturday, 1st March...

The Biddotshahinee Shabha headed by Baboo Kaliprossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honor to those from whom it emanated.

কল্যাণকর বা সমাজ-সংস্কারক অনুষ্ঠানাদির সহিতও বিদ্যোৎসাহিনী সভার যোগ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিবর্ত্তক আন্দোলনেও ব্যক্তিগত ভাবে কালীপ্রসন্ন সহযোগিতা করিয়াছিলেন।*

আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন আন্দোলন করেন। উহা কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দেশকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, তাহা ১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আবেদনপত্রখানি এইরূপ :—

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট জন্য লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই,

* কৌলীন্য-প্রথা রহিত করিবার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ তারিখযুক্ত বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত যে দ্বিতীয় আবেদনপত্র রাজদ্বারে প্রেরিত হয়, তাহাতেও কালীপ্রসন্নের স্বাক্ষর আছে।

নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম

ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ জন্য সভ্যমহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভা জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন—সংবাদ-পত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১২ মার্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ বা শাখা প্রকাশ্য পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিত মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভার সভ্যেরা বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ—বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। ইহার মারফত কালীপ্রসন্ন বাংলার নাট্যাভিনয় ও নাট্য-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ-পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই বিফলতার একটি প্রধান কারণ, বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ্ ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ও নবীন বসু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল; তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল।* পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উন্মোচিত হয় ও সেই তারিখে উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত একটি বাংলা অনুবাদ। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি প্রকাশিত হয়:—

যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রেল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৫ এপ্রেল্ ১৮৫৭, বুধবার।

---

* "The *Bidyotshahinee Theatre* is in the second year of its existence."—*Hindoo Patriot*, 8 Decr. 1857.

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসনীয় হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার "বিজ্ঞাপন" পাঠে আমরা নাটক-রচনার উদ্দেশ্য ও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা জানিতে পারি :—

বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই দিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্‌সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবায় কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে আড়ম্বর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের

অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানি তাঁহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ-কথা জানা যাইবে :—

আগামি শনিবার ৭ ঘণ্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।—'সংবাদ প্রভাকর', ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার।

শুধু নাট্যকলা নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "৺কালিপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায়; কিন্তু কাষ্ঠের করিলে সেরূপ হয় না।

৺কালিসিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।—'পুণ্য', পৌষ-মাঘ ১৩০৫, পৃ. ১৯৩।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

গ্রন্থাদি রচনা ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক-পত্র পরিচালনেও কালীপ্রসন্ন প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে-সকল সাময়িক-পত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এরূপ চারিখানি পত্রের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করেন। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা, কিন্তু সভার সভ্যবৃন্দ বিনামূল্যে এক খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী—বিশেষতঃ যে-সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন, তাহা—প্রকাশিত হইত।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে। পত্রিকার মলাটের উপর মুদ্রিত থাকিত :—

> বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। মাসিক প্রকাশ্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত। বাঙ্গাল সুপিরিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই সংখ্যায় "বিজ্ঞাপনে" কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন :—

> যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যায়—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য ; বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্য ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা—এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। কালীপ্রসন্নের বাল্যরচনার নিদর্শন-স্বরূপ শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

…মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটীশ্ গবরণ্মেণ্ট্ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম এক জন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে

প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল। ২০ মে ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ১২৬৩ সালের "জ্যৈষ্ঠ মাসীয় বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি" উদ্ধৃত হইয়াছে।

'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' পরবর্ত্তী ৬ই আগস্ট তারিখে লেখেন :—

'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুমাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে,...।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন, 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।—১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬৩।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'

ইহার পর আমরা কালীপ্রসন্নকে আর একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে দেখি। ইহা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ৬ পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্ব সম্পাদন করেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্ব্বের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৭৮৩ শক) ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৭৬ [১৭৭৩ ?] শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল।...বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...

বিবিধার্থ এতাবৎ কাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে

অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না।...শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ-সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রকাশিত হয় নাই।

'পরিদর্শক'

কালীপ্রসন্ন একখানি দৈনিক সংবাদপত্রও কিছু দিন পরিচালন করিয়াছিলেন। পত্রখানির নাম 'পরিদর্শক'; ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী। ১৪ নবেম্বর ১৮৬২ (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদক হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

* 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে।

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভাঁর গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।—'সোমপ্রকাশ', ২৪ নবেম্বর ১৮৬২।

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে।… আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ

হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে?

রচনা—পুস্তক ও প্রবন্ধ

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন, "এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।" জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—বিশেষ করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ও অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ—তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি:—

১। **বাবু নাটক।** ইং ১৮৫৩ (?)

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায়:—

> পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায়

মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ।•, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸• মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

২। **বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।** সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। পৃ. ৮৫।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। মহাকবি কালীদাস বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। ১৭৭৯ শক।

৩। **সাবিত্রী সত্যবান নাটক।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ।৶০+৯৮।

Shabitree Shotyobhan Natuck. A Comedy By Kaliprossono Sing *Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural Societies of India, and of the British Indian Association, and President of the Bedoyth Shahine Shobha of Calcutta, etc. etc. etc.* Calcutta Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah. 1858.

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। শকাব্দা ১৭৮০ বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

ইহাতে "মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে"।

৪। **মালতী মাধব নাটক।** ইং ১৮৫৯। পৃ. ৶০+৯১।

Malatee Mudhaba A Comedy of Bhubabhootee. *Translated into Bengalee from the original Sanscrit*, By Kali Prusno Sing. M. A. S. Calcutta: Printed for the Beedut Shaheenee Shova, by G. P. Roy & Co., No. 67, Emaumbarry Lane. Cossitollah. 1859.

মালতী মাধব নাটক। মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, শকাব্দা ১৭৮০ বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

৮। হিন্দু পেটি্রয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসি-বর্গের প্রতি নিবেদন। ইং ১৮৬১। পৃ. ১৬।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই পুস্তিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have received a funeral euloge by Baboo Kali Prossunno Singh on the late editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjee. He calls on his fellow-countrymen to open their purse-strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to.—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920), p. 50.

কালীপ্রসন্নের এই পুস্তিকাখানি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গবাসিগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের এক জন পরম প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ

নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহসময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্নোন্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসর্ব্বস্ব, বিগতবান্ধব, বৈর-নির্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগকেও কলঙ্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল, যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না, তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মরণ হইলে পাষাণহৃদয়ও কম্পিত হয়। (পৃ. ১-২)

এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃঙ্খল হয়—তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সাধারণ-হিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে, যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণহিত কার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা, —সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে—তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বঙ্গ

মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক। যদি তোমরা বিশ্রাম সুখশয্যায় শয়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে, ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয় জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে ? কয় জন বিধবা তোমাদিগের উদ্যোগে পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়াছে ? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে ? তোমরা মৃত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে, পুত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক সে কেবল প্রশংসা লাভের একমাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আরও ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হও, তোমাদিগের আত্মবিস্মৃতি, সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানার বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিব্রত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কার্য্য সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোনাগাজীর খোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না ; আজি আস্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্য মতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালিসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর। (পৃ. ১২-১৪)

৬। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে খণ্ডশঃ ১৮৬১ (?) খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডের (পৃ. ১৬) আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" ভবভূতি। আশ্‌মান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। মূল্য পয়শায় দুখানা।

ইহার উপহার-পৃষ্ঠায় "১৭৮৩ শক" (ইং ১৮৬১?) পাইতেছি। পুস্তিকার ভূমিকাস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন। হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত কর্‌বেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি লাইন-এন্‌গ্রেভিং আছে। একখানি—"হুতোম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌শা উড়াচ্চেন"; অপরখানি—"ঠণ্‌ঠণের হঠাৎ অবতার"।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম ভাগ (পৃ. ১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> **Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People. Vol. I "By heaven, and not a master tought."**

"Mislike me not for my complexion." Shakespeare. Calcutta. Bose and Company, Printers & Publishers. 1862.

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ। স্বর্গাদপি মনুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ। প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্বস্তাত্মন তথা। চিত্ত-বৃত্তেন্ত দত্তাত্মৈ প্রতিভা পরিমজ্জিতা। কলিকাতা। রাম প্রেস্ বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া। ১৭৮৪।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে (পৃ. ১৮০+৫৪) প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪)। গ্রন্থকার প্রত্যেক সংস্করণেই বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজ-রাড়্‌রা ও বনেদী বড়মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটেতেলীকেও প্রিতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়্‌ল; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো। জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অস্থরের ঢাল-তলওয়ার, নানারঙ্গের ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুলতে লাগ্‌লো; দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে; 'মধু চাই!' 'শাঁখা নেবে গো!' বোলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোন খানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি, চুমকী ঘটী ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে। ধূপ-ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একত্রা দোকান বসে গ্যাছে।

কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকানঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাইল্লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুরচুপড়ী, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আরসি, ঘুনসি, গিল্টির গহনা ও বিলিতী মুক্তো একচেটেয় কিনচেন; রবরের জুতো, কমফরটার, ষ্টিক্ ও স্তাজওয়ালা পাগড়ী অগুস্তি উঠচে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলিতী সোণার শীলআংটী ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধূলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠচে; দোকানের কপাটে ক্যাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গিন কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। সহরে সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা-বেচা বাড়চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠচে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁধচুরী, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু ভরি রূপো গাঁট কাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও কোন মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিশ বদমাইস্ পোরা, চোরেরা পূজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাক্সুলে বসতি কচ্চে; কারো পূজোর পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়ীতে পূজার ভারী ধুম! প্রতিপদাদি-কল্পের পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে বাড়ী গিসগিস কচ্চে। বাবু দেড়ফিট উচ্চ গদীর উপর তসর কাপড় পরে বার

দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঙ্গিন কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলী ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মোশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্নে কতকগুলি প্রিতিমে-ফেলা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক 'যে আজ্ঞা' 'ধর্ম্ম অবতার' প্রভৃতি প্রিয় বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন।…সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ীর বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ী চেনেন না; বিধবা-বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাণের মুখের জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাত-জামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাসিল কচ্চেন; এ দিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও 'আজ যাও' 'কাল এসো' 'হবে না' 'এবার এই হলো' প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হুজুরী সরকারের হেকৃমত দেখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম!

৭। পুরাণসংগ্রহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত **মহাভারত।** শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। ১-১৭শ খণ্ড। ইং ১৮৬০-৬৬।

কয়েক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারতের

অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং রামায়ণ-অনুবাদের সঙ্কল্পও কালীপ্রসন্নের ছিল :—

> বিজ্ঞাপন।—মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ জুলাই ১৮৫৮।

মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে * এবং ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (ইং ১৮৬৬)। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার"-রূপে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে এই অনুবাদ-রচনার যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।...অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।...

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার

* ১৬ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মহাভারতের ১ম খণ্ড সমালোচিত হয়।

বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত,* তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহ-বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।...

আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের* কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্ব জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা সকল কার্য্যই ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্যায়কারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্য্যোধন স্বার্থপরতায় ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিদ্যার আলোচনা হইত, জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ ও ভূমি পর্ব্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত

হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ষট্‌সম্পাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচার করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বরপ্রসাদে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

* * *

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে জুলিয়াস সীজরের জীবনচরিত বাংলায় অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হয় :—

> **Baboo Kaliprossono Sing...we are told has applied to Emperor Napoleon for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Cæsar.**

এই সকল পুস্তক ছাড়া কালীপ্রসন্ন বহু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (কার্ত্তিক, ১৭৭৯ শক) "কা. প্র. সি" স্বাক্ষরে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ডেবিড হেয়ার সাম্বৎসরিক সভাতেও কালীপ্রসন্ন কয়েক বার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইত; সভায় বহু মান্যগণ্য লোকের সমাগম হইত, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদিও হইত। কালীপ্রসন্ন নিজ বাটীতে কয়েক বার এই সাম্বৎসরিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে-সকল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

১ জুন	১৮৫৬,	১৪শ	সাম্বৎসরিক সভা	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৭,	১৫শ	"	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৯,	১৭শ	"	বাংলা নাটক।
২ জুন	১৮৬১,	১৯শ	"	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৬৩,	২১শ	"	কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ।†

* Peary Chand Mittra: *A Biographical Sketch of David Hare*, (1877), pp. 94, 99, 101-02.

† এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ:—"বিবিধ সংবাদ। ১৩ জ্যৈষ্ঠ।—১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।"

কালীপ্রসন্নের এই সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

বদান্যতা

কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ছিল অনন্যসাধারণ এবং বহুমুখী; দেশের বহুবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে দান করিতে তাঁহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" তাঁহার বদান্যতার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষাবিস্তারে দান

স্থানে স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কোন কোন দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান করিয়া কালীপ্রসন্ন জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২৬ মার্চ ১৮৫৮ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বংশবাটী গ্রামে বঙ্গীয় বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা সাধারণের সাহায্যে দ্বিবর্ষাতীত হইল সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গবিদ্যা প্রচার করিতেছিল, পরে সংপ্রতি কলিকাতা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তথায় শুভাগমন করত বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণানন্তর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজি-শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক এক শত টাকা দান স্বীকার করিয়া ইংরাজি শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই নব যুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহ স্বরূপ হইয়াছেন, ইনি দিগ্বিদিগে আর ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দীন হীনগণকে তিমিরহারী জ্ঞান চক্ষু দিতেছেন, ইহাঁর জীবন বৃদ্ধি ও ধনবর্দ্ধন হইলে অস্মদ্দেশীয় জনগণের যে কত উপকার হইবে তাহা বর্ণনাতীত!······—বিদ্যানুরাগী। বংশবাটী। ২১ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯১৪।

ছাত্রদিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। ১ জুন ১৮৫৮ তারিখের 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্র পাঠে জানা যায় যে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় কালীপ্রসন্ন ইংরেজী চারি শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি জন বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ১ অক্টোবর ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

আমরা শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানশীলতা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা পরিপূর্ণ এক খানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। স্থানের অসদ্ভাব প্রযুক্ত অবিকল পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। পত্র প্রেরক মাডিকেল কালেজের বাঙ্গলা শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাঁহার এরূপ সঙ্গতি নাই যে, উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কালেজে পাঠ করেন। উল্লিখিত সিংহ বাবু অনেক অংশে আনুকূল্য করাতে তাঁহার সেই অসঙ্গতি জন্য ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লেখকবর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তিনি পুরস্কার

ঘোষণা করিতেন—বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে চৈত্র মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত। সম্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত, প্রবন্ধাদি পঠিত হইত, ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলনে লেখক-বর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল পুরস্কার দিতেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা; তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এরূপ পুরস্কার প্রদানের একটি বিবরণ ১ বৈশাখ ১২৬৮ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গভাষা লেখক ও অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রভাকর পত্রের বর্ষবৃদ্ধির আনন্দজনক এই বার্ষিকী সভায় পারিতোষিক প্রদানের যে নিয়ম এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর গুণাকর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কতিপয় দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের বিশেষানুরাগ ও সাহায্য দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন···বহুবাজার নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী সরলস্বভাব বাবু ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন,···। উমেশ বাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অনুবাদকগণের উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে আমার-দিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, কিন্তু যুগলসেতুনিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হইয়া যথেষ্ট রূপে আনুকূল্য করাতে আমারদিগের ঐ ক্ষুণ্ণোৎসাহ বর্দ্ধমান হইয়াছে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এমত নহে, স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভাষার সুলেখকদিগকে তিনি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এবং তাহারদিগের দ্বারাই সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত

থাকেন, স্বয়ং মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উত্তম রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে তাহা বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এইস্থলে তাঁহার বিষয় অধিক না লিখিয়া পরমেশ্বরের নিকটে একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী এবং দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেছেন, তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাক্ষরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনুবাদের নিমিত্ত দুইটি প্রশ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, যথা।

ইংলণ্ডীয় কবিবর তামস্ মুর সাহেবের বিরচিত লালারুক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ১০০ টাকা।

টড্ সাহেবের রাজস্থাননামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ৩০ টাকা।

ইহার মধ্যে কোন অনুবাদক লালারুক অনুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন নাই,...।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন দুই জন অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাস গুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহাকে অবধারিত পারিতোষিক ৩০ টাকা প্রদানানুমতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পদ্য রচনাবিষয়ে তিনটি বিষয় প্রেরণ করেন যথা।

রূপকচ্ছলে সমস্ত রজনীবর্ণন, বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাবর্ণন, কবিতা ৪০০ পংক্তির ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৫০ টাকা,…শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসুর রচনা উত্তম হওয়াতে তিনি অবধারিত পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়, নগর মধ্যে রজনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন। কবিতার সংখ্যা চারি শত পংক্তির অধিক না হয়, এই বিষয় কেবল শ্রীযুক্ত রাধামাধব মিত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন,…তাঁহাকে অবধারিত ত্রিশ টাকা প্রদান করা গেল।

শেষ প্রস্তাব গদ্য রচনা পুরাণ পাঠের ফল, এই বিষয়ে যে কয়েকটি রচনা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের রচনা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহারা উভয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোষিক ত্রিংশৎ মুদ্রা সমভাগ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

১২৭০ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির বার্ষিক সভা উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন স্বনামে ও বেনামীতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরস্কারের বিষয়গুলি এই :—

শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত।

পুরাণ পাঠের ফল কি ?

পরিমাণ প্রভাকর পত্রের-চারি ফরমা, পুরস্কার ২৫ টাকা।

পরীক্ষক ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

শ্রীযুত মুলুকচাঁদ শর্ম্ম প্রদত্ত।

প্রথম। "ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে" যিনি লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত ১২ পেজি ফরমার এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা।

পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।—'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মার্চ ১৮৬৪।

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নূতন ফৌজদারী বিধিমতে ধৃত হইলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করেন। নীলকরদিগের সহিত মকদ্দমায় পাদরি লঙের সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়—কালীপ্রসন্নই অযাচিত ভাবে এই অর্থ আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের বদান্যতার জন্যই অনেক লেখক তাঁহাদের সাহিত্য-চর্চ্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> নূতন পুস্তক।…বাঙ্গলা নাগানন্দ। ইহা সংস্কৃত নাগানন্দের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি অনুসারে এই অনুবাদ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার সমুদয় ব্যয় দিয়াছেন। লেখা মন্দ নহে। চিতপুর পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত ; …

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের অশেষবিধ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি পাক্ষিক সমাচারপত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন সম্পাদককে পাঁচ শত টাকা দান

করিয়া এই পত্র প্রকাশে আনুকূল্য করিয়াছিলেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১ জুলাই ১৮৬১।

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়াসাঁকোস্থ প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

> কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেশ কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।—"৺কালীপ্রসন্ন সিংহ", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক, পৃ. ৩১।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসন্ন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিতভাবে অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ তিনি অন্যতম "যন্ত্রাধ্যক্ষ" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬০)।

কালীপ্রসন্ন যে কেবল বাংলা পত্রিকাগুলিরই প্রতি সদয় ছিলেন,

এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে। শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকাগুলির উন্নতির প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* (১ম পর্ব্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন মুদ্রাযন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন। ৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

> বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ন্যায় দেশহিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই সময় কালীপ্রসন্নই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুধু পত্রিকাখানি রক্ষা পায় নাই, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরবর্ত্তী ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় দেশহিতব্রতের প্রতি কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। সুষ্ঠুভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনে সহায়তার জন্য কালীপ্রসন্ন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে 'হরিশ-মেমোরিয়াল ফণ্ডে' পাঁচ শত টাকা দান করেন; এমন কি, হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করিবার প্রস্তাব করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে ৯ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

কালীপ্রসন্ন এক সময়ে আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন।* এই কাগজখানির নাম 'দূরবীন', ইহা ফার্সী সংবাদপত্ররূপে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দুর্ভিক্ষে দান

দানবীর কালীপ্রসন্ন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ-তহবিলে তিনি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ আমরা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

We are glad to see the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Pertaub Chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand-wallahs are

* "His patronage of the press was catholic, for he extended it even to that Urdu newspaper, the *Doorbin*, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend [Nawab Abdul Latif Khan Bahadur.]—*The Hindoo Patriot* for July 25, 1870.

Ranee Surnomoyee, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal. Lesser stars then follow....

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার নিবারণ-কল্পেও কালীপ্রসন্ন সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন। —"পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি", 'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০।

জনহিতকর কার্য্যে দান

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন চিৎপুরে একটি দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় লোকদিগের অসুবিধা অনেকটা দূর করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (কার্ত্তিক ১২৭২, পৃ. ১৩৯) লেখেন :—

নূতন সংবাদ।—...আমরা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম কলিকাতা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সংপ্রতি চিত্তপুরে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মহোপকার করিতেছেন।

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত হইতে চারিটি ধারাযন্ত্র আনাইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে লেখেন :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮৫।৵০ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।

এই সকল ধারাযন্ত্র শহরের যে যে স্থানে স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ১৫ জুন ১৮৬৮ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আলোচনা আছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

We understand that the Chairman of the Justices has determined to put up the four fountains presented by Baboo Kalipressunno Sing to the Town at the following places :—

1 At Junction of Dalhousie Square and Clive Street.

1 At Junction of Strand and Durmahatta Street.

1 At Junction of Esplanade Row and Government Place East.

1 At Junction of Rajah Guru Doss' Street and Beadon Street.

The first site is very appropriate...A Fountain at the new Square in the Native Town will be both useful and ornamental. But we are of opinion that one ought to be put up near the residence of the munificent donor in Baranussy Ghose's Street.

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নির্দ্দেশ-মত কাজ হইয়াছিল। একটি ধারাযন্ত্র কালীপ্রসন্নের আবাসস্থলের নিকটে এবং আর একটি রাজা গুরুদাস স্ট্রীট ও বীডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল, বাকী দুইটি সম্ভবতঃ কোথাও স্থাপিত হয় নাই।

দেশপ্রীতি

কালীপ্রসন্নের সাজাত্যবোধ, স্পষ্টবাদিতা, সহৃদয়তা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণ উল্লেখযোগ্য। নানা ব্যাপারে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সার্ মর্ডান্ট ওয়েল্‌স সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন হইতে প্রায়ই বলিতেন, বাঙালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলদর্পণ-মকদ্দমায়ও তিনি এইরূপ কটুবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতিকে এরূপভাবে অপমানিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দিকেই অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ তারিখে দেশীয় নেতৃবর্গ রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট্ সভা করিলেন। কালী-প্রসন্নও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; শুধু যোগদান করিয়াছিলেন বলিলে ঠিক হইবে না,—বাঙালী-চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-লেপনের জন্য তিনি বিচারপতি ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে এই জনসভায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে বিলাতে সেক্রেটরী-অব-স্টেট সার্ চার্লস উডের নিকট পাঠান হইল। এই আবেদনের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সার্ চার্লস উড গবর্নর-জেনারেলকে লেখেন :—

...those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country.*

'হুতোমে'র ভাষায় "সেই অবধি ওয়েল্‌সও ব্রেক হলেন"।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌স যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নও অন্যতম।† ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

* ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† 'সোমপ্রকাশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ৬২৯ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন মনে মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার মত অনুদার ছিলেন না। বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংরেজ এদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই পশ্চাৎপদ হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কালীপ্রসন্ন লর্ড ক্যানিঙের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশগমনের সঙ্কল্পের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য টাউন-হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট্ জনসভা হয়। এই সভায় স্থির হয়, রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবর্গ লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইয়া এদেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবেন। এই সকল দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন। পরবর্ত্তী ১৪ই মার্চ লর্ড ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চাঁদা তুলিয়া লর্ড ক্যানিঙের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই স্মৃতিরক্ষাকল্পে কালীপ্রসন্ন সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।*

নীলকর-পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখমোচনকারী লেফটেনাণ্ট গবর্নর সার্ জন্ পীটার গ্রাণ্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য দেশের যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ২২ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ার হাউসে সমবেত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্যতম।† গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ তহবিলেও কালীপ্রসন্ন শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।‡

* ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

† *The Indian Field* for 26 April 1862.

‡ ৬ জুলাই ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' দ্রষ্টব্য।

স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন যে-সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র, ও পাথেয়স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রার থলি প্রদান করেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যেও এক জন।

বিচারকের পদে কালীপ্রসন্ন

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* তিনি এই কার্য্য কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৬ জুন ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশে' এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

টেরিটীর বাজার অপরিষ্কৃত থাকাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, যত দিন উহা পরিষ্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন তাঁহাকে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

'সোমপ্রকাশ' পুনরায় ২৯ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন:—

কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ আজি কালি পুলিষের কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। গত ১৬ ই আগষ্ট তিনি যে কয়েকটী মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাহার দুটী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। ৮ জন দোকানদার কৃত্রিম বাঁটখারা ব্যবহার করাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট আক্ষেপ করিয়াছেন,

* "আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"—'সোমপ্রকাশ', ৪ মে ১৮৬৩।

ধূর্ত্ত দোকানদারেরা এক এক দ্রব্যে দুই গুণ লাভ করিয়া থাকে। লোকে যথার্থ মূল্য দিয়া এরূপ প্রবঞ্চনা ও ক্ষতি সহ্য করিবেন কেন? পুলিসের ইনস্পেক্টরগণ ইহার অনুসন্ধান রাখেন না বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ওজন ও মাপের জুয়াচুরি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, দণ্ডবিধিতেও ইহার এক বৎসর মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বারান্তরে এরূপ অপরাধীর দণ্ড বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিচারকার্য্যে সুনামের জন্য কালীপ্রসন্ন কয়েক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের পদে দুই মাস কার্য্য করিবার জন্য যুবক কালীপ্রসন্ন পুলিস-কমিশনার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছেন :—

Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate, for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his leisure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation.

৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়, "কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাম্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাম্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।"*

সমসাময়িক সংবাদপত্রে কালীপ্রসন্ন আদর্শ বিচারপতিরূপে কীর্ত্তিত

* "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৪।

হইয়াছেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

আদর্শ বিচারপতি।—৯ই জানুয়ারির হিন্দুপেট্রিয়টে দৃষ্ট হইল, অনরারি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে একদা ডাক্তর বাঁটসনের কেরাণী মহেশচন্দ্র দাস ডাক্তরের পকেট বহি চুরী করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবু প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া মহেশের কারাবাসের আদেশ করেন। পশ্চাৎ বাবু জানিতে পারিলেন, সে বহি অন্যের নিকটে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশের মুক্তিলাভের অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু যেদিন অনরারি মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই অবধি আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত বিষয়ের প্রশংসা আর সমুদায় অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অতঃপর অন্য অন্য বিচারপতির আদর্শ স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারপতির এইরূপ হওয়াই উচিত।...যাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে উচ্চ বিচারাসন দানের প্রতিবন্ধকতা করেন, তাঁহারা দেখুন বাঙ্গালিদিগের ন্যায়পরতা কতদূর গমন করিয়াছে।

বিচারকার্য্যে কালীপ্রসন্নের অপক্ষপাতিতার পরিচয় সত্যই বিরল নহে। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশ করেন :—

ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসর ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত

বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা, যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিচারক কালীপ্রসন্নের সহৃদয়তা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kaliprossonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

কালীপ্রসন্নের সূক্ষ্ম বিচারে সাহেবই হউক আর বাঙালীই হউক, কোন অপরাধীরই নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (২০ আগস্ট ১৮৬৪) সত্য সত্যই লিখিয়াছিলেন :—

...Baboo Kali Prosono has become since his accession to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

কালীপ্রসন্ন যে আদালতের বিচারাসনেই আইনের প্রয়োগ করিতেন, এমত নহে, আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য অবসরসময়েও যে চিন্তা করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি *The Calcutta Police Act* নামে একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৮; ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

THE CALCUTTA POLICE ACT. Containing Act No. IV, of 1866 B. C. together with the Sections of the Indian Penal Code referred to therein, an abstract statement of the offences and the Penalties attached

thereto, and an alphabetical Index, &c. &c. With the Amended Act. Compiled By KALI PRUSUNNO SINGH. *Honorary Magistrate and Justice of the Peace for the town of Calcutta. One of the Municipal Commissioners for the Suburbs of Calcutta with the powers of a magistrate.* Calcutta: Printed and Published for Babu Shib Chunder Bose at J. G. Chatterjea & Co.'s Press. No. 68, Pottuldunga, College Street. 1866. *To be had at the Calcutta Police Court. Price One Rupee.*

এই পুস্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী রচনার নিদর্শনস্বরূপ এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

PREFACE.

In editing the new Police Act, I beg to inform the public that I have inserted all the Sections of the Indian Penal Code referred to in the clauses of the section XXVI of this Act, have prepared an abstract statement of all the offences and penalties attached thereto, and have introduced the limits of the Port and Town of Calcutta, and the Amended Act.

If my brother Honorary Magistrates find facilities in dispensing justice with accuracy by the aid of these few pages, thus laid before them, I shall feel my labour amply rewarded.

In conclusion, I cannot refrain from acknowledging my best thanks to my friend, BABOO PRANKISSEN GHOSE, Interpreter to the magistrate of the northern Division of Calcutta, for the valuable assistance he has rendered me in compiling this work.

KALI PRUSUNNO SINGH.

Calcutta, Police Court,
The 7th June, 1866.

মৃত্যু

২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ শ্রাবণ ১২৭৭) তারিখে কালীপ্রসন্ন অপুত্রক অবস্থায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

Among the wealthy and aristrocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh, whose death during the last week it is our melancholy duty to record. The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young, and his character gave little indication of any future worth or usefulness. But as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulense and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever seen. His celebrated translation of the *Mahavarata*, which before his time never stood in decent Bengali, and the free distribution of the fifteen volumes of his great work, made him popular with every native of Bengal that could spell a sentence of his mother-tongue. His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of *Hootum* are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonor the genius of a Swift or a Dickens. He it was who originally introduced into Bengal the taste for indigenous theatricals, and his translation of *Vikramorvasi* was the first play ever represented in a Bengali stage. He started a daily vernacular newspaper, under the model of English journalism, called the *Paridarshaka*, for some time conducted the well-known Bengali monthly journal *Vividartha Sungraha*, and when the *Hindoo Patriot* was on the verge of ruin, he rescued it at great expense, and entrusted it to competent hands. Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces, the ready help which Mr. Long received from him during the *Nil Durpan* troubles, and the munificent gift of the stone fountains which he made to the Municipality amply testify to this. Handsome, young, rich, and generous he was ever a prey to the temptations that infest native society, and to nothing more than the dreadful vice of intemperance. Last Sunday at about 3 o'clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses, in the 29th year of his age.—*The Indian Mirror* for 29 July (Friday), 1870.

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুতে. প্যারিমোহন কবিরত্ন একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে সেই গানটি উদ্ধৃত হইল :—

কালীপ্রসন্ন সিংহের গুণ গান।

রাগিণী সবেরি। তাল একতালা।

দেশহিতৈষী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যেজে মনুজ কলেবর।
আক্ষেপ অতি অল্প কালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দেহ ছিল জর জর।
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর।
ভয়ানক তুফান নীল-দর্পণে, জজ্ ওয়েল্‌সের কোপাগুনে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর।
কম্ লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ শুধ্‌রে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর।
বিষয় গেলো এই এক দোষ, বৃথা করা আপশোষ্,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর।
মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়েছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর।

—'গীতাবলী', পৃ. ৬৯-৭০।

উপসংহার

কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভা এবং আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ বহুবিধ কীর্তির এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে সমস্ত মানুষটির যে রূপ সপ্ততি বৎসরের ব্যবধানেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতার ধনী জমিদার বা বাবু-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা অনন্যসাধারণ—বৃহত্তর

বাঙালী-সমাজেও তাহা দুর্লভ। অকালমৃত্যু তাঁহার মূল্যবান্ জীবনকে মধ্যপথে খণ্ডিত করিয়া, বাংলা দেশ ও জাতিকে যে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া আজ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেহে আজ বলিতে পারি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিমূলে যুবক কালীপ্রসন্নের নাম চিরকাল খোদিত থাকিবে; তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, স্বদেশপ্রেম ও সাজাত্যবোধ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজসংস্কারে তাঁহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্ন যে-আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনি-সন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল; তাঁহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছু পরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন আপন জন্মভূমির উন্নতি বিষয়ে যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি,—

জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার

ন্নায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্য-রসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।